

শারদীয়
১৩৭৭

জ য শ্রী

প্রতিষ্ঠান
সম্পাদিতা
লীলা বাথ



খানকয়েক ত্রৈষ্ঠ বই

পীতাম্বরী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

ঐগীতা (ঐতার অর্থে সংস্করণ)	ব্যাঙ্গমে বাড়ালী	৩.০
পুণ্ড্র বিজ্ঞান	দ্বিতীয় বাড়ালী	২.৫
ত্রিকাক ও ভাগবত ধর্ম	বিজ্ঞানে বাড়ালী	৪.৫
ভারত-আশ্বাস বাণী	বাংলার স্ববি	৩.৫
Soul of India Speaks	বাংলার বিজ্ঞানী	৫.০
কর্মবায়ী	বাংলার মনোবি	১.৫
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	রাজহি রামমোহন	১.৫
ঐঐচরী	হুগাচারি বিবেকানন্দ	১.৫
ঐনৌনিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি.	আচার্য জগদীশচন্দ্র	২.৫
বিজ্ঞানাগর	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১.৫
চৌটিশের গল্পগল্প	রবীন্দ্রনাথ	২.৫
ভূপৃষ্ঠিক রামনাথ বিশ্বাসের	জীবন গড়া	১.৫
ভূগোল ভূকী	ব্যবহারিক লক্ষ্যকোষ	১২.০
ভূগোল অর্থনীতি ১ম, ২য় খণ্ড	(প্রত্যেকখণ্ড অভিন্ন বা বাংলা অভিবান ৩৫ হাজার)	
মহুইনের দেশ	নন্দ পদ্মিও বহল পরিবর্তিত সংস্করণ	
নিবেদিতা	ঐঐলোকনাথ কল্যাণী	
বিজ্ঞানাগর	সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী	
শিবরামের কিশোর নাটিকা	ঐঐলোকা চন্দ্রবর্ত (মহারাণ)	
ছোটখসড়া পোস্তার	দেশে মিশ বহর ও ভারতের বিপ্লব-সংগ্রাম	

আন্তরনয়ান নীরদ সরকারের

মৌখিক নিয়ম ও ব্যাঙ্গমে রোগ	লরীর ও লক্ষ
নিবারণ	লরল যোগ ও ব্যায়াম
যোগব্যায়ামে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য	নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন
জাতকের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও আসন	আসনের চার্ট, ব্যায়ামের চার্ট

প্রেনিকেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলকাতা কলিকাতা-১২

সব মানুষের জন্য • সব কলমের জন্য

স্বলেথা

স্বলেথা

স্পেসিয়াল

স্মার্টনেস্ট :
স্ম-স্মারক * স্মরণ স্ম
স্মারক * স্মরণ
স্মরণস্মারক : স্মরণ স্ম
স্মরণ * স্মরণ



ভারতে সর্বাধিক বিক্রায়িত
দৌরব-ওক

স্বলেথা

একজিকিউটিভ

স্মার্টনেস্ট :
স্ম-স্মারক * স্মরণ স্ম * স্মরণ স্মারক
স্মরণস্মারক : স্মরণ স্ম * স্মরণস্মারক
স্মরণস্মারক : স্মরণ স্ম * স্মরণস্মারক



স্বলেথা

জেনারেল

স্মার্টনেস্ট : স্ম-স্মারক
স্মরণস্মারক :
স্মরণ স্ম * স্মরণ * স্মরণ



স্বলেথা ওয়ার্কস লিঃ,
সুন্দরী পার্ক, কলিকাতা-৩২

RHODAMINE B 5001

Greenish Powder and full Strength

Manufactured on
Small Scale Industries
Available From Stock

Also

- **DIRECT LEMON YELLOW 5G H/CONC**
- **DIRECT LEMON YELLOW 6G EXTRA H/CONC**

WITH FULL RANGE OF DIRECT COLOURS

PRICE & SAMPLES

Please Contact

INDIAN CHEM-COLOUR INDUSTRIES

—ईं छी बन रंग - रसायन उद्योग—

Manufacturers of
COAL-TAR-DYES & INTERMEDIATES
318, Samuel Street,
BOMBAY-3

সূচীপত্র

অবধি : তারিখ : ১৩৭৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বিবি (বারাধাহিক রচনা)	অনিমল্লৈ যোথ	৪১১	ভিনটি : ভাঙে। পোশা	
পাৰ্শ্ব শতাব্ধের আলোচনা			(অনুবাদ কবিতা)	
বিভাসাপর	বেধনাল জোহাংগার	৪১৫	অনুবাদক :	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪৭
জুওপোকে বহাংকাল বর্ণন	চারণিক	৪২৩	অনাবী (বহু পত্র)	শ্রীশ্রীনাথ বসু ৪৪৯
জলের নিবেদ (কবিতা)	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩০	অবেদার দি'ক্তি	বাহুবল্লব দেব ৪৬০
বিশ্বেষণ	কলৌচরণ যোথ	৪৩১	(বারাধাহিক উপভাস)	
(বারাধাহিক রচনা)				
কবিতাভূষণ				
এখন বরজাতিশো বহু	কিরণপত্নী দেবজিত	৪৪১		
পবন এবং কল্পপতা	অলোকরঞ্জন দাসজিত	৪৪১		
কৃত্তবর্ণ	শিকাগ চক্রবর্তী	৪৪২		
বহুপল করে যায়	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৪২		
তোমার সুখের দিকে	মল্লিকের্তা কল্লিক	৪৪৩		
প্রতিদিনই	স্বপ্নেজ দেবজিত	৪৪৪		
কল্লিক	দামল গাংটৌপুতী	৪৪৪		
আনিব হাসক	গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৪৪		
স্বপ্নীর কাছে	প্রফুল্লকুমার দত্ত	৪৪৫		
বিশ্ব	শান্তনু দাস	৪৪৫		
ভিওজন বসে	বিলকরুনার দত্ত	৪৪৫		
প্রতিফলী	দামহন দত্ত	৪৪৬		
সুভিতপণ	বহুদ দাসজিত	৪৪৬		
বিদিত বর্ণক—১১৭০	বংশধরদত্ত বসু	৪৪৬		
কী আনি কেনন আদি আক	বহিবরজদ মুখোপাধ্যায়	৪৪৭		

Phone : 47-5592

With the best Compliments of :

UNION CLINIC

X-Ray • Dental • Pathology • Chest
• Eye • Surgery

159-1A, Rash Behari Avenue Calcutta-29
HINDUSTHAN MART No. 1 (1st-FLOOR)

Off Gariahat Junction
Above
Govt. Sales Emporium

HOURS :

SUNDAY :

8 to 11-30 A.M.

8 A.M. to 12 Noon

4-30 to 6 P.M.

Evening by appointment



গুজোয় চাই
নতুন জুতে

Bata

মুঠীপত্র
জ্যৈষ্ঠ : জ্যৈষ্ঠ : ১৩৭৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বার্ণতা (বক্তৃতা)	অরুণ গোখলী	৪৭৮
জ্ঞান (গল্প)	বিজয়কুমার ঘোষ	৪০৬
টিকানা নেই (গল্প)	অমিত রায়	৪২২
জেনারেল হাইকট :		
একটি বিতর্কিত প্রতিভা	প্রভাস বসু	৪৩৪
(আলোচনা)		
কঠিনতা বিন	বিহার মুখোপাধ্যায়	৪০১
(বাস্তবিক উপভাষা)		
বিভিন্ন যেন যথেষ্ট	সাপননী গুপ্তা	৪১১
পদ	সুপ্রিয় রায়	৪১৪
সাহিত্য ও 'পে' (গল্প)	রাধাকৃষ্ণ চন্দ্র	৪১২
স্বাভাবিক (আলোচনা)	পবিত্রসুন্দর ঘোষ	৪২৭
কোলাহাল রায়		৪৩৪
আদর্শ কথ		৪৪১

সম্পাদক : সুদীপ দাস

অন্বিত জ্ঞানবোধ

সমসাময়িকী চুইটি বই

সমসাময়িকী চুইটিতে মাঝেমাঝে : ২৫০

"...সমসাময়িকীর লিখিত মাঝেমাঝে বা কমান্ডারের পার্থক্য পরিষ্কার করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমসাময়িকীর অর্থ-নৈতিক বতবাস এবং লব্ধিগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার লিখিত মাঝেমাঝে বর্ণিত, সমসাময়িকীর ও বিবর্তন ব্যাপ্য। যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাত।"

... (কৃষিকা)

মেসাময়িকীর জীবনবোধ : ১৫০

(কৃষিকার)

"...মেসাময়িকীর জীবনবোধ একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে মেসাময়িকীর জীবন গ্রহণ করিয়াছেন, যে আদর্শ ও বতবাস মেসাময়িকীর অর্থ জীবন ও ব্যক্তিগত গড়ে জুগিয়ে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও বতবাসকে অবলম্বন করতে হবে। মেসাময়িকীর পথ ভারতবর্ষের পক্ষে একমাত্র পথ। এছাড়া 'নাও পথ' বিস্তারিত অর্থায়ন।" (কৃষিকা)

মেসাময়িকীর জীবনবোধ বা ideology সংক্ষেপে
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাতা ৮৫ :

জ্যৈষ্ঠ : ২৫১৫০১, মেসাময়িকীর বতবাস বোধ,

কলি-৪৭ (ডাক)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন

১৮৪, টেবিল লেন, কলিকাতা-২

the other half !



Wife takes one half. She needs you, your time and attention—a good half of you. What do you do with your other half, the working half?

Travelling to and from work, keeping appointments on time, meeting people, reaching children to school and all the other chores. And, of course, the little relaxing trips for pleasure.

Wherever you go, let Ambassador take care of you. Lean back, stretch out and relax. Steer her wherever you want to go. She obeys you silently. She is dependable. She is beautiful (next to your wife). She is smooth, she is strong. She'll go a long way and even take a lot of beating. She'll make you feel important, she'll make you feel wanted.

She will share you with your family, ungrudgingly. As your other half, Ambassador Mark II will respond to your tender handling.



**HINDUSTAN MOTORS LTD.
CALCUTTA**

With best compliments from :



Book Syndicate Private Ltd.

2, RAMNATH BISWAS LANE,

CALCUTTA-9.

ভুনাহ মানুষ ভাই

সবার উপরে স্বদেশ সত্য

তাঁহার উপরে মাই



শ্রী সরস্বতী প্রেস লিঃ

কলিকাতা - ১



১২৭৭৭২



বারিদীয়া সংখ্যা

৩৫ বর্গ

পঞ্চম সংখ্যা ০ ভাদ্র ১৩৭৭

“শীলা দায় পুত্র-সংসার পরা”

কিঙ্কি

অনিলচন্দ্র ঘোষ

জরুরী আবির্ভাব

১৩০৮ সালে বৈশাখ মাসে (ইংরেজি ১৯০১, এপ্রিল মাস) জরুরী প্রথম প্রকাশ প্রাপ্ত করে। পত্রিকা বের করার প্রচেষ্টা করার খুব আর সময়ের মধ্যেই জরুরী বের হল একটি পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য পত্রিকারূপে—এটা তখন বিশ্বকর্ম ছিল না, হুসানবিকর্ম ছিল। এটা সম্ভব হয়েছিল বিভিন্ন অসম্ভব মানসিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও যত্ন-সেবার প্রেরণার ফলে এবং এ কার্যে তাঁকে বিবেচ্য করেছিল এমনলোক নিষ্ঠাভাবী ও কঠোর ধর্মের ও ছেলে। তাতে টানাকড়ি নেই, অল্প একটুকু একটা বাণিজ্য পত্রিকার বাণিজ্য নেবা সে সময়ে সম্ভব ব্যাপার ছিল না। সেই সংকট ও সমস্যার দিনে যখন বিশেষতঃ শীলার ও দ্বিতীয় শিল্পের ও নেবা, বৈশাখী ভীত পত্রিকা, কোম্পানি সাহায্য ও সহায়ত্বের ও নেবা প্রসারিত করার কথা তাই বার না, সেই হুসানবিকর্ম ও হুঁকার বর্ষ-প্রেরণার মধ্যে জরুরী প্রকাশ যেটি বাস্তব গারিফ, তা এও কার্যকাল পরে বিচার করা হয়নি।

সেই হুসানবিকর্ম প্রকাশিত হয়েছিল হুসানবিকর্ম জরুরী প্রকাশের অত্যন্ত উৎসাহিত নাবা পেতে নিজেও প্রসারিত সালে দ্বিতীয় ও তাঁর অসুখবিশেষ একটি নিষ্ঠাভাবী সালে বার হুঁকার। তখন তাই বার, সমস্যাভাব জরুরী হয়ে ওঠে তাঁর সাংবাদিক বাস্তবিক, তাঁর আবেগের বাস্তব লার তাঁর পত্রিকার শেষ জীবনের একটি নির্ভর। অসম্ভব

শান্তি শান্তি বহির্ভূত করে বৈশাখী বার বের যেসময় তাঁর সর্বত্র জীবিত জরুরী আর নিজের চিবুকেও জীবন।

অনি (হাস) ও আদি সমস্যা সময়ে বার বার সম্ভব এর প্রকাশনার ও সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ করেছিল। এই সেবা ও প্রকাশনার আদায় যেটুকু অভিজ্ঞতা ও উচ্চ ব্যবসায়ী মনোভাব যে পরিচয় ছিল, তা এ সময়ে বর্ষে কাজে এসেছিল। তাঁর ওয়ারি প্রিন্টিং ওয়ার্কশপে বাণিজ্য ও চাকরিত্ব জীবনের (ইউরোপে টাইমস্ পত্রিকার ও বারবিকারী) প্রেসে জরুরী ছাপার বাস্তবিক করা হয়। সে সময়ে শীলা বাণিজ্য কাগজ ছাপার প্রেসে তাঁর সর্বত্র পাঠ্য কণ্ট্রোল ছিল। কামলকণা, হুসানবিকর্ম, বাইভার প্রকৃতি এই তাই বৈশাখ হয়ে গেল। সেবার জন্ম শান্তিবিভেদন হয়ে আস্তর করে সে সময়ের শিক্ষিতা ও ব্যাভাবিক মনোভাব ও সেবিকা সবার দিকট দ্বিতীয় জীবিত প্রিন্টিং সিলে সেবা আসলেন। বাস্তবিকজীবনের নিষ্ঠাভাব ও মনোভাব বার প্রকাশের ও নেবা জীবিত একটি জরুরী প্রকাশ, এতে পাঠ্যভাব, তাঁর জীবিত কাগজ জীবিত, টেলিগ্রাফ, হুসানবিকর্ম, জীবিত জীবিত ইত্যাদি এতে পাঠ্যভাব আসলেন। বৈশাখ বৈশাখ জীবিত জীবিত জীবিত একটি পাঠ্যভাব পেল।

প্রকাশনা কাজে যে হুসানবিকর্ম নাবা সর্বত্র যেন পেল, তাঁর জরুরী সর্ব-সমস্যাভাব জীবিতকর্ম বৈশাখ জীবিতকর্ম পেল। জীবিত ও জীবিতকর্ম সর্বত্র জীবিতকর্ম পেল।

কার্যকরী প্রচলন। আর সেখা ও বৈজ্ঞানিক পরিচালনা
ইত্যাদি কাজে শ্রমজীবি বোঝা ছিল কঠিন পরিচয়।

[illegible]

পরিচালিত প্রতিষ্ঠান কলেজ সমগ্রই আনন্দের সাথে
 করতে সেরেছিল। কার্যক্রম হিসেবেই সমগ্র কলেজ
 তার নিজে হয়েছিল। তবে তাঁর প্রতিষ্ঠান কোন দিনই
 ছিল না, কাল কালেই তাঁর আনন্দ ছিল। এক সঙ্গে বহু
 বিভিন্ন কলেজ ব্যক্তিগত ভিত্তিতে আনন্দে বহু স্টাডেন্ট
 সমগ্র কলেজ—স্বার্থে তিনি ‘স্বপ্নল’ ছিলেন। এত
 স্টাডেন্ট, এমন ব্যক্তিগত কর্মসংস্থান, স্টাডেন্ট বহুগত
 তাঁর কলেজ সমগ্র। কাল স্টাডেন্ট তিনি থাকতে পারেন
 না।

আরম্ভ। অকস্মাৎ ঢাকা বন্দীবাগার কিংবা শিফতাবদ
হাজরাবাহার দিগন্তচল্ল সাগর মহানগরের 'সিটি'। এই
হাতিটি ছিল ঢাকা। সেখান থেকে প্রাচীর বেঁধে গুল
হাজরাবাহার, শাহ নজিরুদ্দিন। দিগন্ত হাতি ছিল
এই হাতির পূর্ব-বিক্রেণে। একতলা হোটেল হাতি। বহু-
লোকাল একটা গাভী গাভী ছিল, বহুগে বাগ দিগন্ত
থেকে উঠে। পানির তপসে ছিল তাঁর দপস। সেখানকার,
আলোপ আলোচনা সবই চলত এখানে। পানির তপস
এক পাশে হোটেল টেবিল ছিল, আর একদিকে আলোচনা
থই।

বিবিধ বহু-বিচিত্র কাণ্ডের মধ্যে জাতির সেবা চাড়াও
 তাঁকে প্রতিদিন অসংখ্য চিঠির ভেতর লিখতে হয়, সব চিঠি নিজ
 হাতে লিখতেন। বসু বসু করে খুব ভাড়াভাড়া লিখতেন।
 বড় বড় হাতের লেখা। লেখার অকড়া হিল নও, ছাতি তো।

ହୁଏନା । ସାତ ଜେନେର ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି । କର୍ମର
ଘୋଟ ଏକଟି ଟାଏମ୍ ସେନିୟର ମିଲେ ଟାଏମ୍ କରନ୍ତି ।

১৯৩০-৩১ সাল হতে প্রায় ৪ বছর ব্যাপী অজ্ঞাতবাসে
কাটে। এমন বিকটীয় ঢাকা বস্ত্রাভাষার লম্বার ছিল।
অমিল (বাল) বাও আদি। বিবিবের বাতির পাশেই মিসরা
আলংঘন বড় বাড়িটি। বিবরা আলংঘন চলে গেছে, বাড়িটিতে
বিবি শিকাতবন নামে খেচোর হাই মূল খুলেছেন। এটি
বিবির লজ্জিত হেচোর কুঠীর হাই মূল। এর পাশেই
শিকানিভেদন নামে কয়েকটুকুতে আর একটি হাই মূল
খোলে। খুলে নামকরণ বিবি আগের বিহীন।
শিকাতবনের বাতলাটি প্রথমটির বাসি ছিল, সেখানে আগের
হাকাত। একটি আর বিবির বস্ত্র ছিল।

এই সময়ে বিদিশের ব্যক্তিরাও যেতেন। ব্যক্তিরা সবাই জানতেন। এক দিন গিরিশবাণু হাঙ্গতে হাঙ্গতে বললেন, কি যে, তোমাদের কত দিন হল ? গিরিশবাণু খুব শক্তির প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর ঝটকালি বয়স হতে শোনা যেত। একবারে আটার্ণ অশ্রুস্রবের রায় গিরিশ স্রের ব্যক্তিরা এলেন। তিনি বললেন, কোথায় বাবা? এক এক টুকরা করে, না বাবা? কোথেকে গিয়েছে ?

একদিন বেড়ে বাগেচি, দেখি বিগি চাই করে একটা
হাভিজে বাগিচা ভাঙে বিগ-নগার জেলে অসুখ করে বিগের
পাড়ে পাড়ে বিগে বিগে বসায়, এটা কি হল, বিগি।
বেচেই দেখ, এটা ভাঙে জাভ। জাইন্ড, হাইলার চপ চপ
দেখিনি; এখন উপরে বাবার শেখ ভাইর আনন্দ হল।
বিনয়ক অসুখে জুজুজ, কাজের অসুখে তাঁর এই ঘোষণা
পরিচয় দানকে গিফ করে জুজু। তাঁর বাগিচে অনেক
রক্ত নতুন নতুন বাগিচা পরিচয় পেত।

অসমীয়া কৰ্মকৰ্মীৰ দল চমক পাই হুঁপোল এল বমিহে।
বিবিধ শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰে উঠল। চট্‌আবেৰে বৈপ্লবিক
অসমীয়াৰে পৰ বাহিৰে থাকাত অসমীয়া হ'ল। চট্‌পাৰ অসম

[illegible]

নারায়ণিক-নাথ্য ১৯২৩ সালের ২২। ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়—উহারি পাকার ওয়ার হীটর একটি ঘোট বাড়িতে। বাবু বা চাটাই পণ্ডে ভ্রাম শুক বল, জটকরেক বেয়ে নিয়ে কিছুদিন পরে বর্তমান স্থান ভিত্তিরে স্থাপন বক বাড়িতে স্থান স্থানান্তরিত হয় এবং এটি একটি প্রথম শ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এটি দ্বিবিদ্য বিভাগ স্থান। প্রথম স্থানটি গোপেন ১৯২৩ সালে। নিউ হাই স্থান নামে। এটি প্রথম কিছুদিন ওয়াইল্ড বাউন্স একটি একতলা বক বাড়িতে ছিল। এই বাড়িতেই প্রথম বীণাশিলা প্রথমী হয়। এর পর বাহালা বাহার লম্বাটোলায় একটি ঘোড়না বক বাড়িতে স্থানটি স্থানান্তরিত হয়। এখানে স্থানটি বয়েক বছর থাকে। এর পেকেন্টারী করা হয় অকালীন উকীল বিদ্যুৎ ওয়াইল্ডহুইক। কিছু বিদ্যুৎ বাবুর পালে দ্বিবিদ্য স্থানান্তরিত করে, দ্বিবিদ্য বিদ্যেই স্থান স্থানান্তরিত এবং নারায়ণিক-নাথ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। নিউ হাই স্থান সে লম্বা বীণাশিলা স্থান নামে লগনের বিকট পরিচিত ছিল। এই স্থানটি পরে কানকরহা স্থান নামে পরিবর্তিত হয়। চাকার নবাববাড়ির আশেপাশে বাহু ওয়াইল্ড বা কানকরহা স্থান নামে এই স্থানের নামকরণ করা টিকাশিলাতে একটি বক বাড়ি স্থান করেছিলেন। কানকরহা স্থান (এক লগলগল) এখন টিকাশিলার উচ্চ বাড়িতেই অবস্থিত।

সার্ব শতবর্ষের আলোক বিদ্যাসাপন

দেবদাস জোয়ারদার

বিদ্যাসাপনের জীবন সত্তর বছরের একটি বর্ষদীপ্ত জীবন। এ জীবনের পথটাই বিদ্যালোকের মতো স্পষ্ট, কোথাও রহস্য নেই। তিনি তাঁর উজ্জ্বল বহির্ভাষ বাংলা দেশে একক। তাঁর জন্মের পর দীর্ঘ বৈরাগ্যে বছর বেঁচেছে, দুইবার পর আশি বছর। তাঁর মতো মানুষ বাংলা দেশে আর জন্মায়নি। বাঙালীর জীবনে তাঁর উত্তরাধিকার কলপ্রস্থ হয়নি। তার উত্তরাধিকারহীন কলপ্রস্থ হয়েছে। তারে মতে ভাবি, হাবশোহন থেকে হুতাবচন পর্বক বহুভাষার বহিরা। এখানে কথ দেখিনি। আনন্ডা এঁদের সতলকেই বার্ষ নবভাষে কিত্রিরে কিত্রি। এঁদের মনের জপমালা হাতে আনন্ডা আত্মভিমানের চর্চা করেছি, আত্মোৎকর্ষের সাধনা করিনি। অনেক বলেন, এ ছুদ বহাপুত্র জন্মানোর ছুদ নয়, একক ব্যক্তিগতব্রের উৎকর্ষে ছুদ নয়। সেদিন যা ছিল একক-জন ব্যক্তিগতব্রের, আজ তা হবে সপটিক, সারা সপালাক। সবপ্রভাতের অজ্ঞার মুহুর্তে গিচিসুদ প্রথম আলোকোজল হয়ে উঠে। কিন্তু পরে সে আলো পর্বত হাড়ির সমতল-জুনি উজ্জল হয়ে উঠে। কিন্তু কোথায় সেই আলোকের স্পর্শ? যে আলোর বর্ষাধার আনন্ডা গুরুত্ব জ্ঞান করবে, সে আলোর চিত্রকাজ এ লগকে কোথাও নেই। এমন এক সর্বস্বাস্থি অজ্ঞকরে পটভূমিতে বিদ্যাসাপনের সার্ব শতবর্ষদীপ্তি আনন্ডা গালন করতে চলেছি আপাতী হাসিলে পোষ্টের। এই স্মরণাত্মক বার্ষ নবভাষা নিবেদনে পর্বপট না হয়ে আনন্ডার শক্তিবান ককক আত্মোৎকর্ষের সাধনায়।

কামিন্য বিদ্যাসাপনের বাংলা মন্ত্রী। বাংলা কামিন্যের বিজ্ঞে তাঁর যে সংগ্রোহে হাতেখড়ি, সেই সংগ্রোহই তাঁকে সেদিনকার সাধারণ্যের বিজ্ঞে পরবর্তী জীবনে সংগ্রোহী করে তুলেছে। তিনি শাশ্বতী বাঙালী ছিলেন না। তাঁর 'বর্ষপরিচয়'-এর গোপালের মতো নিরীহ ভালো ছেলে ছিলেন না। তাঁর পরে 'বর্ষপরিচয়'-এর কাখালের বিলাই বরং বেশি। কাখালের মতোই তিনি দুঃস্থ। তিনি বাংলা দেশের যৌবনের ছুত। তাই তিনি চকল ও অজুত। তিনি বহন সংকুত কলেকের অথক, তখন বিপুলকলেকের হাউবের পরে পার্ববর্তী সংকুত কলেকের হাউবের ইট-পাটিকল সহ শতবুদ হাড়িরে হাড়িরে উপভোগ করতেন। ছুত ছেলেদের তিনি শাশ্বতব্রের বিরোধী ছিলেন। তাঁর ছিল আত্মবিশ্বাসব্রের। হাউবের বর্ষাধারব্রের তাঁর জ্ঞতা ছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের (স্মার-পুত্র সাবা) এক শিক্ষক একটি ছেলেকে যেটির উপর হাড়ি কত্রির কাখার অপরাধে তাকে পটভূত করেন। তিনি ছেলেবেলায় প্রতিবেশী বখুর কলেকের মা ও জীকে সাপানোর লজ তাঁদের হাড়ির বরজার লগনে বরলা কলেক ছেতৎ পাঠমালায় বাওয়ার পথে, তাঁর পকে ছুত ছেলেদের প্রতি অমানুষ্যের পহিছু বনোভাব বাত্মবিক। তিনি দুইশ শিক্ষাবিদ পেডালগণির মতো আধুনিক ছুতাস্থির শিক্ষা-নারকদের টিগার সমেত পরিচিত ছিলেন। কেননা তাঁর এছ পঞ্চেই পেডালগণির শিক্ষাবর্ষ সম্পূর্ণত বই আছে। তাঁর এছ পঞ্চেই এখন বন্দীর সাহিত্য পহিছদের সম্প্রতি।

তিনি তখন ইংরেজি শিখেছিলেন। পরে ইংরেজি শেখানো
 উঠে গেল। তিনি পরিণত বয়সে কোর্ট উইলিয়াম কলেজে
 শিক্ষকতার সময় রীতিমত ইংরেজি শিখেছিলেন। এমিক
 থেকে কাকাদোবনের সঙ্গে তাঁর মিল। কাকাদোবনও বাইপ-
 ডেইল বন্ধ বয়সে ইংরেজি শেখেন। তিনি হেলেবেগার
 তখনকার প্রাথমিক আদিকারি শেখেন, পরে সত্বত, তারও
 পরে ইংরেজি। অমর্ত্য কাকাদোবন বামুইই ইংরেজি শিক্ষার
 তাৎপ্রাণকে প্রথম আদ্যক্ষ কর্তে পেরেছিলেন। সেসঙ্গে
 বিজ্ঞান চর্চায়ই বিজ্ঞানগণর আধুনিক বামুই হয়ে উঠলেন।
 আধুনিকতা গোথাকে জ্ঞান বের না, ইংরেজি বুজিতে
 প্রতিষ্ঠিত হয় না। হিন্দু কলেজের ডিরেক্টরজন ইং-
 বেমন শনের বেংকোনা বামুইয়ের চেয়ে তিনি বেশি আধুনিক
 ছিলেন। হুগোশির গোথাক পরসেই যদি আধুনিক হওয়া
 বেক, তাহলে কোর্ট-মার্কে আদ্যালে তাৎ-তাবিক-বামুই
 পরে আধুনিক হওয়া যায়। এখানে আদ্যার আধুনিকতা
 কলতে লেনেই হুগোশির গোথাক আর তাঁর মূলি,
 আর তাহরীততা বনতে তাৎ-তাবিক-বামুই। ববার্শ
 আধুনিকতা একটি জীবনবৃত্তিই নার। এই জীবনবৃত্তির
 মূল কথা মানবমূলি চিত্তা, বুজিতে আদ্য। ব্যক্তিই বুজিতে
 বিশ্বাস। ব্যক্তি শুধু লগাজের অনেই নর। তার নিম্নেরও
 একটি অমর্ত্য জ্ঞপ ও ভূমিকা আছে। ব্যক্তিই কল
 লগাজে আচার-বিচারের অমর্ত্যবৃত্তি নর। প্রাতিবিকতার
 প্রতিষ্ঠা আধুনিক জীবনের একটি মূল লতা। শুধু উত্তরী
 পার চিহ্নিত্তো শোভিত এই বামুইই ববার্শ আধুনিক
 বামুই। তাঁর চিহ্নিত্তো ব্যক্তি-বাক্তার প্রভীক। শিববাণ
 শাস্ত্রীকে তিনি অলছিলেন যে তাহরতবর্ষে এমন কোমো
 কাকাদোবনো যেই তার মূখের শাংন এই জুগো তিনি
 জুসে বরতে না পারেন। এই চিহ্নিত্তো ল'য়েই লগাজে
 লজ হয়ে তিনি লগাত্ত হেনছিলেন। তাঁর লগল লগ
 গোথাকে লোক বোবানো লয়লতা ছিল না। এই গোথাকে

ছিল তাঁর ব্যক্তিবৃত্তির ব্যতিক্রম। ব্যক্তিবৃত্তি বলতে যা বুঝি,
 তার পূর্বতন রূপ হুজুতিল তাঁর জীবনে। আবদা তাঁর
 ব্যক্তিক বনে যেনো, বনে যেনো কখনো কথা; হুজুতিল
 তাঁর অবিভাভা, হুজু, সংকট ব্যক্তিবৃত্তি ও পৌরুষ। তাঁর
 রচনার ভাষাশুদ্ধা ছিল না। এ কণিকের চিত্তকুপ্ত নয়।
 এর মধ্যে দাঁটার অস্তিত্বান ছিল না। তাঁর ব্যক্তিবৃত্তি
 পৌরুষেই বিপণিত ব্যাকার বর্ণনামের উপর ক'রে পড়েছিল।
 এ যেন লজ্জা কঠিন বসকের মৌরুরোপে বর্ণা হয়ে বসে পড়া।
 তিনি পাঠিত্যের অক্ষরকণ্ঠি রচনা করতে পারতেন, তিনি
 কিনা রচনা করলেন পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে
 আবদার 'বর্ণপরিচয়'। 'বর্ণপরিচয়'কে তিনি প্রকৃতি পরিচয়
 করে তুললেন। বৈজ্ঞানিক বন নিয়ে তিনি বাংলা বর্ণমালা
 লিখলেন, এদের বর্ণমালা উচ্চারণ নির্দেশ করলেন। 'অল
 পতে পাঠ্য নদের' অমরান কনি ও উজ্জ্বল তিনি লিখা
 লিখলেন পরবর্তীকালে বর্ণমালায়ের বড়ো বাপকের উজ্জ্বল।
 তিনি আবদার কর্তৃক বর্ণমালা রূপ দিয়ে চলেছেন। কর্তৃক
 লেখা বর্ণমালা চিত্রার বর্ণমালা তাঁর কাছে ছিলনা। জীবন
 বিজ্ঞির বিজ্ঞির বিজ্ঞির সাধনার তাঁর বিধান ছিল না।
 হুজুতিল যেনোপের পুরোনা পোকার, বোকাভো, এদের
 প্রাচীন পুঁথির পুঁথির পুঁথির পুঁথির পুঁথির পুঁথির পুঁথির
 বিজ্ঞানপত্র প্রাচীন পুঁথির পুঁথির পুঁথির পুঁথির পুঁথির পুঁথির
 পাঠের বর্ণ দিয়ে বর্ণমালা পাঠ নির্দেশ করেন। প্রাচীন বিজ্ঞা
 তাঁর কাছে বহু জ্ঞান ছিল না, এ ছিল হুজুতিল। এই
 হুজুতিলের বর্ণমালায়ের কাজ তিনি লক্ষ বর্ণমালাকে আদান
 জ্ঞানলেন। কান্টারিমালা সম্পর্কে বহুস্থানের সনেট
 ভাষার তাঁর সম্পর্কে আবদা বলতে পারি। তিনি সংকট
 ভাষার পোকার ভাষার বর্ণা রূপান্তরকে ভাষার বর্ণা
 মাতৃভাষা—প্রবাহিত করে দিলেন। তাই তিনি রচনা
 করলেন 'সমুদ্র' বা 'পাঁটার বর্ণমালা'। 'সংকট ভাষা ও
 ই সংকট সাহিত্য সাহিত্যের প্রবাহ'—এ তিনি এই প্রাচীন

সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করলেন হাফিজায়াহ। প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যের অবিকৃত পুনরুদ্ধার, সঠিক ব্যাখ্যা ও সীতা রচনায় তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের সম্পাদনায় তিনি নীরল সাহিত্যের পরিচয় যেমন, নিরুদ্দেশ রূপরাহী যনের পরিচয়। সংস্কৃতশিক্ষাকে তিনি সহজ ও সরল করেন, ব্যাকরণের বিজ্ঞানিকায়িত করেন। হাফিজায়াহ তিনি 'উপকরণিকা' ও 'ব্যাকরণ-কৌতুহী' রচনা করেন। সংস্কৃত কলেজে 'মুহুবাৎ' বা পড়িয়ে বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাথমিক ব্যাখ্যাভাষ্যের পরে প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত দত্ত ও কাব্যাল পড়ানোর পক্ষে তিনি যত দিগন্তে গেলেন। হোলে-কোয় বহুব্যাখ্যার নিঃস্ব স্বাভি জেপে তাঁর 'মুহুবাৎ' মুদ্রণ করার নীরল অভিভ্যতা তিনি স্পষ্টে পাতেননি। এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যের সম্পাদ যেমন তিনি উপহার দিলেন হাফিজায়াহ, আবার যেসমি পাক্ষতা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, বর্ণনের অনেক রত্ন আহরণ করেছিলেন 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'জীবনচরিত', 'চরিতাবলী', 'আখ্যানমঞ্জরী'র ক্ষতা পাঠ্যপুস্তকগুলিতে। পতনুপ বিজ্ঞানগণ, বহিঃ, রত্নোজ্জ্বল্যের মতো হোলে প্রেষ্ঠপ্রতিভা পাঠ্যপুস্তকের অধা-রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তখন একালের মতো অজ্ঞের সেবা বইয়ের বিখ্যাতকলের ঠাকুর বিনিময়ে বাব ফিরুজের দর্শনাগা স্তিতি প্রচলিত হয়নি। পাঠ্য পুস্তক তৃতীয় শ্রেণীর অর্থ-শিক্ষিতের বহিঃ-বৃত্তির উপকরণ হয়ে উঠেনি। পাঠ্য পুস্তকের নামে অপর্যাপ্ত পুস্তক বিক্রিত একালে সেই অতীত মুগের দিকে তাকিয়ে আসাযের নীর্ণনিধান ফেলতে হয়। বিজ্ঞানগণ তাঁর পাঠ্যপুস্তককেই স্তম্ভির আলোর উজ্জল করে জুগেছেন। তাঁর অমুখ্য গল্প রূপিশাস্ত্র বাগানীকে অনেক-দিন চুপ্ত করেছে। তাঁর অমুখ্য আকরিক অমুখ্য হয়নি, ভাবামুখ্য হচ্ছে। এ যেন পুরনো সস্ত্রিক দিয়ে নতুন সস্ত্রি। যে নারীর বোনা তাকে শাস্ত্রাভিব্যক্তি ভাবিচ্ছে, সেই নারীর বোনাই তাঁর 'পদুতপা' ও 'সীতার বনবাস' রচনার

উৎস। পদুতপাভা তমুৎ বোনার মনুশ শেরিয়ে 'বিলম্বীর্বা-মুজল ভীরুত্বমিতে পৌঁছিয়েছিলেন। কিন্তু সীতা করণ হোলে প্রতিক্রিয়া সীতা সর্বস্বেরা পুণ্ডিতের বনভাষ্যের প্রাচীর হাফিজা জীবনে আর কী পেয়েছেন! ভাষ্যরত্ন সাহিত্যের বোনাবনী এই দুই নারী বিজ্ঞানগণকে দিয়ে তাঁদের জীবন-কথা শিখিয়েছেন। এ কোনো আকর্ষক ঘটনা নয়। নারীর অপ্রবোচন ষাঁর মত, তিনি নারীর করণাবন জীবন-কথা রচনা না করে পারেননি। লোককল্যাণের অকাজ্জাল তিনি হাফিজায়াহ সাবনার ত্রুটি হয়েছিলেন। পত্নের আপাত হৃদয়:পুস্তকায় হয়ে তিনি বাংলা পত্ন হৃদয়:পুস্তক লকার করলেন। এমনকি অর্ধেক অমুগণ করে শব্দ বা মতভেদে পরে কোথায় বাপতে হবে পত্নার লগ্ন, তা তিনি নির্দেশ করলেন অতন্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যায়। পত্নকে তিনি শিখের করে উজীর্ণ করলেন। রত্নোজ্জ্বল্য তাকে পত্নের শ্রীতী মপুছেন। তাঁর লগ্নয়ত তমুৎ লকার:পুস্তকায় লগ্ন বাংলা পত্নকে মনন:পুস্তকায় আবার করে তুললেন। অমুগপুস্তকায় সাবনা বহুতায়, আর বিজ্ঞানগণের সাবনা সাবগার। কিন্তু এ লাক্ষ্যেও শিখিততা প্রস্তর পারনি। অমুগের হাতে পত্ন বাংলা পত্ন হাফিজায়াহ বোলে রতো শিত পাক্ষির উঠে। বিজ্ঞানগণের ব্যক্তিগত যেমন বেক্ষণের সাবনা, তাঁর ভাষ্যভেদে এই বেক্ষণের সাবনাই ছিল। তাঁর মুগে উজীর আতিবেয়তার বাংলা পত্ন তৎসং ও তদ্ব্যপক, বাংলা জিয়া পত্ন লকলে একাধারে বান পেল।

বিজ্ঞানগণের শিক্ষার্থী নারীশিক্ষা প্রবর্তন বাংলা শিক্ষা প্রচলন এবং পাক্ষতা বিজ্ঞানগণের ভাষ্যরত্ন বিজ্ঞান লগ্নয় এই ভিত্তিই হচ্ছে মূল দিক। নারীকে ব্যক্তিকারে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই নারীর শিক্ষার প্রয়োজন। এই শিক্ষার পক্ষে অমুগার বাগানবাহ ও নারীর পরাবিনয়। হোলে পরিবেশে অমুগের সেবাশ্রুতা সেবাবোয় তখনকার হৃদয়শীল লগ্নয়ের প্রতিভাবি রাধাকান্ত বোলে আপদ্বি

ହୁଏ । ସାର୍ବ କାଳୀପ୍ରସାଦ ଯୋଗେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାସିକିତ ନାରୀ ନିକାର ବିରୋଧୀ ହିଲେ । ନାରୀ ନିକାର ବିଜ୍ଞାନାଳୟର ମହାସୌ ମନମୋହନ ଉତ୍କଳଜାତ । ଏକଦା ଏକାନ୍ତ ମୁକ୍ତ ସେଥିର ମାହେବର ମହର୍ଷୀ ଉପେଇ ଶ୍ରୀର ଶ୍ରବଣ ଆଦିର୍ବାସ । ସିମ୍ବନାରୀର ଆବାସେର ନିକାଂକ୍ଷେ ଏସିଏ ଏଲେନ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବେର ନିକାଂକର୍ଷ ନିଃସାର୍ବ ହିଲ ନା । ବିମୁଦ୍ଧେର ନିକାଂ ଆର ହୁଏତ୍ତେର ମାହାନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନର ସଦାସିଏ ବର୍ବପ୍ରଚାର ହିଲ ଶ୍ରୀବେର ନକା । ଆବାସେର କ୍ଷତ୍ରପୁର ଏଇ ବର୍ବପ୍ରଚାରକ୍ଷେର ଏକସାର ହୁଏତ୍ତେ ହିଲ ମାର୍ବକା କୀର୍ତ୍ତନର ଛିଡି ଟିଲ ଉଡ଼େ । ଏଇ ଆବଦାର ନାରୀନିକାର ଉତ୍କଳାହମ୍ବେର ଏବେକ୍ଷେ ମିହିସେ ମହମେନ । ବିଜ୍ଞାନାଳୟ ନାରୀନିକାଂକ୍ଷେ ଏଇ ଆବଦାରୁକ୍ତ କଲେନ ୧୮୭୧ ମାଲେ ସାର୍ବମାତେ ସାର୍ବନୀବେର ଶ୍ରୀର ଏକଟି ପ୍ରକାଂଟ ସାଲିକା ବିଜ୍ଞାନର ସାମିତ କରେ । ସେନ ବିମୁଦ୍ଧେଲେ, ଡେନି ଏଇ ସାଲିକା ବିଜ୍ଞାନର ବିଶେଷ୍ଟେର ମାହାନ୍ତା ହାଡ଼ାଈ ସାମିତ ହେ । ହୁମେଲ ଡେନେ ନା, ଶ୍ରେୟେରା ବୀର୍ବନିନ ଆବାସେର ସଦାହୁଏର ମହାଜନୀବକ୍ଷେ ଶ୍ରୀବେର ମାହାଜାସାଦୀ ସାର୍ବେର ଶ୍ରୀଟେଲ ଡେକ୍ଷେ ଶ୍ରୀବେର ଶ୍ରେୟେଲେନ । ତାଈ ଏ ମହାଜେର ସାମାଜିକ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀତି ଓ ସଦାହୁଏର ସାମାଜାସେର ଉପର ଆବାସ ନା ସେନ ଶ୍ରୀରା ଶ୍ରୀବେର ସାର୍ବୋଦ୍ଧାରେ ସେଡ଼େ ହିଲେନ । ଶ୍ରୀବେର ସାଧ୍ୟତ ଏକେକ୍ଷେନ ସାରିଜ୍ଞେ ହିଲେନ । ଶ୍ରୀରାଈ ଶ୍ରୀବିଜ୍ଞାନାଳୟର ଜାସାର 'ବଡ଼ା ଶ୍ରେୟେନ' । ଡେଡ଼ିତ୍ତ ହେବାର, ସେଥିର ସେକ୍ସ ନି. ଏକ୍. ଏକ୍ଷେ ମହାଜ୍ଞ ବଡ଼ା ଶ୍ରେୟେକ୍ଷେ ଆବାସ କ୍ଷେ ମାସିନି । ଆର ଏଶ୍ରୀଈ ଆସୁନିକତାର ଛିଡ଼ିହୁଡ଼ । ବିଜ୍ଞାନାଳୟର ସହ୍ନ ମନମୋହନ ହୁଡ଼ାର ମଲେ ମିସେହିଲେନ : 'ବିଶ୍ୱାସିତା ଶ୍ରୀ ଓ ମୁକ୍ତେ କେବଳ ଆକାରମତ୍ତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଡେବ ମହାମାନ କରାହେନ ନାଈ । ସାମାଜିକ ମଜ୍ଜିବିହ୍ନେ ବିହୁଡ଼ି ମୁଦାବିତା ସାମନ କଲେନ ନାଈ ।' ସାର୍ବମାତେର ସାଲିକା ବିଜ୍ଞାନର ମଜ୍ଜିବିହ୍ନେ ଏଲେ ସେଥିର ମାହେବେର କଳକାତାର ଏବେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଣିକାର ସମ୍ମା କାମେ । ହୁ ବହ୍ନ ମରେ ସାମିତ ହେ କ୍ୟାଳକାଟା କିଲେନ ହୁମ, ସେଥିର ସହ୍ନର ମର ୧୮୭୧ ମାଲ ସେକ୍ସ ଏର ସାମ ହେ

ସେଥିର ହୁମ । ଏଇ ବିଜ୍ଞାନରେର ମହାମାନ ମରେ ସେଥିର ବିଶ୍ୱାସନ କରେନ ବିଜ୍ଞାନାଳୟ । ହୁ ସେକ୍ସ ଡାକ୍ତାବେର ଆବାସ କ୍ଷେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନରେର ସାମିତର ମାଜିର ମାଲେ ବିଜ୍ଞାନାଳୟ ମିସେ ହିଲେନ ମାର ସତନ : 'ବିଜ୍ଞାନୋବେ ମାଲନୀରା ମିକ୍ଷନୀରାଡ଼ି ସହ୍ନ' । ଏଶ୍ରୀଈ ବିଜ୍ଞାନେକ୍ଷେ ବିକ୍ଷିପ୍ତେର ମଲେ ମ.ମ. କରତେ ଓ ବିକା ନିତେ ହେ । ସେଥିର ମହାସାମିତାଡ଼ି ଡେ ହୁ ଶ୍ରୀର ଉଡ଼େ ହୁଡ଼ିସେ ସାମିନି । ଡିନି ହୁମି, ଶ୍ରୀବେର, ନାରୀ ଓ ସେଥିନୀରୁ କେବଳ କରେକ୍ଷେ ସାଲିକାବିଜ୍ଞାନର ସାମନ କରେନ । ୧୮୭୧ ମାଲେର ମହେବେର ସେକ୍ସ ୧୮୭୮ ମାଲେର ସେ ସାଲେ—ସାଈ ଏଇ କରମାଲେ ଡିନି ଡେଡ଼ି ସାଲିକା ବିଜ୍ଞାନର ସାମନ କରେନ । ଏବେ ଶ୍ରୀର ସହ୍ନ କରତେ । ଏକାଲେ ସାଲିକାରେ ପ୍ରାଣିକାର ନାରୀବେର ସହ୍ନ କରତେ ନାରୀନିକାର ଏଇ ମିସିକ୍ଷେକ୍ଷେ ପ୍ରାଣାବେକ୍ଷେ ଛିଡ଼ି ସାମ କରେନ ?

ଡାକ୍ତାର ବିଜ୍ଞାନ ମଲେ ହୁଡ଼ାଶ୍ରୀର ବିଜ୍ଞାନେ ଡିନି ମହେବେକ୍ଷେ ସେମାତେ ଛେଡ଼ିଲେନ । ଏଇ କଲେକ୍ଷେ ସାଲିକାବିଜ୍ଞାନରେର ସାମାଜିକକ୍ଷେ ମିକ୍ଷାମହେବେର ସହ୍ନୋବେ ଏକଟି ମିକ୍ଷା ମାହାଜ୍ଞ ମଜ୍ଜିକଲେନ ଡିନି ମେମ କରେନ । ସାର୍ବମାତା ମହେବେ କଲେକ୍ଷେର ସାଲିକା ସାଲିକାବିଜ୍ଞାନେ କଲକାତା ମହେବେ କଲେକ୍ଷେ ମିସିବିହ୍ନେ ଛିଡ଼ିମାଟେର ଉଡ଼େ ଏଇ କଲେକ୍ଷେର ସାମାଜିକକ୍ଷେ ଡିନି ଶ୍ରୀର ସତ ଜାନାମ । ଡାକ୍ତାର 'Notes on the Sanskrit College' ନାମେ ଶ୍ରୀର ହାଡ଼େ ମେମା ସାମାଜିକ ମଜ୍ଜାତେ ମାହାଜ୍ଞ ସାମ । ଏଇ ଡିନିଡ଼ିଈ ଏକଟି ହୁମ ଶ୍ରୀ । ଡାକ୍ତାର ବିଜ୍ଞାନ ମଲେ ହୁଡ଼ାଶ୍ରୀର ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନେର ଶ୍ରୀ । ଡିନି ମିସେହିଲେନ : 'ଏ କରା ମିକ୍ଷେ ବିସ୍ତ୍ରାସିତେର ଏବେକ୍ଷେକ୍ଷେ ଆସୁନିକ ହୁମେର ପ୍ରାଣିକାର ମାହାଜ୍ଞାସାର ମଲେ ସାମ ସାମନା, କିନ୍ତୁ ତାମେକ୍ଷେ ପ୍ରାଣିକ ମହେବେକ୍ଷେ ମଜ୍ଜିକେର ଏଇ ବର୍ବନ ମହେବେ ଜାନ ସାକା ଛିଡ଼ି ।' ତହୁ ଏ ମହେବେ ମିସେହି ଡିନି ସେବେ ସାମନି, ଆରା ମିସେଲେନ : 'କିନ୍ତୁ ମାହାଜ୍ଞେ ସାମାଜିକ ସାମାଜିକ ବର୍ବନ, ମେ ମହେବେ ଏବେ ଆର ବିଶେଷ ସତେବେ ନେ' । ଶ୍ରୀର ଏଇ ହୁଡ଼ି ସହ୍ନ ସାମାଜିକ । ପ୍ରାଣିକ ବିଜ୍ଞାନ ମହାଜ୍ଞେ ଡିନି ମିସେହି ।

বিশেষ প্রভা ছিল। 'তোষণা মনে কর, পতিবিরোধ হইলেই, স্ত্রীকাতর নরী পাপাশ্রয় হইয়া যায়; হুৎ অতি দুঃখ বলিয়া বোধ হয়না; যদ্যপি আর যত্না বলিয়া বোধ হয় না; দুর্ভাগ্য বিপুল' এককালে নির্মূল হইয়া যায়। তাঁর এ কাতর আবেগশানিত বক্তব্যে হুজি ও শান্তবচন সৃষ্টিতে পড়েছে নৃপক কাতর মনুষ্যের শব্দপ্রাণে; কিম্বাদিবারের শব্দকে আশোষনই শুধুই না, তার কাছে বগেই হয়নি, মনে হয়েছে এ বিশ্বের স্ত্রীস্বামী আইনের সাধনা চাই। তাই তিনি অনেক তার প্রতিবাদ আইন শাসন কর্তৃক তত্ত্ব করে দিলেন। কার্য-ক্ষেত্রে বৈধা বিবাহের আয়োজন তিনি করতেন। লম্বাজের প্রকৃত ক্ষমতার মুখোমুখি তিনি হাটলেন। এই কলকাতা শব্দের তাঁকে হাজার চোঁট করা হয়েছিল। তবু এই সাহসী অমৃতোত্তর; লেখনি তাঁর স্ত্রীস্বামী আইন এই হাজার নোংরা। বহুবিবাহের প্রকৃত কলকাতা তিনি আইনের সাধনা চাইলেন। তবু এ বিশ্বের তাঁর চোঁট বার্ষিক হলো। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে একটি চেষ্টা তিনি লক্ষ্য করতে পারলেন। বাগবিবাহ যোগে কলকাতা তিনি আইনের গাধা কোনোদিন করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত বিবাহবিধির যোগে নিয়ে নারীশাসনোপন এ যোগে পুরুষের বল বহুবিবাহ করে গেলেন। এই যোগে যোগে তিনি বিবাহিতা স্ত্রী উৎক্ষেপে লেখা নারীর একটি অস্বীকার পত্র একতারা স্যাম্পে হেডলি করা প্রথা প্রবর্তন করেন। কিম্বাদিবারের আয়োজন করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য রাখ, এমনকি অগের গাধা কর্তৃক শব্দেন। এই লম্বাজের লম্বাজে তিনি বর্ষে বর্ষে অমৃতব করতে পেরেছিলেন। বহুবিবাহ ও বাগ বিবাহের বৈধতা এই লম্বাজে বর্ষকাল শুধরে শুধরে হাঁটছিল। লম্বাজের সাহিত্যে লম্বাজিবিবাহের কাহিনীতে, হাজার, আশ্রয়ী ও বিলম্ব-সমীতে আশ্রয়ের নীরব কাতা ভাষা পাচ্ছিল। বিজ্ঞানায় এই লম্বাজকে অগ্রিকণার ভাষাভরিত করেন। এই প্রাণিত অগ্রিকণার তিনি যোগাভারের বাহু চোঁটে চাইলেন। লম্বাজ

ছুতলোক মহাকাশ চন্দ্রনি

চারণিক

১২ই জুন রোহ-নব্ব হুপুবে এলগিন হোড থেকে একটি শাস্ত্র শোকস্বরূপ লবণাত্মা চলছে। বেতগুপ্ত শোভিত লগাধারে সৌম্য শাস্ত্র এক মটীয়াশী নারী যুক্তি। আর অগ্রপশ্চাতে দীর্ঘ শোকস্বরূপ, অহুগামী, অহুগামী ভক্তের দল। রাবে রাবে গম্ভীর পূত উদাত্ত 'লক্ষ্মণাত্মরম্' ধ্বনি উচ্চকিত করে তুলছে পথ প্রবাসীকে। এ কা'র শব্দ জিজ্ঞাসা করে জানলাম দেশকল্পা বিপ্লবী নেত্রী লীলারায় চলছেন। পিচ-ঢালা উরুপ পথ বেয়ে অস্ত সকল আবাল বৃদ্ধ বনিতার সহযাত্রী হয়েছিলেন। এক অপূর্বরীতিতে সেদিন মিলিত হয়েছিলেন, ১৮ বৎসর পূর্বে যে অগ্নিযুলিক নির্ধাপিত হয়েছিল যে ধূলার তাঁর বিপ্লবী জীবন ভস্মীভূত হয়েছিল সেই অনিলরাতের চিত্তস্থানে আমরা আরেক বিপ্লবী সত্তার ভস্মীকরণ প্রত্যক্ষ করলাম। সঞ্চল নয়নে সেই বিচিত্র ছুত-চন্দন-কাঠে গড়ে একটি ভিন্ন জগতের অহুভূতি জেগেছিল। অহুভব করেছিলেন অতিপরিচিত তারা যেন আনন্দ-উজ্জল নেত্রে সেই লবটিকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু সেই উপহাসিত ছিল অশরীরী, পর্ষতান্ত্রিতে বিমিরে পড়েছিলেন চিত্তারই নিকটবর্তী একটি স্মৃতি বেদীর পাশে। আর সেই সময় অহুভব করলাম চারদিকে অশরীরী আনাগোনা। কাউকে চিনতে পারছিলাম, কাউকে হয়তো ঠিক স্বরণ করতে পারছিলাম না। মনে হল স্মিরাম এসেছেন, এসেছেন কানাইলাল, সত্যেন, প্রফুল্ল, বাণাবতীন, ঘড়ীন দাশ, সুধু সেন, ক্রীতিগতা, বিনয়-বাবল-দীনেশ, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, শ্রামাঙ্গ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, অনিল রায়, ইন্দ্ৰয্যতী সিংহ ও অনিল দাস। সবাই আনন্দে উৎফুল্ল। ইন্দ্ৰয্যতী সিংহ তাঁর সেই গুপ্ত ভঙ্গিমার এগিয়ে এসে হাত ধরলেন, এসেছেন প্রিয় সাথীকে নিয়ে যেতে। অনিল রায়ের সেই স্নিগ্ধ স্নেহমাদুর্ধকরা হাসি, শুনাতে পেলাম, অহুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছেন, "পাথে কোনও কষ্ট হয়নি ভো ভোমার।" আর তাঁর একান্ত ভক্ত অনিল দাস, কতকাল পরে দিমিকে পেয়ে কি খুশীটাই না হয়েছেন কত কথা-ই যেন আজ বলার রয়েছে।

আরেকজনকেও দেখেছিলেন, সবার পরিচিত অতি নিকটের মানুষটি এঁদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন, যেন একটি পৃথক সত্তা। খুবই করুণ বিষাদঘন সে মুখরূপি। অগুরা সবাই যখন বিপ্লবী নেত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত সে সময় তিনি নিরীক্স করছেন এই মরুজগতের আমাঙ্গের সবাইকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি মানুষের যুগের অভিব্যক্তি দেখছেন এবং সেই অহুগামী তাঁর মুখেও প্রতিফ্রিয়া কিছুটা দেখতে পেলাম।

চিতা নির্ধাপিত হল, সবাই গলাধলে চিতার আগুন নিবিয়ে দিলাম। তারপর শোকস্রোত শরীর টেনে নিজ-নিজ ঘরে লগাই ফিরলাম, শূন্য রক্তভার বহু অস্থগামী নৃক গয়ে রইল।

২৫ আগস্ট সকালে আকাশবাণীতে আরেকটি ঘোষণা শুনতে পেলাম রাজধানী দিল্লীতে সর্বভাষী বিপ্লবী সন্থাসী মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী লোকান্তরিত হয়েছেন। সত্যই তিনি মহারাজ, রাজাবিরাজ যে **কৃত** রাজকীর মর্যাদার বখাছানে তাঁর পূণ্যাত্মা অস্ত্রিম লোকে গমন করলো। বদম্যে বিরাট জনস্রোত বহুপুত্বে বিপ্লবীর বিদান ঘাটিতে সমাগম হয়েছে। হঠাৎ তাঁর কণ্ঠে হস্তব্যাক হয়ে পড়লাম, দুটি ভিন্ন জাতের ধ্বনি, কারা যেন লাল পতাকা নিয়ে ছুটে আসছে। শুরু হয়ে গেল দুটি দলের ঠাকার্কি। একদল বলছে 'ত্রৈলোকা মহারাজ লাল সেলাম', আরেকদল বলছে 'বন্দোবস্তরন্'। ১০ই দেশপ্রিয় পার্ক থেকে কেওড়াডালা স্থান পর্য্যন্ত সেই একই নৃত্য। সর্বভাষী অসীতিপার সন্থাসী বিপ্লবী দীর্ঘ চল্লিশবছরের কারাবীতনের ইতিহাস নিয়ে অস্ত্রিম লোকে শরান আর তাঁরই মরমেই ঘিরে চলছে বিভিন্ন নৃত্য। একদল বলছে 'লাল সেলাম' অস্ত্রদল 'বন্দোবস্তরন্'। দুই পক্ষই গায়ের গোরে গলায় জোরে জোদের মত প্রতিজ্ঞা করতে চাইছে। মাঝখানে সেই মগন ইতিহাসপুরুষ বিধ্ব নেয়ে হান্ধছেন। তাঁর এই মরমেই ছেড়ে অস্ত্রিম খানন্দলোকে যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। ১২ই জুনের মত আজ পরপারের ব্যক্তিত্ব এসে ঘিরে ধরলেন। মহারাজ কেমন সাংগীল ভল্লীতে গুনের সঙ্গে ঘেঁটে চলছেন: আমিও বিষয় মনে দাঁড়িয়েছিলাম। এই কি সেই বাংলা, যে বাংলার **কৃত** চল্লিশটি বছর মহারাজ কারা ভোগ করেছেন। এরা কি সেই বাংলার ছেলে যাদের **কৃত** তিনি পদ্মাপার থেকে ছুটে এসেছেন। হায় স্বার্থলোলুপ পররাষ্ট্রা নির্ভরশীল রাজনৈতিক পাপচক্র আজ বাংলা ও বাদ্যলীকে কোথায় নিয়ে বেলেছে।

চন্দন কাঠের চিতার শব্দেই স্থাপন করা হল, দ্বুত সহযোগে অগ্নিসংযোগ হল। আমি ঘুরে যসে ১২ই জুনের কথা ভাবছিলাম। আজ ষাঁরা নিতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে দেশনেত্রী লীলাবারও ছিলেন। বিভিন্ন এ জগৎ। ২৮শে জুন মহারাজ দেশকন্টার স্মৃতি সভার মালা অর্পণ করলেন ভাষণ দিলেন আজ তাঁকেই নিজে নিতে এসেছেন দেশকন্টা। আগুনের সেলিহান জিহ্বা, চন্দন দ্রুতের গন্ধে সমস্ত গ্রামশরটিতে এক বিচিত্র পরিবেশ রচনা করেছে। আমি একা চিত্তরঞ্জনর স্মৃতি মন্দিরে যসে আমি, কোথাও কোথাও দু একটি জটলা রয়েছে। মনে হল কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকিরে ঠিকই চিনতে পারলাম সেদিনের সেই বিষয় যত্নপাকাতর যুথ। মহাকালের রূপ নিয়ে এক দীর্ঘসেই পুরুষ। কী অপূর্ব সে সৌন্দর্য, পৈরিক বসন, সদন্ত মেহ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মহাকাল যেন সীমিত কায়্য গ্রহণ করেছেন। এ কার কায়্য? ভাবিত পথিকের?

জিজ্ঞাসা করলাম কেন এমন হচ্ছে, গতকাল যার জন্ম সমস্ত দেশে কেঁপেছে আজ তাঁর শবের চারদিকে নিজেদের রাজনৈতিক হানাহানিতে এরা মেতেছে। মানুষ এত ব্যর্থপর কেন? তিনি বলেন, লেজপতাই আমরা কদাচিৎ অন্তের অজ্ঞাতাল থেকে বাইরে এসে কাটা গ্রহণ করি। আমরা এসব দেখলে বড় বেদনা, বড় যন্ত্রণা অনুভব করি। এই মর্মান্তিক দৃষ্ট আমাকে চকল করে তোলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলি। আর এই দেহভাণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মর দেহটির কি মূল্য, কি অবমাননা! এই বলে অন্তের অভিসারী মহাকাল আমার যে কৃত্তর পরিবেশন করেছিলেন আজ সেটাই ছব্ব পাঠক মহলে পরিবেশন করছি। একটি ভূতের স্বমুখে কৃত্ত যন্ত্রণা-বেদনার ইতিহাস আমার মণ্ডাই আরও অনেক পাগল অনুভব করবে সে বিশ্বাস আমি রাখি। এ কোনও ভুল কথা নয়, এ মহাকালের ক্রমবর্ধমান তীব্র হস্তাঙ্গল।

“প্রশ্ন তুলেছ, আমি কী?”

জানো না আমি হচ্ছি “ভূত”,

একটা মজা ভূত—

ভূতেরা স্থান—গোত্রস্থানে—মশানে ‘হা-হা-হিঃ-হিঃ’ করে ধাঁচে ধাঁচে—গায়—...। কিন্তু, ভূতদের হাসা-নাচা-কাঁদা—গাওয়ার আলপ সত্যটিই—জানো না—বোঝো না কেউ (তুমিও)। সবাই মনে করে, ভূতেরা ওরকম করে মানুষদের ভয় দেখাবার জন্তে! এটাই মজা ভুল (আমি বলবো “অগিচার”) মানুষের, চারণ! ভূতেরা মানুষকে ভয় দেখাবার জন্তে অমন করে না।

ভূতেরা স্থানে গোত্রস্থানে মশানে অমন কোরে ধাঁচে নাচে ধাঁচে গায়, ‘নিজেদেরই’ শবের (মৃতদেহের) ওপর; নিজেদেরই চিত্তার ওপর। নিজেদেরই গোত্রের ওপর, নিজেদেরই মরে যাওয়া জীবনের ওপর—নিজেদের বিগতকাল (গতকাল্য) ওর ওপর নাচে (অথবা ধাঁচে) কাল-এর নিরন্তরীণ হোজেন অ্যাকালী, তাই-ই ভূতেরা অ্যাকালীর।

চারণ! ভূতদের প্রাণের ব্যথা, তাদের রোমন-ক্রন্দন তাদের মনের বুক হাহাকার মানুষেরা জানে না—বোঝে না শোনে না—

নিজেদের অতি সংকীর্ণ গভীর মনো মানুষ নিজেকে রাখতে চায়। সেই গভীর বাইরে কোনো আওয়াজেই, মানুষ চমকে ওঠে, নিজের গভীর মরোজা কই করে বন্ধ করে ছায়। গভীর বাইরেটা “ও চীৎকার কানো” দেখতে চায়—না, জানতে চায়—না, বুঝতে চায় না, ভূত (ভূতেরা) জ্বর-চির-অতি-দীর্ঘশ্বাস—ফেল, ফিরে যায় অ্যাকালীর কোলে; নিজের চিত্তার স্থানে গোয়ে—অনাদৃত হয়ে।

(অগ্নি গিরির-অগ্নি বেদিন চিরন্তন হয়ে যাবে, তখন যদি পারে, তবে এ মর্যকথা, একবার, তু—একবারই মনে করে!))

হায় ! কিবে—আবার—সময় কৃত (এরা) দেখা যায় ; যে দেখ-সমাজ-গৃহ, সে ছেড়ে গেছে—
অন্তরের ভিত্তি, নিজের-আপন-জন ভেবে, (তারটি সেই—দেখ-সমাজ-গৃহকে) নিজের নিজের দাননা
অনুসারে সে গৃহ সাজাচ্ছে, কামনার অনুলপন লাগাচ্ছে, স্বার্থের উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরেছে...কিহর হায়
কৃত । Four Dimensional দৃষ্টি দিয়ে, কৃত দেখে—বোকে—শোনে—ভানে : গৃহের নব-
অধিকারীরা তাকে “অস্বাভাবিকতা করে, তার ঘর-দোর-সম্পদ-বৈভব-নাম পরম্পরা আমরা ভোগ
দখল উপভোগ করছি, সে বেন কিহর না আসে ! কিহর এসে নিজের বাড়ী-ঘর চেয়ে না বলে আমাদের-ই
পাওয়া তিনিব তিনিয়ে না নেয় ! অধিকারের দাবী না ক’রে বলে ! তার (ভুতের) এরকম করতে
পায়ার সমস্ত উপাধ সব রকমেই বন্ধ করতেই হবে ; অসম্ভব করে দিতেই হবে, তাকে নিজে
প্রমাণিত করার কোনো উপায়ই থাকলে চলবে না—এমন মোক্ষম উপায়-রচনা কর—যাতে সে এসবই
আমার একথা বলতে না পারে ।”

কৃত হর তো (!) হাসে (?)

“বিটাবৎ” যে তিনিব কেলে চলে গেছে, সে, তাই-ই আবার !!

কিহর হায় কৃত : একটি চৌক্যার করে, অট্টহাসি হাসে : নব অধিকারীদের এই সব ভাবনা—
বিচার প্রাঙ্গণ দেখে। (ওকি, চৌক্যার-অট্টহাসি ? অথবা মহাপ্রভুতার দীর্ঘ বুক চেরা কিছু ?
কে আসে কে বোলবে ? ! জানে কি কে-ও ? !)

কিহর হায় কৃত পড়ার পঠনে ; মাকালীর কাছে ; শিক্ষা নেয়, অট্টহাস্ত করে—“একটা সময়ের
জন্মে” সে অপেক্ষা করে—সেদিনের জন্মে ; যেদিন ঐ নব অধিকারীরা তাদের “আজ”কে “বিগতকাল”
ক’রে, এই ভুতেরই সামনে পৌঁছুবে তখন সে প্রাণ খুলে অট্টহাসি হাসবে : সেদিনের অপেক্ষা করে ।

তাই কৃত হাসে । এইকুণ্ডে কেড়ে নিতে চাও, চাও ? এত নির্ভর হয়ো না ।

জীবনে, পানার—জন্মে, কখনও কিছু চাই-নি...চাইবো না কে আছে আমার । কা’র কাছে
হাত পাড়বো আমি ! ভুতের এরকম ভ্রম হয় না...আমার বৃকের পরতে পরতে কি যে চিহ্নগুলো চির-
অভিত আছে, তা কেউ দেখবে না—বুঝবে না । আমি চাইও না—কা-ও—কে বোঝাতে—দেখাতে ;
হিসেব নিকশ শেষ হতে গেছে, কারও আমার সঙ্গে আসা না-আসার, চলা না-চলার, আমার—একলাই
বুকে বইবো চির-বিগতের লাগত পতাকা—মৃত্যুর ইচ্ছন্ত, মরে বাওয়া কি ? আমি তা মানি না ।

আমি বাঙ্গালী, চির—চিরকালের বাঙ্গালী আমার বৃকে, চর তো বোলবে, এডো chauvinism :
হোক ; তুমি আমি বাঙ্গালী ; বীভূই যদি না হইলো, বৃক-পত্র-পুষ্প কল-সমর্ষিত কোথা থেকে হবে ?
বাঙ্গালীর অব্যবহিত জামল মাঠ, বাঙ্গালীর কহু, বাঙ্গালীর-পন্নো-প্রী, তুলসী বক ! কোথায়, মায় কোথায় ।

আমি বাঙালী : তুমি ও বেসের সমন্বিত মূর্তি-রূপ ; আমি গ্রোমোন অকৃত-নমস্কর । আর কোনও জাতির
মধ্যে নেই.....পুজো শেষে বিসর্জনের—অন্যদে বাকালীর মতো মাতোয়ারা আর কোনও ভাতি হোতে
পারে কি ? বাঙালী—বিপ্লবী ...মাতৃসাবক, শক্তি সাধক.....বাঙালীর বিপ্লব তুমি “আদর্শ” নয়,
লক্ষ্য : বিপ্লব—ব-রং—সিঁদু বস্তু.....বিপ্লব আসে নিজেহট প্রয়োজনে কারও চাওয়া না-চাক্যার
অপেক্ষা রাখে না “চিরস্থান বিপ্লব” জড়-সার্বভৌম, অমর ! হরতো রূপ পরিবর্তন হয় জানো মাত্ৰ ।
এই এনিম্যাত-ও তাই হবে ! অনাগত, আগত-প্রায় বিপ্লব শক্তি-ল-গ্রহ করে চলছে (কোনো
Particular persons, groups or combination চা'ক আর না-চা'ক সে আদ্যবই, আস্যবই)
এক হাতে তার কংস : অস্ত্র হাতে নবশক্তি, “এক হাতে ৬ মার বর-অস্ত্র, অস্ত্রদিকে ‘মুণ্ড—অনি’
লম্বাটে ৬ মারের পূর্ণিমার চাঁদ, বেশে কৃষ্ণা চতুর্দশী” সেই আমার—আমার ৬মা জননী ; আমার
বঙ্গভূমি, আমার একমাত্র সর্বত্র চিরঅরাবিত, ৬ মা আমার । জীবন-সঙ্গীদের অনেকেই পেছনে
পড়ে থেকে-যায়, ফুটের কে আছে, আর, ধাঁড়াবার জন্তে, পাশে ? কেউই নেই ! চলতে হবে একলা,
সঙ্গীহীন.....

তুমি চলতেই হবে ! চরমপন্থীর, পরিজ্ঞানীর অবসর থাকে না.....থাকেনা অবকাশ “অরমর
কোষে” দিকে তাকাবার.....মত আর পথের বিচারের—গোলক ঝাঁঝার বাঙালীর দিন কাটে না, এ
পুজোর সব দিতে হবে, সর্বত্র দিতেই হবে যে । আমার মা-জননী সর্বব্যাপিকা—বঙ্গ ৬মা জননীর
কোলেই” এক-ছোটেছেন সেখানেই আমার ৬মা জননী, তারি'র আছেন, অনাগত ভবিষ্যের “নাম-না-
জানা ভবিষ্যের” দিকে...বাঙালি বোকে নাই....

তুমি—মৃত ।

“মৃতের-মুকই, ফুটে-উঠে, ‘পূর্ণতা’,

কসের দেবতা আমি, কখনও হোতে চাই না । কিন্তু, কিন্তু যদি ৬ মা জননী—আমার বলেন
—‘মর' কৃপা হ' তবে—তবে—তবে—যা হবে যে মহাধানশ-সূর্যের বজ্র সংঘাত পড়বে, তার—
প্রকৃতিও আছে...হাত, আমার, গোটাচো কখনও ছিল না, নেইও, থাকবেও না । স্বর্গের দেবতাদের
যদি, আমি নড়াতে না পারি ; তবে তবে-By my life, I will raise hell !!

তারপর, তারপর, যখন ‘এ আশুন’ চিরকালের জন্তে শুক হয়ে যাবে, চারণ । সেদিন তুমি জানবে
অস্ত্র-বীণা আর বাজবে না । সেদিন—সে দিন—বাঙালীর কোনো রাজ্যের ওপর, চলার পথের মাটির
ওপর, এই কথা ক'টা লিখে দিও : “এ মাটিতে মিলিয়ে আছে, এক সর্বারক্ত দৃষ্ট গৌরৱ—
মাতৃ সন্তান, যে নিজের সর্বত্র নিঃড়ে, রক্ত অক্ষয়্যার দিয়ে ৬মারের আগমনীর—পথ দিচ্চ

সিক্ত-কারে—দিতোহে : বৈহব-মুকুট-হারিণী - ৩৭৬ জননী—বহাভর—করার—চিরপ্রতিষ্ঠার
জন্তে....”

এই-ই আমার প্রথম জন্ম : এং এই-ই আমার শেষ জন্ম, আর আলোনা।

ম’ কি জান ?

ঐশ্বরী মাতের অপার কৃপা-প্রাপ্ত সন্তান, তুমি, তোমার মুখে একম সন্দেহ-বিকার শোভা
পায় না—

আমি একটা দিনের কথা মনে করে দেখো : দেবতাদেরও প্রজ্ঞার পাণ্ডে মহারাজ : ল-এর শাসনে
এক অতি ক্ষুদ্র কণ্ডার বিচার-ভার পড়লো...নিরপেক্ষ বিচার হ’ল হেরে-যাওয়া পূর্ণ প্রতিশোধের
—challenge—দিয়ে রাগে আঙন—হরে চলে গেলেন...বিজয়িনী ৩৭৬ বলেন ‘চিত্তা কোরো না। আমি
তোমার সঙ্গে—থাকবোই—অবশেষে তোমাকে পায়ে টেনে তুলবোই...’...সর্বথ গ্যালো, বনে দাবানল
লাগলো... ” বাঁচাও রক্ষা কর। আর্টনাদ শুনে—আঙনের ঘোরার মধ্যে—চুক কর্কটক-কে—বাঁচিয়ে—
বের কোরে আনলেন, কোলে করে...প্রাণে রক্ষা পেয়ে কর্কটক তাঁকে দর্শন করলো। মহাতীর বিশ্বের—
জালার—করুণ করুণ মহারাজা বলেন, “এত-কৃতজ্ঞ—বিশ্বাসঘাতী তুমি যে, প্রাণরক্ষাকারীকেই
দর্শন করলে ?! দাঁড়াও-ও- আমি মরবার আগে, তোমাকেও সাজা দিয়ে নিই”—বলে কর্কটক : ‘হে
আমায় নিশ্চিন্তা—অগ্নিব্রত থেকে প্রাণ-রক্ষাকারী মহারাজ নল! আমি কৃতজ্ঞ নই, হতে পারিনি
আমি ত্রিকালদর্শী—কর্কটক—আপনি জানেন আমার দর্শন বিবস্ত্র থেকে বর্ণবিজয়- অশ্বিনীকুমার-
দ্বন্দ্ব বাঁচাতে পাবে না...কিন্তু আপনি মরেন নি আপনার সব পেয়ে, সর্বনাশ হয়ে গ্যাছে তবুও,
আপনাকে দেখা মাত্রই (তথা আপনার চাল-চলন ব্যবহার ভাষা মাত্রই) সবাই আপনাকে চিনে
কেনেচে যে। আপনি আর কেউ নল স্ব-অঙ্গ দেববন্দ্য মহারাজা নল...এটি আপনার বর্তমান সময়ে,
অজান্তে হাতক বিশ্ব, তাই-ই আমি আমার প্রাণ-রক্ষাকারীর উপকার করবার জন্তে দর্শন করেছি। মহারাজ!
জলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখুন...আপনি আমার দর্শন-বিবে অজান্তে কদম্ব কুন্তল বিকলাল—কুন্ডল
গেছেন...এখন থেকে আপনি নির্ভর হতে বিচরণ করুন, কারও সাহা নেই যে আপনাকে চিনে কালে—
আপনি অমুক রাজ্যে—অমুক রাজার কাছে যান...

মাতেরই আদেশে আর্ষি এমন করে দর্শন করেছি...‘অমুক’ সময়ে আপনার পূর্ব-রূপ কিরে পাবেন,
...আবার প্রাণ-রক্ষা করার—“চিরকৃতজ্ঞতার” প্রদর্শনেই প্রতিজ্ঞা করছি যে—যে মানুষ প্রতিদিন—
প্রজ্ঞা আপনার পূর্ণ নাম সত্যবার গ্রহণ করবে তাকে আমি এবং আমার বংশধররা কদাপি দর্শন
করবে না.....”

কৃতজ্ঞতা বহুকাল ধর্ম

৩মা কি কখনও—ওহুল করতে পারে ???! হি! একমাত্র ৩মাই জানেন এবং জানতে পারেন, তাঁর বাছাই সব কথা: শিশু কখনও মায়ের অস্থ পেতে পরে না—চায় না—ও—শিশুর সব কিছু কেন্দ্রিত থাকে তাঁর মা জননীর মধ্যে

দ্বিঃ হয়ে চেয়ে দেখা—তা, চারণ! এই শরীরটার ওপরে বা বা এবং যতটা বাপার যাচ্ছে, সে সবার এক লতালেও যদি অস্ত্র কোনও শরীরের ওপর ঘটতো তবে সেই শরীর টিকে থাকতো কি? তবে—

No one (of, or, amongst "Them ") can 'get' The 'Dead' Alive.

ঠাৎ চমকে উঠলাম, দেখলাম অস্ত্রকার হয়ে গেছে, কতকগুলি ঘুরিয়েছিলেন তিনি না। আমেরপালে কেউ নেই, মহারাজের চিত্রা নিয়ে গেছে, সবাই চলে গেছে, কিন্তু অবিদ্যাস করতে তরসা হোল না এই অচিন্ত্যলোকের কথা। 'মহাকাল-কথিত এই বিভিন্ন বিশ্বকর অথচ বেদনাও জ্বলন্তের কথা? কখন আপন গ্রামে লক্ষ্য করে রাখতে চাই, আর কীণ আশার আলোক খেলে বসে আছি, কবে 'নলগা' আপন জপ ধারণ করে আমাদের সবার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবেন!

PUJA GREETINGS



On this happy occasion
we renew our pledge
to be of service
to our countrymen



Head Office : Calcutta

জলের নিয়মে : বহীঃপ্রাপ্ত সংযোগার্থ

হু-হু কালে: জলে ভেসে যান হলুদ মখাল খালি ডিঙা—
আঁধগন্ধ-হাওয়া ভাঙে ধুঁও ধুঁও —জলজল—এক সময় ভূবে থেকে জাগে
খুঁ তলাকার জল—ইচ্ছের অন্তর—জলজল—এখন কি খুব মধুরাত ?
সবাই হু-হাতে কুটো! আঁকড়ে ওই হামীর জায়ার পিছুটানে
ভেসে যায়—

সারারাত কুমারহলুদ চাঁদ ভেসে যায় খোলা জ্যোৎস্না জুড়ে
রাশি রাশি উর্বা পেতে নিয়ে গেছে বাগত বেহালা ।
হু-ধারি হর্ষের তটবন্ধনের গভীর তলায়
আরো ঘন জাল, আরো নিবিড়নোট উর্বাভাল—

আমি একদণ্ড বেঁচে যেতে চাই—কে জানে সে কথা ?
আমি ওই হামির তলায় বেঁচে আছি বহু রাত :
সারা শরীরের তলে জলের গর্জন, চোখে মুখে
আঁধগন্ধ জ্যোৎস্নার কাপট নিয়ে । ছাই-চাপা আগুন
বোঝা অন্ধকার নিয়ে ঘাটে ঘাটে আঁড়ি পেতে চুপ !
জানি ওরা সার্বকনামা শুধু যাত্রা বিনিহিত থেকে ।
তবু ওরা জলেরই নিয়মে চারিদিক ঘিরে এসেছে আমার
হামি জুড়ে, পেতে গেছে হু-হু জলের রাশি রাশি
অন্ধকার বেহালাবিত্তার—

বিশ্বেশ্বারপণ

(১৯০২)

কালীচরণ ঘোষ

আঙ্গিনুয়ে বোম্বার হাফলার মূল ঘটনা ও কোনো কোনো আশাবাদী বীকারোক্তি একটা নতুন বৈপ্লবিক পরিবেশ যে সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পত্রিকার প্রকাশিত প্রতিবিম্বের বিবরণ যোগে অতি আগ্রহ পঙ্কভাবে পড়তো এবং আশাবাদীদের কার্যকলাপকে মনে মনে সমর্থন করতে যে আন্তর্য করেছিল সেটা বেশ বোঝা যেত। তার মধ্যে ছোট এককল ক্রমে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেয়। দাশাচরণ যোগেব বহুদূর দায়বা গাড়িয়েছিল যে বহুদূর প্রকাশ পাচ্ছে বহুদূর তার চেয়ে বেশী দায়গণ ও বিশেষ দক্ষি দক্ষর করতে সমর্থ হয়েছে।

বিশ্বের সঙ্গে প্রভা এসে যোগ দেয়। ষাঠা দেশের মুক্তি অস্ত্র হস্ত সাধা পেয়েছেন তাঁদের প্রতি তো বটেই, ষাঠা কানিসিয়ার্টে কীবন উৎসর্গ করছেন তাঁরা আর অতিমানব পর্যায়ে উন্নীত হয়ে গেছেন। ইংরেজের শাসনকে তর করতে হয়েছে বটে, কিন্তু মনোদগত যে বিপ্লব স্থান মিতে আরম্ভ করে, উত্তরকালে সেটা প্রকাশ পেয়েছিল মনো-ক্ষেত্রে নানাক্রমে।

আত্মীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি শাশ্ব দক্ষর করতে থাকে এবং অবিকল্পিত অনগ্রসরতা অর্জনের ক্রম প্রকাশে ঠিক না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে বিপ্লবীদের সমর্থন জানাতে থাকে। ফলে, পাঠকদের মনোভাবের দ্রুত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। গতকালের এ লক্ষণ যোগে সংবাদপত্র নিরন্তর কার্যে কুটিল দৃষ্টি নিদেপ করতে লুপনতা করেনি।

তার '৭৭—৩

যদি হুই হল, অহুইলন ও হুগাত্তর ও তাবের দহতর অহুজবের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যের আচরণে বেশ একটা প্রতিবন্ধিতা পড়ে উঠেছিল। পূর্ববঙ্গে যখন অহুইলন সমিতি ডাকাতি, খুন চাঙ্গিগে বাচ্ছে তখন হুগাত্তর হলের মধ্যেও অহুইলন হলের মধ্যে চলবার লক্ষ একটা আগ্রহ পড়ে উঠে।

তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর উত্তরঃ দায়বা বহুদূর হয়ে উঠেছিল যে বহুতলের প্রতিবন্ধে আন্দোলন খুব গুরুতর হলেও বধ্যবিত্ত শিকিত হুগতবের মধ্যে পরাবীরতার রানি হুগতবায় জন্য একটা মনোবল ও প্রাণ্ডি বীরে বীরে বানা ধৈর্যে উঠেছে।

মহাবর্ষের 'উপহার'—সমিতি বিশ্লেষণ

বিদ্যেব আন্দোলনকে পিবে মায়বায় জন্য গভর্ণমেন্ট মহাবর্ষের 'উপহার' যোগবা করেছিল ১৯০২ মাহুয়ারী ৫-ই। ফলে (১) ঢাকার অহুইলন সমিতি, (২) বহিগালের যবদেব বাস্তব সমিতি, (৩) কবিরপুরের ব্রতী সমিতি, (৪) ময়মনসিংহের লুভন সমিতি ও (৫) সাবনা সমাধা এবং হুগান বায়েই কলকাতার (৬) হুগক সমিতি আর খুলনা সাতকীয়া মহকুমার হুবিয়া (৭) (অলক) ব্রতী সমিতি যে-আইনী ব'লে ঘোষিত হয়। কলকাতার ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অবস্থিত অহুইলন সমিতির মূল কেন্দ্র ১৯০২ সালেই বহু করা হয়েছিল।

গুরুতবে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলছিল। এযায় প্রকাশ্য পরায় চর্চা। সত্যাত প্রতিষ্ঠান বহু হয়ে বাওয়ার পরতর্কিত

বা ভেবেছিল তার উদ্দেশ্য হল হ'ল। কেন্দ্রগুলির ওপর নক্ষর রাখলে পুলিশের কাজ অনেকটা সহজ হ'ত, এয়ার প্রজেক্টরটি উৎসাহী হুবকের শিরোনাম "টিকটিকি" পুলিশ বা গুপ্তচর লম্বোত্তরজন হুবকের ওপর নক্ষর বিতে আরম্ভ করে।

বিদ্রোহ সংক্রান্ত কার্যকলাপে সন্ধানই চলেছিল। ডাকাত, খুন, বন্দুক চুরি, লাটের গাড়ীর ব্যাটারেতে তবু গ্রহণ প্রকৃতি হিলে পুলিশকে বিরত করে তুলতে আরম্ভ করে।

বিদ্রোহাঙ্গক ঘটনা

এ সময় বৈদেশিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে ঢাকা বেশ সুরক্ষিত হয় এবং ছোট বড় মিছিলে অস্ত্র: পাট্টা ঘটনার কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। কলকাতা এবং বাঙ্গালার আটটি জেলা এ ব্যাপারে বিশেষ পরিচর দাত করে।

বন্দুক চুরি

মাত্র ১২০০ কারাগারী ১-লা ঢাকার স্বাধীনতার কাছাকাছি থেকে একসঙ্গে তিনটি বন্দুক অস্ত্র হয়। গভর্নমেন্ট এটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চুরি বলে পরিচর দেয়।

ঢাকার বন্দু স্বাধীন আন্ত বিশ্বাস

এ সময়ের বড় ঘটনা হ'ল সরকারী উকিল আন্ত বিশ্বাসের হত্যা ১২০০ কেন্দ্রস্বামী ১০-ই বেলা নাগাব চায়টা। ঘটনাটি বেদন আকর্ষিক তেমনি তীক্ষ্ণ হুঁধির পরিচায়ক।

আদিশুর বোম্বার মাঝমা পরিচালনার আন্ত বিশ্বাস অতি ভরসাপূর্ণ আগ্রহ গ্রহণ করেছিলেন। হুতরাং তাঁর কশালে সরকারী রূপান্তরিত মনে বিদ্রোহী প্রতিহিংসা হুঁত হুঁতছিল অসুপাত হকা করে। কার্যেদ্বারের অটল সদয় প্রকাশ করলে পন্থাবারী অসাব্য লামন হয়ে থাকে। তারই

একটি প্রকৃতি হুঁতর এখানে বেগতে পাওয়া যায়। আন্তরাহী চাক চর বহুই স্বাধীন জাম হুত্রেয় তাহুটি ছিলনা হুতরাং আহুল তো নয়ই। ঘটনার দিন সেই বিকলাঙ্গ হুত্রে একটি টোটাভরা রিতমভার বেগে গায়ের কাপড়ে ঢেকে তিনি আদিশুর সুবাবন (হকিম কলকাতার কোমরাহী মাঝমা) পুলিশ কোর্টে হাতির হয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে আন্ত বিশ্বাস।

আন্ত বিশ্বাস ছিলেন হুঁতর উকিল। সরকারের পক্ষে বিখ্যা মাঝমা মাঝাতে এবং আদালতের মাঝা ঘটাবার কাজে অবিতীহ। চাক পূর্বে বার কলসেন বিভাবে তার শিকারকে টিকমত আক্রমণ করতে পারবেন। কয়েকবার বাগে পেরেও ফেড়ে হিতে হ'ল পাছে নিরাহ কেউ তাঁর গুলিতে আহত হয়। দুই থেকে চাক লক্ষ্য রেখে চলেছেন এতবারও চোখের বাইরে থেকে বিচ্ছেদ না। বিকাল ৪-২০ মিনিটের সময় আন্ত সুবাবন কোর্টের পূর্গ বিকের হরমা ঘিরে বেঘিরে মোড় দুই বাহাওয়ার হকিম বিকে চলেতে আরম্ভ করছেন এবং বনন বাজীর হকিম পূর্গ কোণে এসে পৌঁছেছেন তখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এসে আন্ত বিশ্বাসের একেবারে শিরে কাছে ডান হাতটা তুলে থা হাত ঘিরে আন্তরাহী রিতমভারের মোড় টিপে বিচ্ছেদ। গুলি চুকে সেল শিকারের শিরে। "বাগ রে!" বলে চাকের করে হাত ছুটে উঠে-বরে আন্ত পশ্চিম হুণে ছুটে লাগলেন। পাছে কাল অসুপূর্ণ থেকে বার বলে আন্তরাহী ছুটে কাছে এসে আর একটা গুলি ছুঁড়লেন। সে গুলি আক্রমণ বেহ এ কোঁড় ও কোঁড় করে বেঘিরে সেল। আহত আন্ত কাছাকাছি ঘরটা এক পাক দুই কোর্ট ইন্স-পেক্টরেয় মাঝমা পূর্গ এসে আক্রমণ পেয়ে পড়লেন। তখন তাঁর গ্রাণ পক্ষী বেঘলিত হয়ে হুত হুত বিচ্ছেদ। বিতীর বার গুলি হোঁচকার মাঝে মাঝে শিরন বিক থেকে এক কলকাতার চাকর হ'হাত তত কাগটে অধিকার হয়ে।

সে অবসারও চাকর আর এবার রিতমতার চালিয়েছিলেন।
কাঁকেও লাগেনি। সেই সময় আতঙ্ক তখন কমট্রেন্স
এসে তাঁকে ঘরানারী করে ফেলে।

২২। শতাব্দীর পর চাকর অবস্থা বর্ণনা করার চেষ্টা করা কঠিন।
তখনও চাকর মুখে 'সিঁড়িহাত' ; ধস্তাধরার ঘোর, বেহালা
কিছুই নয়। বস্ত্রবস্ত্র মিষ্টর অত্যাচার কল্পনাও ধরা যায়
নব্বই চাকর উপর প্রচুর হ'ল তার সহকারী প্রকৃতির বহু-
খবর জানবার ক্ষমতা। অল্প বিদ্যাবী বনোত্তরিত পরিচয়
দিয়েছিলেন এই অজ্ঞাত অধ্যাত্ত হৃৎক। পুসিগের পক্ষে
অবস্থা জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁর মুখ থেকে এক বর্ণও পাওয়া
যায়নি।

এখানেই তিনি বলেছিলেন এ কাকট সম্পূর্ণ তার একাধার।
কার্যপদ্ধতি তিনি একাই স্থির করেছেন। কেবল তাঁর নব্বই
নেই, পরামর্শবাহী নেই। রিতমতার সরবরাহ করেছে
চাকর পাঁচকড়ি সাভাল (অবস্থা ঐ বহাগুরুব কোনো কাশে
বহাগুরসে অসমর্থী হননি)। চাকর বলেছিলেন আত
বিবাসকে হত্যা করার তার লটারীর সাহায্যে তাঁর উপর
অর্পিত হয়েছে। কাজা লটারী করলে, কোথায় যা করে
যে হ'ল, সে ওখা তাঁর মুখ দিয়ে আর প্রকাশিত হননি।

নিজাত্ত বহোয়া কথার মধ্যে পাওয়া যেন চাকর ১০০ নং রমা
যেত বাগার বাস করতেন। কলকাতার বাস অস্ততঃ
বাহো কংসর; কিছুদিন হাওড়ার হিটবী প্রেসে কাজও
করেছেন। আন্তঃতায় নিয়নের সত্ত্ব প্রদান করার পর
টাকিগঞ্জের এক কল্লের মধ্যে রিতমতার চালনা দিকা
করেছেন; কোনোদিন কেউ তাঁর সঙ্গে ছিল না। তারপর
বেশ করেছটা দিন হয়ে আলিপুর কোর্টে তিনি আতঙ্ক
পতিবিধি অভিভিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন। হার এই
হ'ল আত্ম নিবনপর্কের প্রকৃতি।

হটনার দিন আত্ম যে ঐ সময় সুবাসন কোর্টে আসবেন,
সে নংবাহও অধ্যবসার ও হৃদ্বি প্রোগ্রামে সংগ্রহ করতে

তোলেননি। উকিল আন্তঃতায় ঐ দিন ১২০০ কেরকারী
১০০-ই এক আলিপুর আশাধীর নামদার দরকারী পক্ষে
উপস্থিত হয়েছিলেন।

হত্যা অপরাধ হাড়া প্রক'ও এক বছর মাফলা বাড়ী করতে
পতনবৈধি মাফললা কিছুই সংগ্রহ করতে পারেনি।
অন্তঃতায় একা চাকর হৃৎক নিয়ে ২৪-পরগণার বেলা
ম্যাক্সিটেট প্রাথমিক তহস্ত আরম্ভ করেছেন (১২০০)
কেরকারী ১০০-ই হটনার তিন দিনের মধ্যেই।

হত্যা উপর দৃষ্টিতে বিজ্ঞানিত হয়ে চাকর বলেছিলেন
“আত্ম বিবাসকে আমি বেগুন পক্ষ বলে মনে করি, নিরীহ
বেশ-প্রবিকরের বিরুদ্ধে দিখ্যা। দাকী-প্রমাণ সাহায্যে
মাফলা সাক্ষিরে তিনি তাহের সাক্ষিরে বাবদ্য করে
আসছেন।”

নিজ পক্ষ সর্ববনের ক্ষমতা দাকী-প্রমাণ এবং উকিল নিরোপের
কথা উঠলে আশাধীর বলেছিলেন যে তার কোনও প্রয়োজন
নেই। এখন হাতে পড়া লোকও নেই দাখা এসে তার
নির্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করতে পারে। তবুও শেষ
হবার পর দায় কথা বলে চাকর তার বক্তব্য শেষ করেছিল—
“এটা বিধির নির্দেশ, আত্ম আশার হাতে সর্ববনের আর
নেই কারণে আমার দাকী হবে; বাস্তবিক হবার কথা
না।”

তার পরের প্রক্রিয়া অতি সংক্ষিপ্ত। মাফলা বাহরার
লোপর্দ হ'ল কেরকারী ২২-এ এবং পরদিনই দখল হ'ল
অর্থাৎ তার প্রকৃত হ'ল।

চাকর দাকী হবে। আশাধীর জিজ্ঞাসা করলেন, “কালই
ত? বিদ্যেবের কারণ কিছুই নেই।” তিনি অপরাধ কবুল
করলেন, তারপরে আশার হাইকোর্টে মাফলা পাঠাবার
প্রয়োজন বুঝে আশার করতে পারেননি চাকর।

২৩। বাহর, লটারীতে হাইকোর্টে বেনন আদালতে হকুম
বহাল রেখেছিল হার্ড ২-৩।

আদিত্য দেবী (১৯০২) বার্ড ১২-এ বীরের
দুই আদিত্য করে বেশভাষার হস্তান্তরের আদিত্য
অন্য নাম দিখে যেনে গেছেন চাকর।

কত পত গোবিন্দ সেহি কীৰ্ত্তনকারি হয়েছ।
বিদিত্তি তিমিরে সে-পথ দিলীম হয়ে দেখে। আর চাঁক
নাম ইতিহাসের পুঁঠার অন্তঃ কীণ শিখা বিভার করে
আঁকও আঁকত হয়েছ।

এইবার বিখিত্ত কতকগুলি ঘটনার পরিচয় দেওয়া যাক।

মামুলু

ঘটনাবলি হুদা কলার হরিদাস নাম। জন বন বাহো
বুঝে মামুলু গ্রামে গোপাল ঘোষ ও ঘোষিনি বানবের
ছোট পাশাপাশি বাড়ী আঁকত করে (১৯০২) কেরানী
২৭-এ ৬৭৭ অম্বান ন' পাঁচেক টাকা সংগ্রহ করতে
পেরেছিল।

নিভাড়া (জাতকা)

পতীয়া হাতে (১৯০২) এপ্রিল ২৭-এ ৬৭৭ বৃক ২৪ পরমণা
কলার ভাটপাড়াবানার অদীনহ নিভাড়া (জাতকা)
গ্রামে হাটভাটপাড়া হাতে দিল্লী কানা বের। নকশেরই
হুদাশ নমা ৬৭৭ ভটিনকানের হাতে দিল্লীভাট। তার
বেধের চানী আবার করে আঁকতপতীয়া বোটাট
হাটবার আঁকাই টাকা পেরেছিল। হাটার সময় যেনে বার
যে টাকাটা ইংরেজ বিভাটনের কাণে কলকতপ গ্রহণ
করা হয়ে।

কেন কয়েকজন বৃককে আদাতী করে তাকাতি বাবলা
আঁকত হয়। তার মধ্যে নবেরনাথ ভটীচাঁক (এন্. এন্.
হাট) অতঃপর আদাতী ছিলেন। (১৯০২) জুন ১-না
এক হাটবার টাকা কাষীনে তিনি হুঁক ২ন। এক
কলার টানা হুঁকটার পর (১৯১০) জুন ২-না নকশের
বেকলর বালাশ বেজা হয়েছিল।

মাংলা মাংলা

এ সময়ে হুঁক বড় বোরগোল উঠেছিল মাংলা (বুলনা,
টানা বালা) তাকাতি নিয়ে। (১৯০২) আগস্ট ১৬-ই
তারিখে হুঁকমাংলা গোবিন্দের বাড়ী কয়েকজন বৃক বলাবত
হয়ে দুটোটা করে। পুলিশ বন কলকে হয়ে চালান বের।
শেখার টাইবিউটালে (১৯১০) বার্ড ১৪-ই তাৎপর
বিলুতে বাবলা তক হয়। এবের মধ্যে অবনীকুল কেরানী
বীকারোক্তি করলে রাজবাণী বিনাশে কতাবীনে বাবলার
বার হতে অব্যাহতি দাত করে। পরে (১৯১০) বার্ড
১৪-ই অবনী বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে।

তখন অপর আদাতীর বিলুতে বাবলা চালানার মতন
বাণী প্রমাণ না থাকার বার্ড ১৬-ই নকশের বিলুতে
বাবলা প্রত্যাহার করলে আদাতীরা হুঁকিলাত
করে।

অবনী বীকারোক্তি তার বিলুতে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ
করে নমিপর (১৯১০) জুন ১৬-ই হাইকোর্টে প্রেরণ
করা হয়। তাকাতির দ্বারা হাইকোর্ট জুন ২৭-এ অবনীকে
দাত বৎসর বীপাত্তর বানের আবেশ বের। মাংলা
(বুলনা) তাকাতি বাবলা প্রত্যাহার করলে যেনে হয়েছিল
অভিনয়ে বনিকাপাত্তর ঘটন। ব্যাপারটা ঠিক তাই হয়নি।
(১৯১০) জুন ২-না ১০ জন আদাতীর বিলুতে হাইকোর্ট
টাইবিউটালে শিলালকোলের ১১-এ দালা (সদ্যটের
বিলুতে অনুমান) অতঃপরে মাংলা বকর বাবলা হুঁক
করা হয়। আর তিন দান বাবলা কলার পর (১৯১০)
আগস্ট ২০-এ দালা প্রকাশিত হয়। তাতে দুজন হুঁকিলাত
করে আর

(১) অবনীকুল কেরানী, (২) বিলুফল (৩) অবনী
কলার বৃক, (৪) নবেরনাথ ভটী, (৫) কলিহাস
(৬) বোম, (৭) পতীয়া বিজ্ঞ প্রত্যাহার দাত বৎসর
বীপাত্তর;

(১) নগেন্দ্রনাথ সরকার, (২) জ্যোতিষ্মনাথ বৈ, (৩) কিশোর (প্রিয়নাথ) ঠৈ পাঁচ বৎসর বীণাভর।

৩

(১) প্রবন্ধে সুনার বক্তৃতা, (২) অতীত জে. চট্টোপাধ্যায় তিন বৎসর বীণাভরের বক্তৃতা গ্রাপ্ত হয়।

সাক্ষার পরিচালন বিচারে এ সময় একটা আন্তর সৃষ্টি হয়েছিল। এর মধ্যে দু'ঘণ্টা তির্যক পেরেকিসেন এক কামিষান হাড়া। সেদুলাহ বেলে হোণাক্রান্ত হুগুণ্ডার জীবনাবসান করে।

হোমলবাগিচা (খুলনা)

হোমি ব্যাপার। খুলনার বৈটানাল্য বাসার হোমলবাগিচা গ্রাম। (১২০২) সেপ্টেম্বর ২৪-এ একজন খুব রিকলতার নিয়ে রাজিকালে এক বাড়ীতে চড়াও হয়। বাবা বিতে গিয়ে এক বাড়ি আহত হয়। গ্রাম রিক হতে ডাকাত বসকে কিরে আসতে হয়। বামদা করবার বত আশাশী আধিকার করা যায়।

রাজেন্দ্রপুর

বক্তৃতাঙ্গদের পরিচর দিয়েছিল ঢাকার কয়েকটি খুব। (১২০২) অক্টোবর ১১-ই রাত্রি নাড়ু আটটার সময় পাটটা খসেতে করে দরাতন পালের ২০,০০০ টাকা নারায়ণদেব থেকে কাঠের গহিতে রাখিল ট্রেন তিনজন লোকের কোষাক্তে। ঢাকার রাত-আটজন খুব ট্রেন জুড়ে এবং ট্রেন বদল হোমেন্দ্রপুর ট্রেন থেকে সঙ্গে জেজুকে তখন ডায়া টাকার বলিহুল পাটীতে উঠে পড়ে। হোমেন্দ্রপুর আক প্রিয় ট্রেনের মাঝে ডায়া হোম একজন হকীকে গুলি মারে, অপর দুজনকে ছোরা দ্বারা আঘাত করে। ডুটায় বাড়ির আঘাত গুলতন না হওয়ায় জানাশা মনে পাতাতে দেবেছিল।

আক্রমণকারীরা হুটা বলে জানাশা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। একটা বলে একজন আহত ও ভূগতিত বাহোয়ানের হোমের তদন্ত থাকার খেটা ডাকাতদের লক্ষ্য এড়িয়ে যায়। এর মধ্যে তিন হাজার টাকা ছিল এ পরে তদানীধ কলে আরও ৮,৮০০ টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল।

সম্ভবক্রমে (১২১০) নভেম্বর ১১-ই প্রথমতঃ সেনগুণ্ডকে প্রেষণ করা হয়। ১২১১ এপ্রিল ১৮-ই ঢাকার বাহরা কোটে বে বামদা আরও হয় তাতে জুরিয়া তাকে নির্দোষ বলে সাব্যস্ত করে। লক্ষ সে বত গ্রহণ না করে হাইকোর্টে নপিপার পাঠিয়ে দেন। আগষ্ট ৮-ই তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং বাৎসরিক বীণাভরের আয়শন বেওয়া হয়। বামদার এক আশাশী প্রথমপ্রমাণ চক্রবর্তী কোয়ার ছিল। (১২১০) জানুয়ারী ১০-ই প্রেষণ করে প্রিয়ার্ট হুদিগুত বাহরা সোপর্দ করা হয়। ফকাল জানা নেই।

করিয়াপুর (করিয়াপুর)

করিয়াপুরের পত্রগ্রাম করিয়াপুর। সেইখানে রাত্রি একটার সময় পাঁচ-দুজন খুব রিকলতার, হাচুকি, টর্ক প্রভৃতি নিয়ে (১২০২) অক্টোবর ১৮-ই বনোদোহন ঘিয়ার বাড়ী চড়াও হয়। গ্রাম কিনা প্রতিরোধেই ডাকাতরা হাচার তিনেক টাকা নিয়ে উঠাও হয়।

হলুদবাড়ী

আশানীলের মাঝার বিক থেকে বিচার করতে গেলে মদীয়া কোমার হোমতপুর পাবার অতীনে হলুদবাড়ী গ্রামের ডাকাতির ব্যাপারের স্তর অনেক।

ডাকাতি হ'ল (১২০২) অক্টোবর ২৮-এ বাতরাত একটার সময় ভক্তবল আগরওয়ালা আর লীতানাথ সাধারণ ছোট গাশাপাশি গহিতে। জন বদ-বার লোক নিলে মাত্র হাচার বেড়েই টাকা পেরেছিল। ডাকাতির দিল্প বদোর হুকি এই ব্যাপারে সঙ্গাবানিত হয়ে ঠাকার।

পশ্চেক্রমে পুলিশ বরলে আনককে আর মাঝারি বড় চালান ছিল বশ জনক ১৯০২ ডিসেম্বর ১৪-ই। এ মাঝারি দায়দার দেল না। ১৯০২ নভেম্বর ২৯ এর ৩৪৯৯ মি নং আবেশে মাঝারি হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবিউটালে প্রেরিত হ'ল। অরিবোল পিনালকোড (বগুবিবি আইন) এর হত্যার চেষ্টা আর ডাকাতি।

(১৯১০) আত্মহারা ১২-এ মাঝারি স্পেশাল ট্রাইবিউটালের এক্সিক্যারে চালান বেওয়া হ'লে এপ্রিল ৪-ঠা মাঝারি শুরু হয়। ২০-এ মাঝারি শেষ হয় এবং এপ্রিল ২৪-এ আর বোষণা করা হয়। দাফার বহর ছিল :

(১) সৈয়দজ্ঞান নাথ চট্টোপাধ্যায়, (২) উপেন্দ্র ব্রজ দেব, (৩) অতুল চন্দ্র হুগোপাধ্যায়, (৪) গণেশ চন্দ্র দাস, (৫) কিরণ চন্দ্র দাস এই পাঁচজনের প্রত্যেকের আট বছর সশ্রম কারাবণ্ড।

শ্রীমদকুমার বিদ্যাস অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল ; তাকে সাত বছর ও সৈয়দজ্ঞানকুমার দাগকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাবণ্ডের আবেশে বেওয়া হয়। একজনের বিপক্ষে মাঝারি প্রত্যাহার করা হয় এবং একজন বিচারে মুক্তিলাভ করে।

হলুৎবাড়ী আসাবীরের মধ্যে হাওড়া গ্যাং কেসে (হাওড়া পাইকারী মাঝারি) সৈয়দজ্ঞান নাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমদকুমার বিদ্যাস প্রত্যেকের ৪-বৎসর সশ্রম ও অতুলচন্দ্র হুগোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র দাস ও উপেন্দ্রব্রজ দেব প্রত্যেকের এক বৎসর দিবাংন সশ্রম কারাবণ্ড হয়।

হলুৎবাড়ী মাঝারি দাফা শুরু হয়ে সূর্যের শান্তির ভাল শেষ হয়ে ; অর্থাৎ প্রবনের আরও দু-বছর এবং বাকী তিনজনের এক-বছর করে ৪৩কাল বৈধী তোস করার সশ্রম বাধ্যতা প্রাপ্ত হয়েছিল।

রাজধানীর

ঢাকার পরিবানে বড় ডাকাতিগুলির মধ্যে মাঝারি ডাকাতি

হানি পাবার বোধ্য। ঢাকা, বাদিকগড় থানার অন্তর্গত রামনগরে কয়েকজন ধনী দুবখোজের দাস বলে শুভব ছড়িয়ে পড়েছিল ; ব্যক্তি নটা মাগাব একজন যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হানি বের নগর ছুড়ি হাজার এবং অস্ত্রাভি সশস্ত্রিত দাস প্রায় আট হাজার টাকা মুক্তি হয়। কয়েক জন যুবকদের বঃ টানটানি করা হয়, শেষ পর্যন্ত মাঝারি আর গঠেনি।

মোহনপুর

পূর্ব বৈধী হাঙ্গামা করতে হয়নি। (১৯০২) ডিসেম্বর ১১-ই ত্রিপুরা, মতলব থানার মোহনপুর গ্রামের ঘটনা। রাত্রি ৯টা মাগাব বিন-পড়িলজন লোক নৌকা করে বশানি থানার উপস্থিত হয় এবং থোকানগাট মুঠ করতে শুরু করে। আক্রমণকারীদের কাক অস্ত্রশস্ত্র থাকার বাধা বিতে কেউ সাহস করেনি। প্রায় সাতটে ঘোঁসো হাজার টাকা সশ্রব করে মুঠেরারা অলু্য হয়ে যায়।

মালদ্বানগরে খুন

অর্ধ সংগ্রহ করতে গিয়ে কিছু কিছু অপকর্ষ সংঘটিত হয়েছে। হাট বছরের মাঝখানে কোনও ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে বর্তমানের দৃষ্টিতে বিচার করার অসুবিধা আছে। তবুও যেটা একবারে গোচরীর তাক শাসন করে মুক্তির বিচারে সুব্বর করা যায় না।

ঢাকার মালদ্বানগর পোষ্টঅফিস মুঠের ব্যাপারে এই রকম বেরদাহারক এক ঘটনা ঘটেছিল। সম্পূর্ণ অনর্থক সেইজন্য অস্ত্রাভিগের তীব্রতাও বৃদ্ধ বৈধী। হাটের গোতার তলর গড়ের হাটনি বের পোষ্ট অফিস অবস্থিত। (১৯০০) নভেম্বর ১৪-ই কয়েকটি যুবক শিবেল চোয়ের বত গোতার (উঁচু জিভের বেত) মধ্যে গর্ত করে বের প্রবেশ করে। পিওন শিবচরণ বের হাত পা একসঙ্গে বেঁধে খুব দিবে তার গলা কেটে বের।

তারপর পোষ্টমাস্টার হুয়েন্সনাপ বন্দোপাধ্যায়ের ঘরে ঢুকে তারও সম্মান কুহ চালায়। এদিকে নিম্নক তারতে না গেয়ে বিকল প্রত্যাবর্তন।

পরে এই সুভয়ে চুটি আর এক পিয়নের নকশে পড়ে। খবর গেয়ে পুলিশ এখন আগর সন্ধ্যায় করেছিল বটে কিন্তু আসামীরের আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

লাটের সন্ধান

এবার দুই থেকে লাটের সন্ধান। ১২০২ নভেম্বরের শেষ দিকটার পূর্ণ বাৎসর্য ছোটলাট ত্রিপুরা গিরেছিল। তার প্রতিবিম্বিত ওপর নকশ বাৎসর্য লজ্জা তিনজন খুবক নিম্ন নিরেছিল। ঘটনাটা পুলিশের নকশে পড়ে। বিল এক নামকা জুড়ে। ব্যাপার খুব খেঁজু গড়াতে পারে নি। চকনকে এক বছরের লজ্জা আদান হুন্সেকার আদায় করা হয়।

সুইকারা

মশোলের মগরাপাড়া অতর্নিত সুইকারা গওগ্রাম। (১২০২) ডিসেম্বর ২৭-এ বেশ কয়েকজন খুবক অতরচরণ সিংহের বাড়ীতে হাবকা করে এবং মগরে অদভারে গ্রাম হাবকার বানেক ঢাকা মগরে করে সরে পড়ে।

গুপ্তহত্যা

ঢাকাতে আর একটি গাতিহুক হত্যার সংবাদ পাওয়া যায়। গুপ্তচর মশেব বীরেন গাঙ্গুলীকে হত্যা করে একটি বৌকার ঘরে কেন্দ্রে বেওয়া হয়েছিল। ক'দিন পরে পুলিশের দিকট এ সংবাদ আসে। বাৎসর্য বিখ্যা লাকী বেওয়ার লোক হুঁকে আর করেছিল পুলিশ। সেই লোক ঢাকার লম্বাটীর বিন ছোরা মারা বাৎসর্য সরকারী পুকে লাকী বের এবং পরে আবার ক'হিবপুর কেন্দ্রে গ্যাঞ্জিষ্টেটের দিকট কতকগুলি লোকের নামে মোগল

সংবাদ বিরে আসে। কথটা কাগাসুয়ার কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। (১২০২) জুন ৩-রা চুতিনটি লোক হারিকালে কতকসুয়ার (ক'হিবপুর)-এর বাৎসর্য পিরে প্রকৃত অপর্যাপকতার নিরীহ তাই গ্রিমনাপ চুটোপাধ্যায়কে ছোয়ার আঘাতে হত্যা করে। বেচারি গ্রিয়ার মারা বোল বছর বয়স; বরিশাল প্রকবোধন কলেজের ছাত্র ছিল।

বাকলার বাইরে

কেবল বাৎসর্য ক'খাই বলা হচ্ছে। তার বাইরেও বিংশসাতক কাল চলয়ে—লক্ষা সেই এক, তারতের স্বাধীনতা। বিধরণের সহিত লক্ষ্য লজ্জা চুইটি দিরাট ঘটনার পরিচয় বেওয়া হচ্ছে। প্রথমটি বটে মূহুর লওয়ে (১. ৭. ০২) আর দ্বিতীয়টি মাসিক-এ (১. ১২. ০২)। অপরটি এত গুরুতর না হলেও বিরাটী মনোভাবের ভ্রষ্ট অভিযুক্তি; সে কারণে একবার উল্লেখ থাকার প্রয়োজন আছে।

বাৎসর্যর মনো মনোভাবের আভ্যন্তরে বিকৃত ক'খাবিহিত বাৎসর্য প্রকাশ করা হচ্ছে, তখন ইংলেতে প্রবাসী বাৎসর্যর মনো বিকৃত অমতে গুরু করেছে।

১০৭ নং হুইটফিল্ড স্ট্রীট (Whitfield Street) থেকে ১২০২ জাহাঙ্গীরী ১০-ই বাৎসর্যর খুবক সুভদ্রা চুটোয়ার তারত সচিব লর্ড বালিকে এক পর লেবে। ল'খা, ইংরেজের জাতীয় উদ্ভতা তারতে বর্তমান অপর্যাপক সংস্কার প্রবান কারণ।

এই কালেই লর্ড লী জর্জার, বোখাই সরকারের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী এবং এই সময় ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সভ্য কেন্দ্রে বান এবং ইণ্ডিয়া অফিসে কুরক অপর্যাপক ও বিখ্যা (indecorous and false) বিবৃতির লজ্জা ১০ হ'তে ২২ জাহাঙ্গীরী (১২০২)-এর মনো প্রবাসীরা মনো মনো সুভদ্রা ক'উ ও অদমানকর উক্তি (abusive and

insulting) প্রয়োগ করলে প্রত্যন্তরে ক্রুদ্ধ ওয়াইলিংকে (সরলা দেবীর ভাণ্ডার) "কি কিং উত্তম বন্দ্য" প্রয়োগ করলে ওয়াইলিংকে ভয়ানকী ৪-টা বো (Bow) টা পুশিণ কোটে ক্রুদ্ধ নামে নাম্বিণ করেন। ১২-ই ক্রুদ্ধকে ৪'বাসের জাবীন মুচলেকার (bound down) আশঙ্ক হ'তে হয়।

লগনে বড় বড় কণ্ডি হয়েচে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কার্জন ওয়াইলিং ও ওভারার বিবন। বখাওয়ানে ঘটনা বিবৃত হয়েচে।

কার্জন ওয়াইলিং

ভারত চলল হয়ে উঠেচে। মুক্তির পথ সন্ধানে বাঙ। ভাষাভী ক্রুদ্ধবর্ষায় লগনে আগমনকাল থেকে ভারতের অত্যাধিকারের প্রচার চলতে থাকে। স্বরস্বাস, বিনায়ক সত্যায়ক, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির আগমনে আগর সংগঠন হয়ে ওঠে। পত্রিকা চলছে, সভা সভা সভা-সমিতিতে মুক্তি-মুক্ত সমাজে আন্দোলন হয়। ভারতের স্বাধী বিহারী বিশ্ব নিয়ে নানা কথা লবর অসমর উপাধিত হয়।

চলু ইংরেজের দৃষ্টি এড়িয়ে বাঙালি গল্প বলি না। কিন্তু ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় এ সব কাল বড় করার উপায় ছিল না—স্বাধীন মতের বেশ। ওমিকে ইংরেজ একেবারে নিষ্পেষিত থাকে নি। ভারতের "লবণ ভোজী" ভাঙ ইংরেজ বেছে বেছে ভারতীয় ছাত্রদের "স্বাধীকরণ" লব ইংরেজ গল্পমতে নিবৃত্ত করতেন। মূলতঃ তাঁরা এই লবল আগরকরণে মতিপতি পতিবিস্মি ওপর ভীত লবল থাকতেন এবং গোপনে ভারতে অবস্থিত অতিষ্ঠাবকরণে লবল করতেন।

এ ছেন লবল ছিলেন কার্জন ওয়াইলিং। পালান হ'তে আগর এক ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র বননলাল এ-ব্যাগারটা

বেরে ফেলেন। তাঁর মাথায় খুন চাপলো; আগর উদ্ভেদ নিভির লবল গোপনে তিনি প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। পিওল, রিভলুশ্যার বখাওয়ালে লগ্নীকীত হ'লো। বননলাল হুগোল হুগিলালত প্রাণাকার ইঞ্জিনিয়ার হুগিলালত করতেন এবং লেখনকার কাণ্ডবিস্মি প্রতি বিশেষ প্রচা গোপন করতেন। লেখানে ১২-৮ মে ১০-ই ১৮৫৭-এর সিপাহী আত্মত্যাগের মৃত্যুর বীরদের নাম চিহ্নায়কী করবার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ছিল। বননলাল সে সভার উপস্থিত ছিলেন।

লব তাঁর তৈরী, হাতে মালায়ক হাতিকার। "বিল-বনলাল"। ১২-২ জুলাই ১-লা ভাষনাল ইঞ্জিনিয়ার এগোনিয়নদের সভা, ওয়াইলিং লেখানে উপস্থিত থাকার কথা। বননলাল এ প্রবোধ পরিচালনা করেন নি। বস্ত্র ঐক্যতান বাধন লেব হ'য়েচে; ওয়াইলিং সভা পরিচালনার লব অগ্রসর হ'য়েচেন; বননলালের রিভলুশ্যার বাঙ পাঁচেক লব উঠলো। হুগেটের আঘাতে আগর ওয়াইলিং লব বিবৃত হ'য়ে গেল।

বননলালের বিচার জতি লবলিগ ব্যাপার। আবাসিতে এক লবলিগলীতে হত্যার উদ্ভেদ লবল করে অপরাধ লেনে লেন। বিনা আকরণে ১২-২ আগর ১৭-ই পেটনলিগ কারাগারে বননলালের কালি হ'য়ে যায়।

অ্যাংকশন হত্যায়

বাহাদুর বাইরে এখন কি ভারতের বাইরে বিলম্বক কাল চলছে। এ একটা লবল লবন ভারতের স্বাধীনতার চিন্তা হুগেচে ভারতের নানা অংশ এবং অত্যাচারী লবলকরণ অপসারণের লবল একই পথ লবলগিত হয়েচে। লহারাষ্ট্রের গ্যাঙ হত্যা এ পথের প্রথম লহনা।

এখানেই পরিণতি হ'তে নি। ফের বিলম্বকরণ আগর-প্রকাশ করলো ১২-২-তে। বিলবী লহনার লব হ'লো

অতিনব ভারত এবং মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে তার পাখা চড়িয়েছিল। বেঙ্গের স্বার্থের ক্ষতিকর কোনো ব্যবস্থা সভ্যদের ধর্মবুদ্ধি অতিক্রম করতে পারতো না এবং তারা প্রতিবিধানের লগ্ন তৎপর ছিল।

যখনই পাখা রচনার অপরাধে বামোদর সাতারকরকে লক্ষ লোকসন বীপান্তরের আবেশ ঘন। নাসিকের কয়েকটি যুবকর নিকটে এ বণ্ড অতি কঠোর এবং বেঙ্গের আত্মীয়তা ভাব প্রসারের পরিপন্থী বলে মনে হয়। তখন গুপ্ত সমিতিতে লোকসন হত্যার দিচ্ছাত্ত গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে নাসিকে লোকসনের কার্যকাল শেষ হওয়ার ঠাৱ বিহার অত্যাচার ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত বিধেতার বলে ১২০২ ডিসেম্বর ২১-এ। ঠাৱ আততায়ীরা হলের মধ্যে উপস্থিত হয়ে দুরূহ দূতের মতন অপেক্ষা করে রয়েছে।

সভা আন্তর হবার কিছু আগেই লোকসন উপস্থিত হয়ে ঠাৱ নির্দিষ্ট চেষ্টারের বিবেক এগিয়ে থাকেন এমন সময় এক আততায়ী তাঁকে হুগেট বিদ্ধ করে। প্রথমটি বার্ষ হ'লে পর পর পাঁচ ছয়টি হুগেট ঠাৱ বেহের নানা স্থান বিদ্ধ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই লোকসনের জীবনাবধান হয়।

ব্যাকালে আগাবীঘের হাকিমের একগালে কাঠসড়ার খড়া করা হয় এবং হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের ১২০ মার্চ ২১-এ প্রথম প্রাণে তিনজনের মৃত্যু হয়, তিনজনের ব্যবস্থাবান বীপান্তর ও একজনের হ'বধেরের সঙ্গম কার্যকর হয়।

১২০১ এপ্রিল ১২-এ থানা জেলে হওগ্রাণ্ড তিনজনের গুলি হ'রে যায়।

শাসন সংস্কার

উদারমৈত্রিক (Liberal) বলের লর্ড বর্লিংটন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারত সচিব হ'লেন, তখন ভারতের সভ্যতায় মনুষ্য একটা বড় আশার মলার হয়েছিল—ইংরেজের

ভাৱ '৭১—৪

হাকিম্য পূর্ব বেঙ্গ মন্ত্রাঙ্গ পাঠ্য হ'বে। কর্ণপট্রিকার ভাষণ হাংক হাংক শোন: বেঙে লাসলো:। কাকের বেশার তার কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু ভারতের বিশেষ করে বারলায় অশান্ত অবস্থা চলতে সে কারণে বর্লিং ভারতের 'বড় লার্ট' মিন্টোর সঙ্গে আলোচনা করে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব পঠান। মিন্টো ছিলেন খ্রিস্ট ধর্মবী, বলাশাখা উচ্চাশি বিবেক বাহার মরম করে যেনেছিলেন মৃত্যুবাং এই শাসন সংস্কার মরলের পরিবর্তে হাকিম অতিশাণ হ'রে গাড়িয়েছে। ১২০৮ নভেম্বর ২৭-এ মর্পের মন্তব্য (Despatch) ভাৱতে প্রেরিত হয়। তৎপূর্বেই ১২০৭ আগষ্ট মাসে ভারত সচিবের পরামর্শধাতা সমিতি (India Council) তে (সার) লর্ড মোদিব গুপ্ত ও মৈত্রয় হোসেন বিলগ্রামি মনোনীত হ'য়েছিলেন। তৎপেক্ষা বিশ্বকর ঘটনা ১২০২ মার্চ ২০-এ সভ্যগুত্র প্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড) বড় লার্টের শাসন মরের (Executive Committee) মধ্যে আইন সচিব নিযুক্ত হন। আততায় হুগোপাধ্যায়ের নাম উঠেছিল কিন্তু মিন্টোর টুনির মত কাদো ("as black as my hat") বলে মনোনয়ন পাননি।

পরে ১২০২ মে ২৫-এ ভারত সংস্কার বিল পার্লামেন্টে কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। সব আইনটি বেঙে তাকে ভারত শাসন ক্ষেত্র প্রয়োগ করতে নভেম্বর ১৫-ই পর্যন্ত লেগে যায়। সামান্য যদি কিছু লান হয়ে থাকে ত' সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রকৃ হওয়ার পাকিস্থান মস্ত্রিয় বীণ উত্ত হয়েছিল। মিন্টোর মত ভারতের সর্বাংশ শাসন আর কেউ ভালহাউসি, ওয়েলসলি প্রকৃতি লার্টেরা কেউ করেন নি।

এ প্রসঙ্গে নিতান্ত অব্যক্ত হ'বে না ব'লে একটা কথা বলে রাখা হাক্। বর্লিংটনকে আশাবিত হবার কিছু কারণ অবতাই ছিল। মিন্টোর 'উপসং' কিছুটা সময় হাংকতে তিনি

চোঁ করেছিলেন। কিন্তু হানীত শাসন ব্যবস্থা, বিভিন্ন অসম্মান বা ধ'লে, স্বত্বকেপ করা ইংরেজ সাম্রাজ্য নীতির অকৃত্রিম ছিল না বলে অনেক কিছু উৎসাহ করতে বাধ্য করেছিলেন।

যখন ভারতবর্ষে চরিত্রিত চরিত্রভাবে চলতে এবং 'লুপ্ত' পাশে 'স্বত্ব' দেওয়া জাতীয়তাবাদ আন্দোলন যখন ভারত সরকারের নীতি বলে গৃহীত হয়েছে, তখন ভারত সচিব একবারে স্থির থাকতে পারেন নি। মিস্টোকে তিনি লিখলেন (১৯০৮) যে তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রাজ-নৈতিক অপরূপে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অসম্মানিতের মত সাধারণ বহর ("thundering sentences") লক্ষ্য করেছেন।

*** এই লক্ষ্য করে সাধা চলতে পারে না। দেখতে তিনি লিট বাহাদুরকে এ প্রকার সাধারণ পরিচয়ের প্রতি বহুদূর রাখতে অগ্রহেণ জ্ঞাপন করেন ("I do, therefore, urgently solicit your attention to the wrongs and follies"). "শাসন দুখলা বলায় রাখতেই হবে, কিন্তু কঠোর শাসনকে নিবারণ করা দুখলা হওয়ার পথ নয়। এতে বহু ফল বিপরীত হবে এবং এই পথেই বোম্বার আবর্তিত হবে" ("Excess of severity is not the path to order. On the contrary, it is the path to the bomb"). ভারত সচিবের আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত স্রপ গ্রহণ করেছিল।

KIRON

The lamp that lights and lasts

KIRON lamps are equal to world's best because only the finest raw materials are used, and are manufactured in the latest automatic machines with the know-how of 'thirty years' experience.

MANUFACTURED BY: BHABAT ELECTRICAL INDUSTRIES LTD.
17, BALMORANATH PARKER'S ROAD, CALCUTTA

AGENTS: THE ORIENTAL MERCANTILE CO. LTD.
CALCUTTA SOHMAI MADRAS DELHI KANPUR

কবিতাগুলি

এখন মরজাভালা বন্ধ

কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত

এখন মরজাভালা বন্ধ ক'রে বেগার দহর।
বাটরে আলো ক'ণ, মতোহু চোখ বার
গলির মোড়ে ঘাতিগুলো।
চিড়বাগা সাগরের বহু হত স্ত্রীর মতো।
মিড়িয়ে,
যেন একটু ঠেসদেই
হুজুত বেয়ে পড়বে।

কেবল মরজাভালা বন্ধ হবে বাবার শব্দ,
যেন কেউ ঘরের মধ্যে ঢুক পড়তে পারে
বন্দুক উঁচিয়ে। যেন কেউ এখনই
হুজুত বেয়ে বুক ঘেঁষলে দিতে পারে।

একটি ছিটকিনিও খোলা যাচ্ছে না,
বুকের তেতর অন্ধকারে
হাতুড়ির শব্দ, সংক্রান্তক বিতীষিকার অপরূপ
কলাগাহগুলোকেও
গুপ্ত গাভের মতো সাংঘাতিক মনে হয়।

একটি স্ত্রীও অকথিত বয়ণ।
সবক সবার বুকের মধ্যে টান দিয়ে ফিরছে;
এখন হাওয়ার ঐরোমন,
অখণ্ড নিঃশ্বাস নেবার জন্তে মরজা খুলে বেণো
এমন শক্তিও নেই। অন্ধকার তাড়িয়ে
আমি আবার কবে মাঠের মোড়ে হেঁটে যাবো?।

সময় এবং কল্পলতা

অনোন্মত মাসগুপ্ত

আমি এখন তোমাকে বললাম
“কিভাবে আরো অনেকবার তোমার নিয়ে আসবো
এখানে, এইখানে—
উপর হেনা বিদ্রুপিত হয়ে তবু বললাম যে না: মাটির একটি বাগ”;
আমি এখন তোমাকে বললাম
“বিবালে সব ক্রম খেল, আবার আমি হলে
মাঝের বেশর ভলিয়ে বেবে স:স্বাধিত হাওয়া,
অপরিণীত শব্দ আবার একটু-একটি মেয়ে
হুজুত বেয়ে উঠবে সপ্তদ্বির পাশে”;
আমি এখন তোমাকে বললাম
“লালা দিগান থেকে হঠাৎ অশীতিপর সময়
মাঝে-মাঝে বেশে গঠন দিতামহর মতো,
তিনি কিছু তোমার আবার সুযোগ করে বেধেন
একা-বাঁধার-বক-রাটার-ত্ব-জন-মিড়িয়ার”——

বলতে বলতে আমি কেন সূচ্যে যেন নিলাম?
সময় যেনে নিলাম কেন? তোমার হৃদয় বেয়ে
সময় গেছো, সময় সবে গেছো।।

কৃত্তকর্ণ শিবরাস চন্দ্রবর্তী

ভেতরে নিস্তার ঘোর, কৃত্তকর্ণ ভেগেছে লম্বা,
 গুরুত্ব বাপটে তার কল্মিত বেধিনী ;
 নবন নিবাস তার ঘাতে ঘাতে কড়াশুষ্টি ধরে
 লম্বাশ নকায় করে জনগণ ঘনে ।
 ধনে পড়ে ঘর বাড়ি, গিরিশ্বর আতঙ্ক অধির,
 শ্রোতীর অক্ষর বট উদ্‌লম্ব-বীত ।
 বধা চুপ, কানাকানি—চোখে চোখে ঃনম্ব ইমারা,
 বিশাহারা নম-নারী আতঙ্কে পাড়র ।

হৃদিগুরু কৃত্তকর্ণ—বোঝানলে আরিক হ'চোখ,
 দ্বারিকের দর্শ চূর্ণ করে সে নিমেষে,
 যে-অজ্ঞান কালে কালে পুণিবীতে ধরেয়ে পুষ্টিত,
 সরায়ে .শ—বঠে তার দ্বর্ষম লম্বা ।
 বীতনিম্ন কৃত্তকর্ণ দস্ত অত পথের সন্ধানে,
 আনিয়া—এ আগরণ কালে কি অকালে ।

বকুল তারে তার অংকনাক্ষর লুপোপাখ্যায়

শৈশবে বহুলমণি করে পড়ে নবত হৃদয়ে
 বীর্ণ তৃণাক্ষরের তিতরে এতঃসূয়ারওদ্রতা
 যারঃ চলে গেছে টেনগথে তারা কিরণে
 হৃদি কিরণে কোলচর্চ, পককেশ, চিত্তায় চিত্তায়
 বধন বৈ বৈ তরু খেলায় কু-পাণ্ডি খেবে দায়
 নিশ্চিত অভিজ্ঞ নারী বেধন ময়ূর
 এই সেই শৈশবে বেধানে আধাশেকত বিদায় নিতে হয়েছে একদিন
 পৌরাণিক দুগুণি পার হয়ে ইতিহাস বীরে বীরে চলে এল
 সন ভারিখের দীধানার

আমি কি হৃক্তির পাখি এগাড়ি ওগাড়ি কলমায়
 পাখানিতে কুলে বাড়ি একজন ভেঙার
 বকুলকুল্লব কিছু বিদোতে বিদোতে...
 বকুল কি আগ্রত এখনো এতকাল পরে
 অর্ধেক তেজানো বরজা, কানদায় বসবস
 রঙিন বোপাটিততি লারা বাগান দারা উঠোন বাড়ি

এক একটা আলমারি থাকে এক একটা দরজা
 এক একটা বাজের মধ্যে উত্তীর্ণদের শিখাশী পালার
 চাপুকের আঘাতে আমার কোলে উঠি পার্কানের জীব
 সমস্ত পুরাতত্ত্বি ভেসে গেছে জাহ্নবীর অঙ্গে
 কতদূর বিস্তৃত জাহ্নবী পুরুষ
 আমার বকুল গুলি ডানিয়ে নিয়েছে কতদূর
 যেখানে আমার নৌকা ঠাকু ফেলে নি সেই জলরাশি
 যেখানে কেশবদেব সেই নিমজ্জিত বন অন্ধকার—
 আঁধা বকুলের রাশি করে হয়ে একটুই শৈশবে ।

তোমার মুখের দিকে

দিকেকতা ভরবাঁজ

তোমার মুখের দিকে তাকালে আমার

ঐশ্বরের কথা মনে পড়ে ।

তোমার মুখের দিকে তাকালে আমার

শৈশবের শেকালিকা করে :

আমার হারিয়ে যাওয়া অক্ষরত সোনারী—শৈশব

শৈশবের কথা মনে পড়ে ।

তোমার মুখের দিকে তাকালে আমার

কী রকম করে—আমি বলতে পারব না :

আমার মুকের সব আকাশের আলোর বৈভব

চাষিবিধে বিশ্বের অজ্ঞের সুবাস শান্তির সমাহার

আমাকে আকৃষ্ট করে, গুপ্তের প্রদর নীরবতা

আমার নভার কাশে, আমার সমস্ত ঠোঁট

আকাশজালা

যেন তারা দিয়ে পাথ বসন্তের মুকের খানিতা ।

মৌসুমী বৃষ্টিতে তেজা-ঘাটতে গুমির থাকা

প্রথম বীজের ব্যাকুলতা

আমার হাতের মুকে সংক্রমিত ।

তুমি সেই অবিষ্ট অর্ধনা,

যনে হয়—, যা গেলে দকল সোনা হয়ে যায়—,

প্রত্যাহার প্রদ, প্রবর্তনা

সব শান্ত হয়ে আসে কী রকম পতীর বিধানে

—জীবনের বৃত্ত বহতায় ।

মুকের ব্যথার মত তোমার চুচাবে চেয়ে যনে হয়

আমি হুঁ, তুমি নিবর্তনা ;

তোমার বহতা বাবা হুঁরে আমি জীবনের আশ্রয় এ পারে

হির হয়ে গেছি, দূত সুজাতার পায়দারে

পরিতৃপ্ত আকাশ তম্বর—

হুঁকে ছিড়িয়া থাকা তুমি সেই—অতীতের]

আকাশের সুন্দর বিষয়—

আঁধা আঁধা, গাড়ির মধ্যে খুঁলে জীবনের বৃত্ত বহতায়—

অজ্ঞান এপারে, ওপারে :

প্রতিদিনই

সময়ের প্রবেশদ্বার

প্রতিদিনই মনে কারকণিধা; অকস্মিক আমি
 হুঁপারের নিচে প্রতিদিনই
 হুঁপট আঘাত করি মূল অসিদ্ধায়।
 আমার ভিতরকার থেকে নামে গাঢ় কুচলীস,
 পরিবর্তে পাই মূল্য, আমি প্রতিদিনই
 ঘরে ফিরে মূল্য বাড়তে বাড়তে বন্ধনের ডাকনাম চলে বাই।
 দূর্ব শেখ হয়, প্রতিটি শব্দকে
 ফিরে আসে দৃষ্টি। কলকাতার ঘরে ঘরে
 হুক হয় পতনের সংগাম, বজ্রনী,
 হাকস বিদ্রুত জেলেও তাগের আর তড়ানো বায়না। আমি
 বন্দনতীক বক নিয়ে প্রতি-মাত্রা ছায়ে উঠে গিরে বেশি
 সমানসংখ্যার উঠেছে নক্ষত্র গ্রহ
 —কব বেই নেই, বৃতি বিগতসংসারে আমকাল
 সবিশেষ পৃথক। এসেছে।

কেবল আমিই অন্ধকারে বেনীকণ ধাঁড়াতে পারিনা;
 অন্ধকরণ আলোয় ভাললেও যেন হয় বেন
 চোখের বশি পায়ে পাতালে নেমে যাচ্ছে। যেন হয়
 আমি বহু লক্ষ সংখ্যে আগের বক
 আবার শরীরবাহ্যে বাহ্যুত নিরাস্রয় হবো; আবার নতুন করে
 নিচ থেকে দলবীরে বীর্ণ হয়ে উঠবো উপরে। প্রধান
 প্রতিদিনই মনে বেনীকণ কারকণিধা।

কল্পকতি

হাসল হারচৌসুরী

কল্পকতি হয়ে বার তাবকে, কাতুর্মে
 সন্ধ্যাবেলা নির্ভর ক্রান্তে কাটে দল, উড়ন্ত আঘায়ে
 জ্যোতি পিশাশা, পিশা। বহু থেকে অরণ্যে
 পথেরবা এঁকে বঁকে কুশাসনকারী ওই প্রকৃতির দিকে

চরম করে উৎসে টানে। বাণ্যিক চতুর্ভুজে
 ঘরের আভাস আঁকে—পথ থেকে নৈম অস্তঃপুরে
 অস্ত্রের কলকণা, হিত ধারণ রক্তে মলে গোন আকস্মিক
 টাংগের কোঠা-এই, সামগ্রিক শির আর কল্পপ্রপাতের।

কল্পকতি হয়ে বার তোমার আবার বাসনার
 গাভ বন্ধনের প্রেম সপ্তাহের বত বেঁধে আবেশে হাফুতে
 তাহ হুতুতুত চলে গিয়ে ফিরে আসা অস্বাভাব্য
 তাড়া কাট, পাখির আকস্মিক শরীর হুকে ছুঁতে
 যেন হয় বায়বান, তালবাণা, এত স্বাভাবিক আর্তনাম
 মেয়ে জঠ্র নবীতির স্থিতির ওপারে চূর্ণ সমতার বীধ।

আদিত্য বালক

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

কীবন আমাকে ডাকে নিরন্তর হৃদয় পাড়িতে।
 আমি কীবনের গান গাই। কুহি কোনো
 সহিষ্ণুতা, তোমাকে পোনাট,—কুহি কোনো
 হাঙ্গারীর কীব-পাতা হু চোখে তোমার
 রক্তে রেখে দাকি। কীবকে আমার
 পিছনে দাগায় কেউ; সামনে উপানীতায়
 হেঁচা পাতা উড়ে বায় পৃথাকী হাওয়ায়।

অনন্তা জানেনা বিদ্যা, যখন নির্ঝাঁপ হকে
 কে আঙন ধরা! কবতার চড়াই উৎসাহে,
 ডানে বাঁয়ে কোন্‌লগের লগরে গায়ের কাঁপে,
 পথ কাঁপে, পথাতিক উর্ধ্ববাস; আমি কোনোমতে
 হেঁচা চাপি; সামনে বায়, অথবা থাড়াই।

যেন কাগজের বোড়া, যশস্বী আছে কি নেই,
এতোমিনে কুলে গেছি ; কুলে গিয়ে তোমাকেই পাই,
সহিষ্ণুতা, আদারো পণের বিনা নেই, আমার প্রবল চাপে
যদি তুমি পরিহাসি ডাক ছাড়ো, কার বোধ ?
যোযী কে ? নির্দোষ কারা ? যতিমান
এখন কালের হাতে ?

তারের কি হুজুয়ায়

আছে, কিংবা হৃদয়ের অথ কি তেজীমান,
আমিনা ; আশার হাতে একটি আমলক—
এ-পৃথিবী ; আর আমি আমিই বালক
হতে চাই—এসো, আমি জীবনের গান গাই,
সহিষ্ণুতা, তুমি শোনো, তোমাকে শোনাই ।

সুখটার কাছে

প্রকল্পকৃত্যার বস্তু

কিছুই না-যদি তুই পেলি
তা হোলো কেন এ-বিষ-বোড়া
এতো আয়োজন
না পাওয়ার অন্তে হাটপাণ
একান্ত খেয়েদৌ
কর্মবৃত্তে নিয়োজিত বোড়া
হুঁসের বাধন
তাকে ধরতে কেন তব পাপ ।

বোড়াটাকে বহু এখার
কাছে রাখ পুণে
বহলে যাবে বাবড়ীর তপ
এ-বিশেষ বা আছে
যদি পেতে চাপ তব আর
ভাপাকে না হুবে
ভেঙে ফেলে তৈরী অতৃপন
হুটে যা এখন তুই সুখটার কাছে ।

বিদ্যুৎ

শান্তনিল দাল

সবাই অস্বস্তি আঁখ ; চিত্তের প্রশান্তি কোনখানে
নেই তুমি ; অস্বস্তোষে কৃত লগ্নাৎ সবারকার ।
এর পানে, এর পানে, যেথেকে তাকাই, শুধু বেশি,
কোনমতে টেনে টেনে জীবনের বিনতুলো অঙ্গ
করে চলে । দিন আসে, রাত্রি আসে, এক একটুকু করে
কেটে যায় । কেটে যায়, আর কিছু নয়, শুধু এই—
আমর সকলটুকু শেষ হয় এমনি করেই ।
স্বপ্ন-রূপ, হাসি-কান্না আছে কিছু এই জীবনেতে,
তার কোন ভগ্ন নেই, একই ভগ্ন ভগ্নের স্রবণ ;
কান্না ও হাসির মাঝে এতটুকু নেইকো প্রভেদ—
সুখ-হাসির কাছে সবাই যেন বিপর্যয় বিহীন ।
এই তো জীবন আঁখ ; বিনে প্রাকীর বহাধান
এ জীবন, এই বাঁচা, অতৃপ্তি, অতৃপ্তি চারিদিকে ।
অথচ এ জীবনের 'পরে' আছে কতখনি মমতা !
চাই নাক' শেষ এর ! প্রতিদিন কী দুঃখ-দালা,
কী-সে ক্লান্তি, অস্বস্তি ! তবু, তবু অসংখ্য আশার
দাল খোনা প্রতিদিন ; দাল খোনা আর ছিঁড়ে-বাওয়া ।
নেই দাল বোড়া-বওয়া বার বার সকালে সন্ধ্যায় ।

চিরন্তন হৃদয়ে

বিজয়কৃত্যার বস্তু

সব বৃত্ত প্রতিভান : যেন হ্র পর্বত আভাস
একবার নত শুধু, প্রত্যেক তোমার
উজ্জ্বল, অথবা শীর্ণ হৃদয়
তীর অরুণ ।

আমার চান্দর বাঁক পরিমি রেখার
সব বাধা ভেঙে ফেলে, তোমাকে কোথায়
কতবার—হৃদয় আমায়

পরিপতি, পারে পারে ছাড়িয়ে একদিন
বসন্তের রক্ত-মাখনে মেখে ওঠা বৈদ্য প্রতিহার

পরীরে ঘেমনো—

তুমি কি সেদিন প্রায় বৈদ্য আত্মসম

স্বপ্নানি দুই দিগে আশাকে কাঁধাখে ?

অথবা রক্তের টানে মরণের মনোময় সৌন্দর্য খেতে

ভোগ্যের মহিমা তুমি নিজেই নিঃশেষে

আশাকে কখনও করে মুখে বিধে যাবে ?

প্রতিহতী

সামন্তুল হক

তোরাতির পার হতে না হতে আশাপি

তুই তোর ঐ বড়ো ব্যাটার মাথা খাতি,

তারপরে আটকুড়ী তাতার-সোহাগী—

বিনাফেবে বজ্রাঘাতে পাঁখা আর সিঁদুর বোঝাবি ।

নিউরে উঠেছে চন্দ্র।

শিরদাঁড়া শিদ্রিদ্

নিউরে উঠেছে সূর্য

কেসেবে বিদ্য দল :

জোর পালা খানে বই দিতে তো বাইনি ভাইনী—

নাহা বিনয়ান আশি আতিনা নিকোতে ব্যত,

ভাস তো বলাতে বাইনি তোর বাওয়া কাঁচা মাখনে—

প্রতিহার প্রাণ কাপাতে তোর হরে পেয়ে হাজি ।

হেঁদো কথাই আর সূতোপে বা

আশাকে আর নয় ;

রঙ ছাড়াই গীত সোনাবি কাকে ?

যে শব্দ হৃদয় ।

স্মৃতিতর্পণ

মঞ্জুর মালগুপ্ত

স্মৃতিতর্পণ কেটে যায় প্রতিদিন

রক্তে আঘাত কে রেখেছে এত ভগ্ন

চোখ কাপসা কেন বহুদূর থেকে

নাচ করে কেউ বারবারে যায় ডেকে !

স্বপ্নানি হুগে হুগে ভাবে তার

কেউ কি পাড়িয়ে আমায়তার পারে

দল্লু হুগে হুগে করে কোমলগী

কিশোরী ঘরমে যে ছিলো নীলাবরী ।

অনেকা হুগে মেখে থাকে প্রাণবাহু,

যে কেবে আশাকে অনন্ত পথেবাহু,

বিস্তারিত একবার তুই তার

আঁচল বেঁধেই আঁচলে পূর্ণবার

পলাতকা—তাকে যেখা পুণ্য মরণে—

প্রতিদিন কাটে তারই স্মৃতিতর্পণে ।

নির্মিত দর্শক—১৯৭০

অনেন্দ্রজ্ঞান মন্ত

হৃদয়ের বেগল হাটা হয়ে ওঠে

অদ্বায় শিকরের রক্তে,

মাথা বেংলে যায় কুটপাতে,

শরীরের মাথা হাড় শুকতে বহু

বহু বহু

গ্রাইকেল আর অত্যন্তরীর

নিবিচার উল্ফন ;

নিবিচার বর্ণক আমরা—

বেতরে বক্তৃতা তব—পাতির কণচানি

বেগলে বেগলে ওই অদ্বায়

আঁচলের ভাণ

কেন উঠে এসে তার কঠিন হুঠোর

এখনো ঘেঁষ না চোখে আশাবের

কঠিনাঙ্গী, এতও থাকবে

কেন বধির করে না !

আরো কতোকাল থাকবে নির্দিষ্ট বর্ণক ।

তী জামি কেমন আছি আজ হৃদয়েরজন বুঝোপাখ্যায়

তী জামি কেমন আছি আজ

হৃদয় ভালই আছি কিম্বা ব্যাথাপটাও হ'তে পারে

এ এক অদৃষ্ট ব্যাপার—

বোকাই যায় না

কখন যেন জালখাকাটাও আসলে ব্যাথাপ

ব্যাথাপ লাগলেও ভাল

আসো বাও বাও আসো—সেই একই কথা

যেত পাখর হতে ভেগে যায়

পাকরশী চুয়ে

একে কেউ ভাল বাক্য বলে ?

অন্য ব্যাথাপ কে ছিল...

তী জামি কেমন আছি আজ

যেন হচ্ছে ভাল আছি কিম্বা তা কেমন ক'রে বলি

এ এক অদৃষ্ট ব্যাপার

বোকাই যায় না

কেউ এল না পেদ...

২

অনুব্রুব কবিতা

তিনটি : ডাকো পোশা অনুব্রুবক : সেরীগ্রনাদ বন্দোপাখ্যায় ছোট বাক্স

আগে আগে গ্রন্থর গাত উঠলো ছোট বাক্সটির

পেলো সে তার ছোট বৈষ্ণটুকুনি

পেলো তার এতটুকু গ্রন্থর তার এতটুকুনি কীনা অন্যর

আগো বা বা তার

গোটা বাড়ি পুরো শব্দখানা সমস্তটা বেশ

দারটা অন্যর তার ভিতরে সে নিজেই ছিল আগে

ছোট বাক্সটির যেন পড়ে যায় তার ছোটবেলার কথা

আর ভাবন ভাবন ইচ্ছে

সে আবার করে উঠলো সেই ছোট বাক্সটি

একটু একটু করে বেড়ে উঠছে ছোট বাক্স

এখন তার ভিতরে রয়েছে বেরান

যার ভিতরে সে নিজেই ছিল আগে

এখন সেই ছোট বাক্সের ভিতরে

রয়েছে সারা অন্যর কিম্বা বেশ ছোটগটে। হ'রে

ইচ্ছে হয়েছে তাকে পুরতে পারো পকেটে

চুরি করে নিতে পারো পকেটেই কেপতে পারো হারিয়ে

একটু একটু করে বাড়ছে ক্রমেই বাড়ছে ক্রমেই বাড়ছে

এখন তার ভিতরে গোটা বর

তার '৭১—৪

আবহানে বাধো ছোট বাক্সটি

এক গল্পের গল্প

এক ছিল পর

তুমি আপনই তার

শেষ

আবার শেষের পরেই

তার শুরু

তার মাস্তুলখন দেখানো এল চুকেছে

তালের মৃত্যু পরে

আবার অন্ধের আগেই তারা

ভেঙে পিঠেছে সে ঠাই

তার মাস্তুলখন গুলিতেছে এক

কমতের কথা এক আকাশের কথা

বলেছে তারা সব কবনের কথা

ওহু হা তারা বদলি

তা আসলে তারা নিজেই জানতো না

যে তারা কেবল গল্পের মানুষ

যে গল্পের শেষ

তার শুরু আপনই

আর শুরু

তার শেষ বহার পরে

তারকাঘর শাস্ত্র

একটু একটু করে তুমি যেখানে এল তুমি পরে

তারকাঘর বর্ষাঝড়ের শেষে

তারকাঘর সবাই মিলে তোমার বাড়িরে দিয়েছে

তোমারই হাতে রাখা ছোট একখানা বাড়ি

ঐ তোমাদের ওপর দিয়ে কোথার দিয়ে চললে দেখে বাড়ি

তোমার শেষের শেষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে সময়

তোমার খবরে পা দিয়ে তোমার বাড়িরে বাবে বলে

শিঙে দুখানা চুকিয়ে রাখো শাস্ত্র

হ হ-করে চলে যাও হত সুখের ওপর দিয়ে

যে বুঝা কেনোখিন তুমি বেথতে পাবে না বজকে

দোখা চলে যাও অপবোধের ছেলে রাখো

আবার স্বপ্নবোধিত হাতের পাতার

আছুরকা-বহা-কর বাক দিয়ে নাও এগুনি

নবর হাওয়ায় আপনই

আর আবার বানপত্র লিখে দিয়ে যাও ঐ

আশ্চর্য রূপের তোমাদেরখানা

অনামী

পটীপ্রলাষ বন

অবশেষে যখন সে পৌঁছায় তখন গ্রামের পাশে ঘাটে
সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ট্রেন, গীঘাট, তারপর নৌকার
দীর্ঘ যাত্রার শেষে বেধে জাতি। দারপথে কলকাতার দু দিন
থেকেছিল ঘাটে প্রাধান্য বিস্তারের আশায়, কিন্তু শহরের
অথবা বেধে তাতে বহু তার বেধে যনের জাতি থেকেছে।
এখন দুই ঘাটের এই পাশ পরিবেশে বেধতে কেবলে বই
বিনের শক্তি অবশ্যই নিশ্চয় কেটে যাবে। তাই তার
আশা, তাই তার আশা।

এর অল্প কয় পরিপ্রদ্য করতে হয় নি। নিম্নের অল্পকুশি
এই গ্রাম এখন বিবেশ। অনেক ধর্মার্থি লেখালেখির পর
যদি বা প্রবেশপর পাওয়া গেল, থাকে বাওয়ার দায়িত্বও
এক লম্বা। ষোড়শ করে জানা গেল পুত্রের আশীষ বা
জাতিবের এখন আর কেউ নেই এখানে—যার দুই
দম্পতীর এক দামা এবং তার স্ত্রী ছাড়া। রাজ্য গ্রামের
কুলে বাটারি করে এখন অবশ্যই নিজেছেন। চিঠি লিখতে
গীঘা দুই হয়ে তাকে ডাকলেন।

সুন্দরী বাল্যের মিলে সে গেল তাহের ওখানে। হাফা
বলছেন, “কলকাতার তোমাকে দুই দায় বেধেছি, নমস্কা
জিনতে পাঠ্যতা না।” পুত্রের ঠাণ্ডা কলে দায় করে
বাওয়ার করে দানব গল্প। প্রবেশেই সে জিজ্ঞাসা করলে
তাহের নিজেদের বাড়ির কথা। বেশ বিতর্কের পর তা
যে দানবীই লোক বলা করেই তা অনেক দিন আসেই
যে জনবের। রাজ্য বলছেন, “এখন কেউ একটা বক

বাক্য না, আনন্দ। যত্না অনেক নেই, যেহেতু তেতে
শকুকে। চল, কাল সকালে ত জনে যাবে।”

কিন্তু এত কাছে এসে আরও এতটা দায় অপেক্ষা! যন
চাইল তবুনি একবার কুলে আসতে। যান পাওয়া
বিস্তারের পর শরীর অনেকটা তাকাত হয়েছিল। গ্রাম
ততকালে গ্রাম দম্পতী করছে, কিন্তু বাড়িতে যার পাড়
নাটটা। তা ছাড়া, যনে যনে তার ইচ্ছা একটা বহুও যদি
বাসবেশা হয় তবে কাল সে নিজেদের বাড়িতে উঠে
আসবে, যাঁবে বাহার ওখানেই। আকাশে বেশ একটু
চাঁদও উঠেছে, একটা লালি হাতে নিয়ে সে বেধিয়ে
গড়ল।

সোটা পাট দ্বয় বাড়ি ছাড়িয়ে, ছোড়া পুত্রের দায়বানের
পথটা দেখিয়ে নিজেদের পুত্রের অল্প পাশে সেই ছোট
বাড়িটুকু, তাইই গ্রামে তাহের বাউলা দালান। গ্রামের
নির্জন কোণে পাশপাশে অত্যাধিক হুদুম করছে অশ্রুটি
ছায়ার দম। অসুরে কাব্যের বাড়িতে একটা ঘরে
টিনটিন করছে হারিকেনের শব্দ আলো, কিন্তু কোনও
পাড়া দম নেই—কে থাকে কে জানে। একটু আসে বাহা
দায়ব করে নিজেদের দায় করে বাড়িতে না চুকতে, আর
কিন্তু না হক, দায় বেধের ভয় আছে। হু বও তেবে
সে পানের বাড়িটার দিকে গেল, তার পায়েও ইট বেধিয়ে
একেবে, বুঝে পেতে তাইই যথো একটু দায়লা
করে দমল।

পশাণ বন্ধন আগে পান-ধাঁধানো এই বটল! এমন হাতে
বেত পাথরের মত চকচক করত। হু পাশে হুবাঁহুপি
লগা ছই আশান, দাঁতখান দিয়ে দিকি নেমে গিরেছে গুরুতর
জলে। বিকাশে এ পাড়ার আশানবৃত্তিও এসে অক
হত, বেলায় দিয়ে বসে দারা বিনের গল্প লম্বত। সন্ধ্যার
পর প্রাণে ছোটরা, তারপর ঘেরা, সব শেষে কর্তা।
বার বার বাড়ির দিকে পা বাড়াত। আর কেউ
নেই, আছে শুধু বিসত বিনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন শেষে
বলত তাকে।

চার জনের সংসার—বা, যিনি, সে আর কোন আলোক-
বহি। বাবা মা যেনে গিরেছিল তাকে তখনকার দিনে
বন্ধনে চলে বেত প্রাণা লীখন। যা বেশী কথা বলতেন
না, সাতা দিন কাঁধে রেতেন, পাড়ার অতীত গিরিদের
সঙ্গে বসে গল্প করা তার খাতে ছিল না। বিধি তার চোরে
হু বন্ধনের বন্ধ হওয়াতে যেন বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে
চলত, তারপর খোলাপাশে তো যোগ দিতই না, বরং প্রায়ই
শাপন করত। বেলায় পলী ছিল কাকার ফেলোবেরা,
আর তার হু বন্ধনের ছোট আলোকবহি। মণির মনে
কগড়াও লেগে থাকত, এবং সে বন্ধ বলে বিধির বহুনিচী
প্রায় সর্বদা তারই উপর পড়ত।

আর ছিল বাড়ির বাইরের অগতী। তার কত টুকরো
বৃত্তি এমনও অসান হয়েছিল বলে!.....

ঐকু পণ্ডিত মধ্য কত বিস্ময়। কে যেন একদিন তাকে
বলেছিল প্রাণের হৃদয় নীমা ছাড়িয়ে একটু গেলে আছে
পদার বেত, এমন মিষ্টি পদা নাকি আর হয় না, ছুঁ
করে খেতে আরও মিষ্টি—বলী লোক জন নেই কাজাকাছি।
পরবের ছুটির মধ্যে একদিন সকালে পড়াশুনা শেষে সে
বেড়াতে বেড়াতে চলে এল। তখন বেলা বেড়েছে, কচি
পদার বেতের পাশে সন্ধ্যা মল্লত হয়ে চকচক করছে,

দূর পর্যন্ত নির্জন। পদার সন্ধ্যা কোকানো পা পদ,
স্তিতহতা হদাশো, ঠাণ্ডা। হ একটি খেয়ে আল হয়ে সে
এদিয়ে চলল, হঠাৎ পৌঁছাল এসে আর একটু বাড়ি। তার
দাঁতখান দিয়ে কোণাচুপি পায়ে চলার পথ চলে গিয়েছে,
আর আর চার পাশেই পাতা-বন ঘনমূল্য গাছ।
এই বাড়ির কথা কেউ কোনও দিন বলেনি তাকে।
এখানে এসে কেমন যেন বিষম হয়ে সে বেছে পেল,
বলম গাছের তলার। দাঁত উপর এক অবিদ্যায় সূত
তখনকার আওরাস, আবেশ মস্তার চার পাশে পোকার
গুরন, ঐয় হুগুরের হুতী প্রকাশ পেয়েছে ঐখানে। তত
হাতাস হাতে হাতে এখানেবেলা খেলেছে তার খোলা পা
বিঃ।

কোথায় ছিল এত দিন এই বাড়ি! এ যেন সব কিছু
বাইরে একলা আছে আপন মনে, নিজের পরিচিত পণ্ডিত
মধ্যে অবজ্ঞাত থেকেই খুঁচী। ঐয় দিন ছাড়াও এখানে
হলুতা নির্জন প্রাণ কাটে, অনেককণ পর পর কোনও
একলা পণ্ডিত হলুতা হাতাটুকু গেরিয়ে যায়, পাড়া-বেড়ানে।
ফেলোবের কোঁকরও এড়াতে পেরেছে এই বাড়ি। এখানে
বিনের শেষে হুগুরিয়ে লজা মাশে, একটুও পাতা নড়ে না,
গাছের নিচে অতীতের লগে ঘন হয়ে, বাড়ির পায়ে তখনও
কিছু আলো—কেউ বেশে না সে সূত।

এই পোশাক বাড়ির কথা সে কাউকে বলে নি, নিজের
আলো নি ঘন তখন। অনেক দিন পর পর একলা এসে
চুপ করে বসে থেকেছে। মনে মনে দাঁত বিয়েছে
নিরিবিদ্যায় বাড়ি। একদিন বিকাশে বসন কাঁধেপাখির
যে ঘনিয়ে উঠেছে তখন বোড়ে এসে বসেছিল পাড়তলায়,
গাছের মাথা গেরিয়ে কানো আকাপটুকুর দিকে চেয়ে
থাকতে থাকতে হঠাৎ কাটা দিয়ে উঠেছিল গায়ে।...

বাড়ির উপর দিকে চোরাচাঁটার ছাওয়া এক নির্জন কোঠা

মাঠের দ্বার পেরে লক্ষ্মনে হিমাল ইত্যাদি গাভের ঘন সারি, তার ওপরে একটা বাঁহ বন, সর্বা গাভের ছায়া চাকা, তাও পেরিয়ে ছোটখাটো একতলা এক বাড়ি। বাড়িটি গ্রামের এক অন্তিম কোণে, বড় কেউ একটা আসে না এত দূর, তা ছাড়া আশপাশের ঘন গাছপালাও তাকে এক বিচ্ছিন্নতার ভাব দিয়েছে। উপরন্তু বরষাবারের রকমও বেশ আশাশা, শামনের দিকে লম্বা এক কাশি বন্যার পর বাড়ির সবটা জুড়ে, তার এক বিকে পুরনো কালের ইলিচেয়ার, গোল মার্বেলের টেবিল, বেওরালে বড় করে ঝাঁপানো পূর্ব-পুস্তকের ছবি, বইয়ের আলমারি, তাতে মার্বেল কাগজে ঝাঁপানো বই। বাড়ির নাম বাতোগা বাড়ি, কর্তা ছিলেন বাতোগা, এখন বাগলা ডিটেকটিভ নরেল পড়েন আর বাগান করেন। বাগানেই তার বেশী বেশা, লুচি পরে খাশি গায়ে সর্বা। তুল গাভের পরিচর্যা যাত, হুণে সিগার। পারের লম্বা কালো, কিন্তু হীর্ষ মুগ্ধিত য়ে। বিকেলের দিকে রোহ পড়বার আগে পর্বন্ত ইলিচেয়ারে শুয়ে বই পড়েন, হুণে পড়পড়ার মল।

বাড়িতে শুঁ তাঁর স্ত্রী, ভেলপুণে নেই। বাড়িটা জুড়ে সর্বা শান্ত, শুদ্ধ ভাব। কোমারি কল্যা নানা রকম বিশেষী সুল শান্ত, কাঠের পেট ইত্যাদি মিলে বাগানটাতে কেমন এক বিদেশী ভাব। এই সব কিছুই তাঁনে অবশ্য পেলে সে দ্বারে দ্বারে নুনো বাঠ পেরিয়ে দ্বার ভিত্তিয়ে এ বাড়িতে ঢলে আসে—নকাল বেলা পড়াতেনো দেরে বেলা এগারোটা নাগার হুতো, অতুল কাকা বাগানে কাগ করতে করতে গর করেন, তার গায়ে সর্বা। তাবাকের পত, বিদেশী সুলকে দ্বিরে একলা এক চোখা হুতো কেবলই ভনভন করে।

মনে পড়ে একদিন বিকেলে নির্জন বন্যার পর মার্বেলের টেবিলে আধ-পড়া একটা বই উন্মুক্ত করা ছিল। তুলে বেঞ্চলে বইয়ের নাম 'নীলবননা প্রবন্ধী', আত্রে আত্রে পাতা উলটে ছবিগুলি বেঞ্চলে, প্রবন্ধ ছবিতো বেশ বড়

এক বাগানের চশা, তাতে একলা এক ঘেরে আর পাথরের তৈরি অর্ধনিম্ন এক নারীমূর্তি। মেয়েটির হাঁচল গ্রাহ বাড়ি ছুঁয়েছে, অগুট হাতের আঁকা ছবিতো কেমন এক অব্যবহা অগতের ভাব। অনেকক্ষণ সে চেয়ে চাইল সে বিকে।

গ্রামের অন্ত পারের তেরাতার দিকে হুঁড়া বটের নিচে একলা এক মিল্লির বোকান। মলগোমার একটু ঘোঁরাটে হু, বেতের ঘোঁরা ঘোঁরা পদ্ধ। তিনের বরের দামনে থেকে পাতা, দোক ঘসে ঘসে চকচক করছে তার গা। বটের ছাঁড়িটা প্রকাণ্ড, শক্ত শিকড় দ্বারি উপরে দ্বাখা তুলে আছে অনেক দূর পর্যন্ত, আশেপাশে আধপড়া বট কলের ছকাছড়ি। প্রকাণ্ড পাছ, কত রকম পাখির বাশা, ঘন ছায়া। চপুহ বেলা কেউ বড় একটা থাকে না, বোকানের তিতর বিকটা ছায়ায় আছকার। তিনুগায়ের শবিক ঘসে হু বও ছিরিয়ে নেয়, বরষার মলে চুটো কখা বলে, কখা ছুরিয়ে গেলে বাড়িঘের একঘেরে ভনভন হুয় গেলে আনন্দনে, তারপর আবার হোকুরে দ্বাখা নিচু করে হাঁটতে আরম্ভ করে।

লক্ষ্যার দিকে গ্রামের লোকে নবীর দ্বারে বেড়াতে যায় এই বোকানের পাশ কাটরে। হু পুরদা করে মলগোমা, পুরদা অঘাতে পরিমলে মেলেদা দ্বাখে দ্বাখে থেকেতে বসে পড়ে, বৈঠক করে মলগোমা দ্বার শালপাতার করে। তাবের দ্বাখে কবাচিং সেও থাকে। কিন্তু এই বট, এই বোকানের কখা তাবলে তার ঐ প্রপূহ বেলায় ছবিটিই মনে পড়ে।...

আর একটু বোকানের ছবি লক্ষ্য বেলায় সবে জড়িত। দ্বাখারের দ্বাখে হ পাশে নানা। আত্রে দ্বাখুদী বোকানের দ্বাখানে চুঠাং এক দ্বাখুদী বোকান। দ্বাখে কাঠের আলমারিতে দ্বাখানো কত রকম তৈরী দ্বাখ—শিশিতে, দ্বাখে তরা; ঘেরেঘের দ্বাখার তেল, বেঞ্চলিন দ্বা, হতিন

কিন্তু তুল্য বাদগত, আরও কত কি। কাপড়ের বাস্তব
পারে ভাল নীল বস্ত্র আঁকা আঁকার দিল্লীর ছবি—
রাখা কক্ষ, নতুন বোঁ ইত্যাদি। পানেরই হুঁসির বোতাল,
চাল তাল মাঝে মাঝে, দুধের কালি গা, ধাঁড় উপরে
কাপড় তোলা, দুধের আলোর কাগজ বোতলে কেতোর
তেল তেল বিচ্ছেদ হয়তো। আর এই বোতালীর দল
আম, ক্রাস এইট পর্বত পড়ছে গ্রামের ইত্থল, ছিটের পাট
পরে থাকে, কাপড়ের কাঁকে কাঁকে বড়ির বাহুর বই পড়ে।

সত্যের সময়ে বোতালীর দামনে পেটোঘাড় বাতি কোলে,
তার নীচে উজ্জল আলোর শিশি কোটা লব ককরক
করে, এ শব্দ দিয়ে বেতে বেতে ও বড় শিকড়ের বেবে সে।
সব চেয়ে ভাল লাসে বদন সে নিজেই কিনতে আসে
কিছু—মাকির পড়বার ঘোষণাটি হয়তো, তার দ্বারা
কাপড়ের বাস্তব পাবে সমাজের ছবি আঁকা, গল্পের
মাপার নক আঁকা: চাপ।

বট পাচ আর বাজারের মাকানি সড়কের ধারেই ছোট
একখানি বড় অটল বাহুর বইয়ের বোতাল। অটল বাহু
গ্রামের ইত্থল পড়ান, সকালে বিকালে ও বট। করে
বোতাল বোলেস, আসে একবার নৌকা করে নদীর ওপারে
সবের বান বই কিনতে। সবই গ্রাম পাঠ বই আর
দান-বই, ককির বেগমের পাসে পাসে নকশে
আলমারিতে সাধনো। তবু এ বেন এক ভিন্ন মনত,
অনেক নতুন সভ্যতার ইঙ্গিত এখানে। বাজে কাপড়ে
বিশি, ছাপা নতুন বইগুলো: হাতড়াতে বেশ লাসে।
আলমারি বাদিত। ককি দিয়ে তুলে ধরা, আলমারি বরকি-
কাটা ককি বদানো, তার কাঁক দিয়ে চোখে পড়ে বাংলার
কলে ককির পান। এরই উপরে বুঁটি দিয়ে বদানো অটল
বাহুর বইয়ের বোতাল।

একদা সেলে অটল বাহু তার গলে আঁগে নানা রকম
বইয়ের গল্প করেন, লসে বা বেবে এসেছেন। ভাল

কাপড়ে চাপা চবিতলা বই কত রকম বিধে। ইত্থলের
আইকেব লসে তার কিছু কিছু তিনি নিজেও কিনে
আনেন।

যাঠের দিন বিক বিধে তাবের ইত্থল, বাটর বেবে, ককির
বেগল, উনের ছাত। চার পাচ বাইল লসে ছাতাও
আসে পড়তে, আরও লসে ছেলো থাকে হসটেলে।
কত রকম হাটর বদাই—কারও বদো নতি (বেবন অটল
বাহুর) কারও তালাক, কেউ লসে কেউ লসে, কেউ লাসে
লসে কিসেবন কেউ লসেও লসে লসেন।

তরুণ শিক্ষক অটল বাহু এলেন কোথা থেকে বেন, বেত-
হাটর ছাতা একবার তিনিই বি-এ পাশ। অটল বাহু
উঠে পড়ে এক লাইব্রেরি খানালেন, অতিক্রম বইয়ে চেয়ে
চিন্তে বোলাড় করা। তার মধ্যে ছিল বুক অব লসেব,
লসে পেলেই লাইব্রেরিতে গিরে তার বওতদির পাঠা
ওলটাক, কিছু পড়ত, কিছু ছবি বেবত। বাইরে বে এক
প্রকাণ্ড, আর্দ্র গুণিবী আঁছে তার গ্রন্থ ইশারা পেয়েছিল
ঐ বইতে।

বাকিতে পড়তে আসতেন এই ইত্থলেরই যেনতী বাহু।
কাকের বড় ছেলে নিতুবা আর সে পড়ত, পরে লপিও
এসে জুটেছিল। যেনতী বাহুর চোখাটো শিখারী মত,
নিতুবা বদত তিনি আসে থিয়েটারে শিখারী পাঠ
করতেন। কে জানে বানিয়ে বলত কিনা। যেনতী বাহু
বেগী কথা বলতেন না, কিন্তু কল করলে থাকে থাকে এমন
থাকা লসে কথা শোনাতেন বে চোখে জল এসে যেত।
হাসে আটটি টাকার লসে আসতেন অল্প গ্রাম থেকে, বট।
হই পড়িয়ে কিরে যেতেন, তারপর দান পাওয়া লসে
আবার ছুতেন ইত্থলে।

গ্রামেও এক লাইব্রেরি খোলা হল, বড়াকির নিচের তলায়
এক অব্যবহৃত অটলকার ঘরে। এখানের গ্রাম লব জিকে

করা বই, অবিকশণই নাটক নভেল, বাপে এক আনা দু আনা টাকা। তাপের নিষেধের বাড়িতেও দু আলুবারি ঠাণ্ডা বই ছিল। ছিল বাবার আশ্রয়ের বাবানো দাসিক পত্র, এমন বেশে বোধ হয় তারও তার নামও মনে নেই। ছোটবেলা বইও কম ছিল না, সে সময়েও বাপ এখন পোনা বার না, অথচ তখন বার বার পড়ে আশ দিচ্ছিলেন। 'আশ্বিনী বীণ', 'পুঁ ডাকাতের পত্র', আরও তত কি! এত বিশেষ দিকের পোকার সব নিশ্চিন্ত করে বিরোধে। গ্রামের দাক্ষ্যানে মাঠের মাঠে যে বুড়ো বহুল গাছ, তার নিচে ঘর তৈরি করে ঘেরেঘের ইতুল তৈরি হল, ও জন ঘোটে দাঁড়ায়। কর্তৃত্ব কেউ কেউ এখানে আশ্রিত করেছিলেন, কিন্তু ক্রমে তাঁদের বাড়ির বেড়াও তরুণি হল। যদি যেত বই সেট নিজে, প্রথমটা তার ভয় ছিল খুব, কিন্তু পরে বাড়ি দিয়ে তার ইতুলের গল্প আর শেখ হয় না।

তাদের ইতুলের লাগামাশি হস্টেল, তাতে লম্বা লাইনে একের পর এক ঘর, গাথোঁ গাথোঁ সড় বাহালা এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত। এক পাশে সড়ক, অপর দিকে পুকুর। হস্টেলে দুই গ্রামের ছাত্রীরা ছাত্রীও থাকেন দাঁড়ায় মশাইরা কেউ কেউ। এক বিবাহের দুপুর বেলা সে বিরোধিতা এক নম্রাঙ্গীর ঘরে, বহুল চকিতে পাশাপাশি করে বসে বসে পর করেছে দু জন। চাটাইর বেড়ার ও পাশ থেকে দাঁড়ানো বাঘের নাক ডাকা পোনা সিরেঙ্ক কখনও কখনও, তা ছাত্রীরা বসে নিত। জিনের চলে তেতে উঠেছে, কিন্তু দাঁড়ায় থেকে ঠাণ্ডা। বয়ের অত চকিত। থালি, পোশাকের ছাত্রী এক বিশেষ ছুটিতে বিসের গ্রামে বেড়াতে গিয়েছে। চকির মাঝার কাছে ছোট নড়বড়ে টেবিলে বইগুলি গা ঠোকাঠোকা করে রাখা। পছন্দের পর

এখানে তেলের বাতি মেলে এরা পড়ে, যেভাবে কিংবদন্তি সময়ে ছাত্রের থেকে মাকে মাকে কানি আনবার মধ্য দিয়ে চোখে পড়েছে অনেকখানি ছাত্রের বেরা সেই ছুটি—কখনও বসে বসে হয়েছে এক ছাত্র অপরটির ছবি, বসন্তে ইচ্ছা হয়েছে ভিতরটা। সে দিন বিবাহের সে তেতে বহুল, কিন্তু ঐ দুপুরের পরটা আবার অত রকম। বেশ লাগল।

মনিং ইতুল। শিশির-তেমা তত তাহে ঐ ডিরশ্রিত পথটুকু চলতে চলতে সব কিছুই চেছারা নতুন ঠেকত নতুন ছাত্রীরা চোখে। এখানে ওখানে গল্প নতুন-কোটা। কুশল, বুড়ো বহুল গাছটার ওলা কুশল আছন্ন। চলতে চলতে হুইরের পোনাশি আলো: পড়ো গাছে বেহালা। বাহাল দুই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। ইতুলের মাঠে বুড়ো বাহাল গাছ, তার একাও লাগ পাটা করে পড়ে নিচে, পোনা বিকটার পুকুরের হল টলটল করে সত্যলের আলোর ইতুলে শৌছে তখনও কয়েক মিনিট সময় হাতে, ক্রমে বই খাতা দিয়ে লিখা বেধে সে বাইরে আসে, বেলা বাহালা। যেখানে মাঠে নেমে এসেছে সেই ঢালু কাছার কাঠের মাঝে যেখানে বিরোধে বহুল সময়ে গর করে দু জনে বসতকম না মন্টা বামে উচ করে।

মনিং ইতুলের বসন্ত ছোট, তাড়াতাড়ি কাটে বেলা। ছুটির পরে কোমর সময়ে হুই তেতে ওঠে, তখনকার চেছারা অত রকম তোর থেলার থেকে, তাও ভাল লাগে। ভাল লাগে তাবতে সাহসে সাহা বিন ছুটি। বাড়ি ফিরেও কিছু সময় হাতে থাকে মানের আসে, বই পর ঘরে ফেলে আবার ঘেরিয়ে পড়া মাঠে মাঠে। বাড়ির পিছনে পাশে, পুকুর পাড়ে, ও বাড়ির মাঠের মাঝে কত রকম সাহা—আশ আশ দাঁড়ায়। নয়তো ছোট শিগখানা হাতে নিয়ে ছুটি মাঠে, চককে অপর দিকে একচোখে চেয়ে থাকে, মাঠে বাঘ না গেলে পাড় করে ঘুরে বেড়ানো কোমর বাঘ

আছে তার বোঁকে। তার পর ডাকতে ডাকতে অপত্তা ছিন্ন কুপে পুঙ্কুরে জলেই মান যায়।

তাত খেয়ে বোতলার ঘরে বাটের উপর বই নিয়ে বসে, টাস্ক করে বাথা। তার পর পুরনো কোমর গায়ে বই, অথবা পাগা করে পড়। দাঁড়ি পিত্তলাখা, অথবা কুন্দলা রক্তন রায় বা বোম্বাই মাখ সরকারের কোমর বই। জানলার বাইরে আদ্য কাঠালের গাছের নিচে উল্ল বন ছায়া, মেঝেতে পাটি পেতে বা দূত, গোটানো। বিছানার মাথা বেখে শুয়ে সে পড়ে পড়ের বই, যদি আর বিধি হয়তো। এ বাড়ি ও বাড়ি সিন্ধের গল্প করতে।

মনিব ইকুলের দিন অল্প রকম—রোজ সকালের বদলবে চেহারাটা তো ভাল লাগেই, তা ছাড়া হাতে কত সময় মাদ খরবার, বই পড়বার। মালের প্রথম বিকে ডাক শিরনের পথ চেয়ে থাকত সে আর যদি, পিত্তলাখী এসে আগে হ'লে এক সঙ্গে হবিগণি বেখত, তারপর কাঁকাঝি পড়ে যেত কে আগে পড়বে তা নিয়ে।

আর একটা পুঙ্কুর ছিল ভিতরের বিকে। আসল বাড়ির দু পা দুয়ে তাগের আদ্য বা মায়ের ও বাবার ঘর, তার শিল্পে চারদিকে অলী পাছে থেবা পুঙ্কুর। এখানে কেয়েরা আসে বাসন মাকতে, কাপড় কাতে। জলের রটা কেনন বেন কালো, একটু ভর ভর করে, মনে হয় ভিতরে আছে অমান্য অনেক কিছু। পাছগুলিতে বেয়ে ওঠে গোলাপ, তিল মারলেও লম্বে নড়তে চার না, মাঝে মাঝে বড়ান করে কলে পড়ে, আবার আত আত উঠে চুপ করে বসে থাকে।

এই পুঙ্কুরের মাছও অল্প রকম। কৈ, বগলে, শিং এই সবই কৌণী ওঠে ছিপে। বাইরের পুঙ্কুরে তাগের টোপে জঠে পুঁটি, এখানে কেঁচো ঘাবড়ান করতে হয়। আর এক

রকম মাছ ওঠে, মাটিতে পড়লেই তার পেটটা ফুলে পোল হয়ে যায়, যা ঘের কাটালে বেশ জোর লক হয়।

এখানকার বাড়ি বসবার জায়গা নেই, শুধু ইট দিয়ে বাধানো সিঁড়ির গায়ে শিমনট ও লাগানো হয় নি। তরা বর্ষায় লম্বা হয়ে নেওকা খাল বিন পেছিয়ে পোকা এই বাড়ি এসে দাঁড়ায়, টাংক আর সতরজি অকানো বিছানা নিয়ে বাড়ী নাগে গ্রাঘ বাড়ির বরাবর। অল্প সময়ের মাঝারের বাড়ি থেকে এসে গ্রাঘ তিন মাইল পথ হেঁটে আসতে হয়।

এই পুঙ্কুরে তারা মানও করেছে মাঝে মাঝে, যেমন বাইরের পুঙ্কুরে বখন জাল দিয়ে মাদ বরা হত। জেলেয়া এ পার ও পার আল টানত, পাড়ার চেয়ে-মেয়েরা এসে কীড় করে দাঁড়াতে, বড়তা তবারক করতেন। পুঙ্কুরের পাশে এই মাঠে নানা মাছের হাশি যোগে চিকচিক করত—কই, কাতলা, মুগেল, চিতাল, আরও কত কি। মাঝে মাঝে কচ্ছপও উঠত, তাগের চিত করে দেখা হত। থরা হয়ে গেলে মাছ ভাগ হত গরিকরের মধ্যে।

ভজাখ জোকেরা পদো দিয়ে বা কীব পেতেও মাছ হরত। লাঠির মাথার অনেকগুলি জোয়ার পেদ যদিই তৈরি হত আর এক অল্প, তাই ধুঁকে বরা হত শোল সাহ। বোয়াল হরতে সান্তির বেলা ভানিয়ে বেওয়া হত কলা গাছের শুড়ি, প্রকাও বড়শি খোলানো তার গায়ে, লকালে উঠে তারা বোঁড়ে নিতে বেখত শুড়ীটা দ্বি হর আদ্যে না নড়াচড়া করত।

এই বাইরের পুঙ্কুরটা অনেক খোলানো, লব্বা রোব ভালছে লক, এক পাড়ে শুধু লম্বা গাছের সাহি। এখানে মান করতে অনেক মদা। এ পার ও পার দাঁড়ায়, চিত সঁতারি, কুব দাঁড়ায়। অল কম থাকলে কখনও কখনও তারা পা দিয়ে মাছের খাল হুঁকে বেড়াতে, কাবার মধ্যে গোল করা গর্ত, লক মদন তার পা, গাছের তলা দিয়ে

পিছনে বেগিরে যেত ঘাই। ওড়াঘরা কিন্তু পা বিহে চোপে
ঘাই যথেষ্ট।

কখনও সৌক লাপত খাড়ে, শাবুকের খোপার পা কাটত,
তবু বান করে আশ মিটত না। মাঝে মাঝে অল্প পুস্তকেরও
তারা পিরেছে, গাঁতারের বেশ বিবেছে। জেতাকট
পুস্তকেরই বেশ এক এক বকম চরিত্র।

একবার বল বেগে তারা কিলে বান করত গিরেছিল
বেশ বানিকটা হুয়ে। আগে যে সব আয়গা মাঠ বেগেছে
তখন বর্ষার তা ভরে গিরেছে, শুণু এখানে এখানে দাপা
কুলে আছে এক চিলতে জমি, তবুই পান্য এসে ঠেকেছে
তার গিরে। সে সব এড়িয়ে একে বেঁকে যে বিকে ইচ্ছে
সাঁতার কাটা, মাঝে মাঝে ঝাড়িয়ে বিশ্রাম—অল গভীর
নদ, বহিও অনেক দূর পর্বত তার বিদ্যুতি। বেশ
লেগেছিল এই মুক্তির পান, চিরনির্ভিত পুস্তকের গতির
ঘাইরে।

যেহ হয় নদীর কলই কুল ছাপিয়ে এগেছিল এত দূর।
একবার নদীর পদ ধরে নৌকা করে মারের সঙ্গে গিরেছিল
দান্য বাকি কাছাকাছি এক শহরে। কিন্তু সমস্ত পথটা
ই জনে করে কাটাশ, এত বাপা বৃষ্টিশ, শাবিরের ডাঙারের
পড়ে বসি আদছিল তার।

গ্রামের উত্তর গ্রামে যে সড়ক চলে গিরেছে বালের
পান ধরে তা বিহে ডান বিকে আশ মাইলটাক হাটসে নদী।
নদীর প্রাণ পাড়েই বাজার, তাও ছাড়িয়ে গেলে জনে বড়
বড় খেঁট, চিনের গুণাবের হুশাহুশি। গুণাবের ভিতরটা
অন্ধকার, বড় বড় পাটের গাঁটে ভর্তি, কেমন একটা সন্ত
পর্বত। পড়ার পর গ্রামের লোক কখনও খেঁটেতে বলে
নদীর হাওয়া পান, কখনও জলের পান ধরে খেঁটে বার
অনেক দূর।

জুতো দিকে সড়ক চলে গিরেছে দেই হুতো বটের নিচে
তার '১১—৩

খিটির বোকানের পান বিহে দূর দূরান্তরে গ্রামের বিকে।
এই বিকটার পণিকের ভীত কণ, মাঝে মাঝে বালের
সাঁকো নদতো তক্তার পোল, ও পায়ে খেত নদতো মাঠ,
তার মাঝে বিহে সড়ক পল চলে গিরেছে।

সন্ধ্যার পরে ডান দূরে নদীর বিকেই বেড়াতে বার
অধিকাংশ লোকে। কিন্তু কারও কারও বহতো কোনও
বিন ভাল লাগে এই অপেক্ষাকৃত নির্ভর বিকটা। এরা
গ্রামই গ্রাম পোদটার উপরে এসে বলে, কবাজি হু
একজন আরও বানিকটা এগিয়ে গিরে বহতো একেবারে
একলা বলে দ্বিটর পোলে।

এক বিন সে একলা এগেছিল এখানে। তখন পুণ্যের
সহর, নান্দ গোপদালে বিন হাত কান কালাপান্য, এত দূর
এসে তবে ঢাকের বায় অনেকটা ময়ম বদ। কাটের
রেলিঙে বেলায় বিহে ঝাড়িয়ে থাকতে থাকতে ঘনে বল
হঠাৎ যেন অল্প এক অগতে এসে পড়েছে। নির্ভর বিক
বিগড়, দূরে দূরে খোলা মাঠ বা খেত ছেয়ে জোয়াং
পড়েছে, নিঃশব্দে গ্রাম থেকে আসা মিকি মিকি দান্যবান
নদ সবে শোনা বার মাত্র। বালের অল্প পাড়ে কিছু দূরে
অপ্পট এক পুস্ত, বাগানো মাঠ, মাটের হু পাশে বসবার
আয়গা; আরও দূর খোতলা বাগান বাড়ি। সব নির্ভর,
নিশ্চয়, টাকের আলোর বসণম করছে।

ঘনে পড়ে ভিন্ন গ্রামের এই বাড়ির কথাই কে যেন এক বিন
বলেছিল। এক বহিষ্ক পরিবারের বাড়ি, হঠাৎ এক বছর
কলেয়ার প্রাণ সব মরে করে গেল, বাকি বাকি ছিল তারা
পালান বেশ ছেড়ে। এখনি উৎসবের দিনে এক দমরে
এখানে বত আলো জলেছে, কত বাগান। বেগেছে... এখনি
সন্ধ্যার সেরেয়া, বৌরা, মাতি নাটনিরা। হুতো ঐ বাটে
জতো করে কত আনন্দ করেছে... আশ সব অন্ধকার, শুণু
সেফালের তত বদ্য বিহে বকেছে সব কিছু। যিনের
আলোয় কখনও সে বেগেনি এই বাড়ি, হঠাৎ যেন হল

বিনের বেলা হঠাৎ সন্ধ্যা হয়ে গিয়ে। একলা একলা কেমন যেন তর তর করতে লাগল, শোল থেকে দড়কে নেমে সে বাড়ির দিকে পা চালাল।

গ্রামের কোণে নিজেদের বাড়ি কিয়দাম বে ঠুতটুকু পড়ার পর তাতে চলতে এতটুকু তর তর করত। প্রথমে তখন থেকে ছোট্ট একটু মাঠের ওপারে পড়িদের বাড়ির সন্ধ্যা, আশ পাছের নিচে দারি দারি করে কটি ধানো সন্ধ্যা। সেটুকু পার হলে কটির বেড়ার ওপারে যেন কাকার মঠ ও আশ্রম, উলটে। দিকে কখন। সন্ধ্যা হতে না হতেই গাছপাশার নিচে পথটা অন্ধকার হয়ে আসে, তাড়াতাড়ি পার হয়ে এসে কোড়া পুকুরের দারদানে সন্ধ্যা রাতটার পা বিয়ে নিশিত।

হঠেন কাকার দীর্ঘ পৌরস্ব হুঁত, কালো বাড়ি, মাথার জট। হাতে হাতে আশ্রমের হরদা বন্ধ করে মাথার ওপরে চেলাখের নিচে কি সন্ধ্যা তর তর করতেন, তাতে নাশি দর আরও কি সন্ধ্যা হরকার হত। চোখ সর্বদা লাগ, থেকে দলে গালা খেয়ে।

আবার এ দিকে আশ্রম বন্ধ করে যখন বাড়ি যেতেন তখন তিনি সম্পূর্ণ সন্ধ্যা, তাৎপর্য সঙ্গে আর যখন জানের হঠই ঘাবড়ার করতেন। বন্ধ হলে কটক চমককার কীর্তন গাইত, প্রাইই গাইতে গাইতে তকির মেধার অজান হয়ে যেত। সন্ধ্যার পর হাতে হাতে কীর্তনের আসর বসত, আশ্রমের শায়েন ছোট্ট মাঠে, দুই পুকুর পেরিয়ে তার স্রব ভেদে আদত এই ঘাটে।

ছুটির দিনে প্রথম বেলাটা গল্পের বই পড়ে কাটে। আনন্দার বাইরে আশ কাঠালের খাগানের মাথার অনেক উঁচুতে ছিল জেকো দার, সন্ধ্যা বাড়ি বন্ধ। বেলা একটু পড়লে একতমার বোতলার মুকোচুরি খেলা, কিন্তুশি শেষে কথাবার্তা, হাতে বড়। খেয়ে না দার।

এর মধ্যে এক দিন একটুখানি নতুন এর। নিতুয়ার

সংগঠী দুই গ্রামের একটি ফেল তার নিজের নৌকা করে তাৎপর্য বাড়িতে নিয়ে গেল, সন্ধ্যা আসে আবার পৌঁছে দিল। সন্ধ্যাটা আসল নয়, মাংসটাই সংজ্ঞার বেশি ছাপ রেখেছে তার মনে। অজানা অজানা পালের পর হয়ে কত নতুন নতুন জাওয়া বেখতে বেখতে অনেককণ হয়ে যাওয়া। নিজেদের গ্রাম বা অজানা পরিচিত গ্রামের দূশোর থেকে সন্ধ্যা আসা, হাশি মনে হয় শায়েনের ঝিকটার পরে কি দেখে কে জানে! নিতুয়ার বন্ধ নিজেই নৌকা চালাচ্ছে, কখনও বৈঠা কখনও লগি দিতে, ছাউনির নিচে ছায়ায় বসে বেখতে, শুনেছে তার। সন্ধ্যা পালের মধ্যে এই আকাংক্ষা অলমাত্রা তাৎপর্য পরিচিত অলমাত্রা পাছ হঠাৎ নিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। কোথাও যন যন পানের যোরা ককির বেড়া নিয়ে বেলা ভিতরটা অন্ধকার, হাতে হাতে শুধু সন্ধ্যা আলোর রেখা।

ওদের ছোট্ট গ্রামে পানের কাছাকাছি ওরা বসিছু পরিবার। তাও হাটির ঘর, ভিতরে ঠাণ্ডা অন্ধকার, আশ-কাটা জানলা, বেলায়ে বেখবেদীর পট। থেকেটা দল, চকচক করছে, তাই নিশি দিয়ে যেতে দিল। কি খেয়েছিল মনে নেই, মনে আছে শুধু পরিচিত অলমাত্রার আড়ালে এই অলম অলমাত্রা, এই সন্ধ্যা দূত্র বা এর পরে আর কখনও বেখে নি।

রবিবারে রবিবারে এক গ্রামের দোকান আর এক গ্রামে দার খেলতে—পরষের সময় হুঁতল, উত্তের দিনে ক্রিকেট। কখনও কাছে কখনও দূরে খেলা পড়ে, কিন্তু বল বেঁধে হৈ হৈ করে যেতে যেতে ক্রোশের পর ক্রোশ বেটে দার। গ্রামের দিনে মধ্যে কঠি হর অলমাত্রা, সন্ধ্যায়ে সন্ধ্যা খুব কখন, সে যেখান থেকে পালে ছুরি করে আসে। সন্ধ্যা হানে পৌঁছে সন্ধ্যা তাৎপর্য খেয়ে বিশ্রাম করে খেলা আরম্ভ। টিমের সঙ্গে বল বেঁধে এনেছে সর্বক ও উৎসাহবাতা, তাৎপর্য ও উত্তেজনার অলমাত্রা নেই। খেলা শেষ হলে বিশ্রামের

পর আশার নিঃসর গ্রাসের বিকর হুসনা, হার জিতের চুলচেরা আদোচনা তরতে করত। তখন নছা বকে, বিনের তাগ কমে বাকে, আকাশের নীল অন্ধকারে তাগা কুটরে। হুঃর আশাও মলে কিংবদন্তি বৈশ ত্রাভ ধর—সক সড়ক করে যা হাতা সংকল্প কবতে বহুতর যশে আশের পথে একের পর এক চলে করেকট লোক, তথা বার্তা অনেক কমে এসেছে, অন্ধকারের মধ্যে কেউ মাতে মাতে উঠ জালে, নির্জন পথে অনেককণ শব্দে পরে বেধা যায় প্র এক জন উল্টো বিকর পথিক।

২ খোলাফার মধ্যে সে বরাবরই যেমানান, তবু বলে পড়ে অনেক বার গিয়েছে এই সব খোলাফ। ভাল লেগেছে তিনবারের বৈচিত্র্য, পথে যাতে আঁকেবাকে প্রতি গ্রামের নিকশ চরিত্র হুঃ করছে। তা হাতা নছার অন্ধকারে বন এ সব ঢেক গিয়েছে তখন ঐ নির্জন হুঃ পথে বাড়ি ফেরার মধ্যে কেবন এক জঘনিষ্ঠ নতুন অভিজ্ঞতার যোঝাক।

তখন তারা বরা। বনে আছে তার সুযোগ নিয়ে তারা কোথা থেকে বনে খোলাশে করে খাল পথে নৌকা করে বাড়ি ফিরেছিল। অনেককণ আর করে কেব বেতেও কখন যে সে হুঃ নিয়ে গড়েছিল খোলাশ নেই। হঠাৎ বেগে বেগে নদিনী বাহুর কোলে তার মাথা। নদিনী বাহু তারের ইহুঃর হাট্টার, খুব নরম একুতির লোক—তবু হাট্টার হশাইর কোলে মাথা! তাকাতাড়ি উঠে সেল সে, কিন্তু তিনি উঠে ছিলেন না।

নৌকা করে তারা বরাবর দিনে তারা ইহুঃল গিয়েছে। তখনো দিনে ইহুঃল বাবার হুঃটা পথ—ছোট হাতা ও বড় হাতা। প্রথমটা বেশ উঁচু নিচু, কক, বাকের বাকের গ্রাঃ বন কবলের মধ্য দিয়ে পথ করে বেতে হয়, সঙ্গে কেউ না থাকলে কোথাও কোথাও গ্রাঃ গা ছয়ছয় করে। বড় হাতা দমত

গ্রাঃর হুঃ জিঃর গিঃ বাটের লড়কে পড়ছে, তাতে দমর বেনী লাপে। বরাবর আশেই কেউ হাতা বেশ গিরল হঃ উঠে, আঃগার আঃগার হুঃে বাঃ, তখন তা অসল। কিন্তু প্রতি বছরই বিন করেক বড় হাতারও কোথাও কোথাও বেশ মল মনে অবিশ্রাস বাবা বরাবর হলে। তখন ইহুঃল বাবার কক গ্রাঃর ফেলেরা নৌকার বাঃহা করে—হুঃর খাল মাঠের উপর দিয়ে বৈঠা বেয়ে বা লপি ঠেলে বড় নৌকা নিয়ে আসে বাড়িতে বাড়িতে, গ্রাঃ ঘরের হরখাঃ। উইবেষ নিতে বনে চোখে পড়ে খোলাটে আকাশ, চারদিকে ঠেলে মল, কচুরি পানার কলম, তারই মধ্যে হুঃতো হুঃলুপিয়ে বৃষ্টি নামে। আবার ফেরার সময়ও সেই ব্যাপার, মেঘলা আকাশে অতালে নছা নামে। কিন্তু এ ব্রতম বেনী বিন থাকে না, বৃষ্টি একটু ফলেই আবার বড় হাতার চমচল দমঃ হয়।

বেনি তে অনেক দিব হয় বছরে। কোনও কোনও বিন তো বাড়ি থেকে ঘেরোনোই যায় না, কিন্তু কখনও বা ইহুঃল শৌঃে চেপে আসে বৃষ্টি। নছার মত অন্ধকার হয়ে আসে রাসঘর, বেকিগুলি খালি খালি, বেনী কেউ আসে মি। বাঃাঃার বেহিঃে একটু হুঃর ফেলেরা তার করে চেনাই হার না, কঃো আকাশের দিকে চেয়ে বেঃ বন নিঃশব্দ হয়ে ওঠে। জামাঃ কেউ কেউ বঃাঃাঃ তরতে হাত, বনে বনে গ্রাঃর্না বনে আর কেউ না আসে, যে আসে সে কচুরি খায়। ছুটি হুঃে কি হবে না! হুঃে কোনও গতিক বাড়ি ফিরে নাঃা ওপূঃ পয়ের বই পড়া—তাবতেও ভাল লাপে।

কোনও কোনও বিন নাঃা হাঃ অঃোয়ে বৃষ্টি, ঐত ঐত করে, নঃালে উঠে বেঃে বা কাঃা গাঃে দিয়ে দিয়েছেন। বাইরে খোলাটে আকাশ থেকে অবিশ্রাস কলের পঃাঃ বেঃে আসতে, খাললার কাছে বাড়িঃে বাড় বাড়িঃে বেঃা বাঃ পুঃুর হাঃিঃে মল উঠে এসেছে মাঠে। ইহুঃলে

যাবার কথাই ওঠে না। সবাই বিস্টা গ্রাম থেকেই কাটে, শুধু একবার পুকুরে নামবার আগে মাঠে পাখিরে হুটই করে ডেমা।...

বর্ষা কাটতে না কাটতে বর্ষাই পুঙ্খের খুব চেয়ে বলে থাকে। তারপর বাড়িতে বাড়িতে প্রতিমা আসে, বকরা বাসা গরুর গায়ে হারা আসে অল্পত এক ঘানের ছুটিতে, কত রক্তমাখি জিনিস লুপে নিয়ে। তার মধ্যে থাকে বিয়েটারে নাইক, সদায়োহ করে শুক দর সিহান্দাল, ছোট্টা দূর থেকে বেগে অবাচ বিস্তরে। বিয়েটার শেষ হলে ও তিন দিন ভাড়া-করা বাসা। চলে যায় রাত ঘরে। ছোট্টা নামনের লাইনে বলে, উচ্চল হ্যাংক বাড়ি দ্বিরে পোকার তীক্ষ্ণ। চোখে পাড় লাগা করে, তবু চোখ মুখে থাকতে হবে, একটা মুহূর্ত নষ্ট হলে চলবে না। তারপর আবার লম্বাঘাট ঘাঁটতে যায়, দূর পুঙ্খের দর সব খাঁজা করে, যে দর চাকরিতে বা জরাজে দ্বিরে যায়। অনেক সময়ে সে তাই কেমন এদের পদতলি, কেমন জীবন সেখানে! নিতুবা বসন্ত ব্যাটিক পাল করে সে কলকাতার গায়ে; সে নিজে কবে বেগবে ও সব।...

শীত এসে যায়। পুকুরের জল বিনে বিনে করে, বাড়ি আর তেমন হোকবার না। তাইবে তাইবে পুর বেড়াতে অনেক ভাল লাগে। লম্বার পর বেগতে বেগতে ঠাণ্ডা পড়ে, বাড়ির পেতে মোমবাতির আলোর পড়াওনো করতে করতে বর্ষার আত্মতার চোখ খুঁজে চলে আসত। তাকাতাড়ি বাগড়া বাগড়া পেয়ে সেপের নীচে ঢোকা। পৌষ মাঘ আসে পাড়াগারের শীত বাড়ি কাঁপিয়ে বের, গভীর রাত্রে হঠাৎ খুব জেতে পোনে-হুয়ে কুকুর ডাকে, বেগতে বেগতে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

বর্ষার মাকে মাকে জর হত, সেবার পুঙ্খের সময়ে সে বিজানা নিল। জর আর চাড়ে না, বর্ষা একটু করে

তাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে উৎসবের আয়োজন সম্বন্ধে। সে নিজে পুর বেড়ার বাড়ি বাড়ি, কিন্তু বাইরে বেশীদূর ভাল লাগে না, ফিরে এসে ওর বিজানার পালে বলে, নানা গল্প করে। যদি মাকে মাকে চোখ পোলে, কিছু ভাল করে পোনে কিনা খোঁজা যায় না, কোনও প্রশ্নও করে না আর। জর ছাড়ে না কিছুতে, ডাক্তার হোকই আসে, ওহু পড়া বা আর বিধি বিধায়ত্ন ব্যস্ত। একদিন রাত্রে জর খুব বাড়ল, তারের দিকে হঠাৎ তার খুব জেতে সেল মাথের করায়। এর আগে কখনও সে মাথের করায় পোনে নি, কাঁটক ঘরতেও বেগেনি। বর্ষার শীর্ষ খুপানায় দিকে জেতে মাথের দা খেঁবে বগল, শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। বেগা বাড়ল, কচা বেন এসে বর্ষার ছোট্টা হালকা বেগটা কুঁচিয়ে নিয়ে সেল।

পর দিন থেকে বা বর্ষার কাজ হয়ে চললেন আগের মতই, শুধু নিঃশব্দে চোখের জল বরত। বিধির বহুনি একবারে বস হয়ে সেল, প্রায়ই কাছে এসে বলে, লুতো খেলে, আবার করে। বিধিকে আগে সে একটু তরুই করত, এখন একদিন তার কোলে মাথা ভেঁকে কেঁবে ফেলত।

একা একা লাসে। বাড়ির আনাচে কানাচে নানা খেদার, বাইরে কল তোলায়, কল পাড়ার দলী কেউ নেই। যদি জরতে কেঁবে ফেলত, অভিমান করত...তাকে কত ঘরকে, কল হয়ে জেলে দিয়েছে...তবু এখন বৃষ্টি টানটান করে। মাকে মাকে চলে আসে তার বিধিবিধির মাঠে, বলে থাকে গাছতলায়।

ইতুল খুদল, সামনে বাৎসরিক পরীক্ষা। বহুদের সঙ্গে দ্বিমে এবং পড়াওনার বন জর দিকে সেল। তবু মাঝে মাঝে স্বপ্নে বেগে যদি মাকে নি, হুয়ে কোথায় বেন সিহান্দাল, আবার ফিরে এসেছে। জেগে উঠে কল তাতে...কেন এমন হয়? একই ধরনের স্বপ্ন বহু বহু পর্বত সে বেগেছে। কিছু বা ও জরত বড়রা মাঝে মাঝে পরে তো তা হয় নি।

বাই বোক, তখন পতীকার আর বেশী বেশি নেই, একদিন সন্ধ্যা বেলা। সে এমনি ঘাটটার বদে আছে, একটু শীত শীত করছে, আর বারা ছিল সব উঠে চলে গেছে। অত বিন এর আগেই সেও পড়তে চলে যায়। কাছেই কোন্ কোণে শেয়াল ডাকছে, মাথার উপর বিয়ে অঙ্ককার আকাশের মাঝে এক ঝাঁক পাখি নিঃশব্দে উড়ে গেল।

একটু ভয় ভয় করছে। বনে পড়ে নাশা গর। একবার এক টাঘনি হাতে ছোট বাতির শিখা নাকি এমনি ঠাঁয়ের খাটে বসেছিলেন, হঠাৎ তার দিক দিক্ব কালো হয় এম। চেরে বেধেন এক বিছাট কালো পাখি এগিয়ে আসছে, আকাশমোড়া তার পাখা। হন হন শব্দে মাথার উপর বিয়ে তা উড়ে চলে গেল। কাঁপতে কাঁপতে তিনি বাড়ি কিয়ে এলেন, পরে ভিজাশা করে মানসেন আর কেউ বেধে নি যে পাখি। কেউ কিছু তাঁর কথা শুনে হানে নি।

উপেন কাঁকা একদিন বারোশা বাড়ি থেকে কিয়েলেন, আড্ডা দিতে বিড়ে একটু হাত হয়ে গিয়েছে। আবেশ মাথামনে বেলায় মাঠটুকু পায় হুজেন, হঠাৎ বেধেন মাঠের চুই পাশে চুই গাছের মাথায় পা বেধে বিনাশ এক হুঁত। চোখ বন্ধ করে ছুটলেন অত বিকে।

হাঙ্গিন বাড়ির অবিনাশ কাবার গল্পও মগাই লানে। বাজারে এক ছোড়া তামা ইলিশ মাছ কিনে দু হাতে সুঁ দিয়ে বাড়ি কিয়েলেন সন্ধ্যা বেলা। একটু পরে তাকিয়ে যেমেন পিছনে এক কালো বিড়াল, অলমসে চোখ ছোঁকা তাঁর বা হাতের বাছটার উপর। চলাতে চলাতে বত যায়ই ডাকান, সেই এওই পুত্র। কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল, ডিল ছুড়তে বিড়ালটা অতকারে মিলিয়ে গেল, কিন্তু একটু পরেই আবার সেই অলম চোখ, মুখে কোনও সড়ক। শব্দ নেই। বাড়িতে পৌঁছে বা হাতের বাছটা কাটতেই গলগল করে বার হল বাড়ি সাধা সাধা পুঁথ। তা নাকি সবাই বেসেছে :.....

উঠি উঠি করছে সে। ঘাটটার দু পাশে বনবার আদলা চুটি শিড়ির মাথায় বেথানে সেব হয়েছ দেখানটা উঁচু করে ধাবানো, তাতে চুটো তুলসী গাছ ছিল। ছোট ছোট ডালপালার ঝাঁক দিয়ে কয়েকটা তারা বেথা বাজে, তার মধ্যে ঐ একটা বড় লুনার মনে হল। ঐ ছোট, অঙ্গ-নীল তারাটা—বনে ঘর কত শান্ত, কত ঠাণ্ডা। চেরে থাকতে থাকতে বেন তা বেন একটু উজল হয়ে উঠল, তার পর হঠাৎ

“বাধা...বাধা রে...”

নির্ভন নিঃশব্দ অতকাবে বৃহ বিস্ত শান্ত ডাক। কোন্ বৃহ হুতাশের পর বেন, কিন্তু কত কোমল, কত কাছাকাছি। আর তো তব করছে না। ...কিন্তু আবার সব নিঃশব্দ, বনবন করছে জারি।

সে দিন বিছানায় শুয়ে কিণকিন করে থাকে বলল সব কথা। কি একটু কেবে না বললেন সন্ধ্যার পর আর বেন সে একলা বাইরে না থাকে। কেন ওকথা বললেন না—তার ভো ভয় করে নি, ভয়ের কিছু ছিল না। আচ্ছা, ছোটদের একটা কবিতায় যে পড়েছিল বাহুর মরলে আকাশের তারা হয়, তা কি সত্যি! তাবতে তাবতে মুখ এসে গেল।

অনেক হাত হল বোব বহ—বাতির বিকে চেরে বেধে গ্রাঘ এগায়েটা। কিন্তু তাড়া কিসের—বাধা বোঁঠানকে বলাই আছে তাঁরা বেন চেরে পড়েন, সে এক সময়ে এসে নিঃশব্দে নিষের হয়ে চুকেবে। আচ্ছ এই তাকাতা বাটে বেন এ সব তাবতে বেন লাগছে। কাতিক মানের অল অল ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে, পুতুরের অল শিথল তার

হোয়াহ, হোয়াহ! ভেঙে চূরে যাচ্ছে দেখানো। কোনও দিকে কোনও বাড়িতে একটাও আলো দেখা যাচ্ছে না! আর এমন নিমিত্ত গুরুত্ব নেই গ্রাম ভাঙবার পর কোনও দিন সে উঠে পায় নি।

...হ বছর পরে বেশ ছাড়ল তারা। নিতুয়া ম্যাটিক শাস করছে, কলকাতায় পড়বে। তার নিজের মূল শেখ করতে তখনও কিছু দাঁড়ি, কিছু তারাও চলে এসে কাকারের সঙ্গে। এক বাড়িরই ভিন্ন অংশে থাকত।

মাল পত্র নিয়ে বাহারের কাছে বড় নৌকার চড়ল সবাই, কতুরি পানার লক্ষ্যের ভিতর দিয়ে মাঝিরা লগি দিয়ে নৌকা ঠেলে ঠেলে এল খোলা নদীতে, হুগুনের ঘোরে ডিক ডিক করতে লগ, চোপ কদলে বেশ। বটী ছই পরে বাহার-মটি—তার পর বেঁটেতে বসে পাথ আঁধারে আলোকা করতে করতে দুই থেকে এসে বোতলা বাহার। যাবা বাইরে থাকে, ছুঁতে আসে দ্বার তাবের কাছে কত রস গুনেছে এই বাহারের—বাঙ্গালীসের তৈরি সুগিরি মাল আর ভাত খেয়ে ভেঙে বসে আস পেটানো কিংবা লম্বা দুই। সে কিছু বোতলার বেলি ঘরে আর নবটা সময় কাটাল। কত নৌকা এখিক ওখিক যাচ্ছে পাগল হুগিরে, মাঝে মাঝে হুঁককাটা বাহারও কাটা পলার ভেঁ। বিয়ে চলছে উলটো পথে। হুগে পাক উঠে গেছে মোজা, কখনও কখনও লগ করে বসে পড়ে দাঁড়ি। মনে পড়ে রবি ঠাকুরের 'নবী' কবিতা। মাঝে মাঝে স্টেশন আসে, হেঁটে টেনার্টালি কিছুক, তারপর আবার নবীও হুগে বিয়ে দাঁড়ি।

নতুন পরে সুগিরির সঙ্গে অনেকটা বেঁটে এসে টেনে উঠেছিল। তখন চোপ দুই চুলে আসছে, ছোয় করে তা পূলে যেনে লালমার বাইরে তাকিয়ে থেকেও অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখতে পায় নি। তার বেলা ফোড়ার পাড়িতে করে ভাড়া বা ডর দিকে যেতে যেতে

একদম বেগল টান মাল আরও অনেক কিছু দ্বার রস গুনেছে। এখন সেও কলকাতায় লোক, কারও চেয়ে কম না!

পরের দিনগুলির স্মৃতি টপকে যেতে চায় মন। শব্দে এনে তার পটীকার লগ আরও ভাল হল, হুগ কদলে শেখ করে ভাল চাকরি পেতে অনুবিদ্যা হল না। ইতিমধ্যে বিবির বিয়ে হয়েছে কাকার চোটার। আরও উত্তরিত চোটা, কয়েক দ্বার চাকরি বদল। আর চল্লিশ বছরের কর্তব্যাবন প্রতিযোগিতায় বাত, দ্বার পরিণতি মন বিভাগের উচ্চ নরকারীষ্টাকরিতে।

বিয়ের পরে যা বেশী দিন যাচেন নি। একদম তুটী, তার পর দুই পুর কড়া নিয়ে যেনের নাম। বানেশে কাক করেছে। দু দ্বার বিয়েলও বেশ।

ছেলে বেধে বড় হল। বেধের বিয়ে হল, আর ছেলে বিব করে হল বিলিটারি শাইলট। হুগ, বাহার মাল হুগ। এক দিন হঠাৎ মেনে ভেঙে পড়ে গ্রাম বেশ। সেই থেকে ব্রী মজিক বিক্রতি, শেখ পর্বত দ্বার মদ কোনওটাই মাল না। কয়েক মাসের মধ্যে সেও গেল।

হঠাৎ সম্পূর্ণ একা সে। ঘের এসে থাকল কিছু দিন, তারপর তাকেও কিয়ে যেতে হল নিজের মালারে।

চোটা কল কাকের মধ্যে হুগে যেতে, কিছু বছরের সঙ্গে সঙ্গে চাকরির প্রতি আগ্রহি কমে এসেছে, এখন আরও মদ মাল না। চালিয়ে বেশ বড় দিন না অলস নেওয়া দ্বার, যদিও ইচ্ছা করলে আরও কয়েক বছর বাড়ানো যেতে যেত।

খালী বেশে বিলতে ইচ্ছা করল না। উত্তর গ্রামের এক পাখারী মালার কাছে মনে হ বছর ছিল, বড় ভাল লেগেছিল লামগাট, সেখানে নিজের বড় খালি এক লক্ষ্য কাঠের বাড়ি। কাঠ চেনা তার পেশা, বুকখাদি

মাস বিয়ে বানান। বেওরাণ, বহন। জামানা, আদাবৎপত্র। বাড়িটা বনের প্রান্তে, জামানা বিয়ে যেন বার ঘন গাছেও কীকে কীকে আলো ছাটার খেলা, পোনা বার পারির ডাক।

শান্ত, নিঃশব্দ জীবন। বনের গল ঘরে ছোট, ইলিচেরায়ে তরে বই পড়ে সময় কাটে। ছাত্র জীবনে কলেজের পত্রিকার যাকে যাকে লিখত, এখন আবার কাগজ কলম নিয়ে বসে। কিছু সবট বেনে অর্থহীন। বই বাড়া কেল গিয়ে চুল করে বসে থাকে। তেইশ বছর বয়সে ছেলে চলে গেল, আর তার নিজের এত বয়স—সে থাকল বেঁচে। কি পূণ্য করেছে সে? কিছু তাতেও পূর্ণ হল না গাছ, ছাড়তে হল স্ত্রীকে, তার আগে দিনের পর দিন অন্তর্যাসি ভাবে বেধতে হল তার যেন বনের নিষাক্ষ বিকৃতি।

তবু এরা কেন, মনে পড়ে আরও কত মুহূর্ত। এই কুমারই বহু সুখী অনেক খোঁজ করে এক দিন তার বাড়িতে এসে, হু বক্ট। কাটল হাসিতে গয়ে। বহু চেষ্টার পর সুখী নিজের ব্যবসার উন্নতি করেছে, কিছু বিন পরে হঠাৎ কাগজে দেখল সে আর নেই। নিতুণা গেল মার চমিশ বছর বয়সে। গেল কলেজের বহু সময়—বরাবর পরীক্ষার প্রার্থ হয়ে কলেজের অধ্যাপক, পড়াতে পড়াতে এক দিন হুক বাখা, এক মাস তরে থেকে হাসপাতালে মুহূর্ত।

আতর্ষি লাসে যে কিছু বিন আসেও সে জীবন সঙ্গ্রাহের প্রজিহাশিতার মত ছিল। ভীড় ঠেলে নিজের জায়গা করে নেওয়া, লোকের তোকে কেউ এক জন বওয়া—মনে মত এই তো বাস্তবিক লক্ষ্য। আর লাল—এই দীর্ঘ কর্মজীবন এমই মধ্যে আবহা, অব্যাহত হয়ে উঠেছে। ভাল লাসে দাঁড়িয়ে বানান মততা হীমতার থেকে এই মুক্তি।

বয়স সাত হলে উঠেছে ছোট বোদার বিনগুলি। সেই মার্চ,

পুহুর, আকাপ—সেই ছোট সঙ্গার। ছোট গতির মধ্যে কি নির্বিড় নিষ্ঠা, বেন হাতির গর্ত। কোথায় বেন পড়েছিল শেখ বয়সে মাত্র মাত্রগুণে কিংবে যেতে চায়, তারও বেন সেই আগের।

নিজের সাহায্যে খুব ভাল না, যাকে যাকে উপদর্শ দেখা যায়। ডাক্তার বিশেষ কিছু লাগে নি, কিন্তু বলেছে বড় শহরে গিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করানো। কিন্তু কি হবে ও সব করে। মরতে তার ভয় নেই, বারা চলে গেছে তাবের কথা ভেবে ভেবে মন তার তৈরি। না ভুলে ঘর চলে বেতে গারে তো তার বেশী সে আর কিছু চায় না। তখনো পাতা খেন করে পড়ে সেই বকম আলোগোছে। বারা সুখের মধ্যে মরে তাবের চেয়ে উঁচুর পাঠ তার আর কেউ নেই।

এমন অবস্থায় অনেক পুণ্য অর্জা লগ তপে তরে বেশ দিন, তারই মধ্যে শান্তি বোকে। তার বয়স মনে হয় অনন্ত বসন্তীন সুখের মধ্যে হঠাৎ এক মুহূর্ত জেপে ওঠা—এই হল মাত্রের জীবন। অসীম অন্ধকারে অগ্নকের আলোকবিন্দু। কারও এক তিল বেশী, কারও এক তিল কম—তাই নিয়ে এত মাতামাতি। শেষ পর্যন্ত সব লগাম, কিছু এসে যায় না। এই মতাই তার শান্তি।

কিন্তু থেকে থেকে ইচ্ছা করে শেষ বিধারের আগে এক ধার সেই গ্রাণ, নিজেকেই সেই বর বাড়ি বেবে আসতে। হুক না বিশেষ, চোটা করলে সস্তর হতেও পারে। এই চোটার উত্তাপের অত্যাধ হলে না তার।

সস্তর হল, আদ্য তাই গভীর রাতে আবার সে বসে আছে এই ভাড়া ঘাটে। পুহনো দিনের টুকরো টুকরো বৃত্তিতে গ্রহের কেটে গেল। অনেক বিন পর আবার এক নতুন উৎসাহ, নতুন উত্তেজনা টের পাচ্ছে সে, হঠাৎ বেন বয়স কবে গিয়েছে অনেকখানি।

কাল থেকে এক এক করে আবার সে লগ দেখবে, দুঃ

বেড়াশে ঘাটে ঘাটে। প্রাণের বাড়িত ঢুকে বেঁধেবে
কোনও রকমে তা বাঁচাযোগ্য করা যায় কিনা—তা হলে
হয়তো সত্ত্ব হতে পারে আরও এসে থাকে, কিংবা একেবারে
থেকে বাঁচায়, তারপর এখানেই বেঁধে রাখা। বেলা বাড়লে
যাবে তার সেই একান্ত আগনার ঘাটে, বিকালে নবীর
ঘিকে। আগনার আগের সবাই বলেছে সেই গ্রাম আর
নেই, সব বহলে গেছে, চিনতে পারবে না। কিন্তু সে
বেঁধেবে নিজের চোখে।
যাই সে বেখুঁক, আজ ঐ পুণ্ড্রো বিনতলির চেয়ে দান্তব

আর কিছু নেই, তার কীধনের আর সব তুচ্ছ। সে
ফিরে এসেছে মাকুপর্ভে।

আর যেহি মর, এবার বাড়ির ঘিকে পা বাড়ানো
হরকার। এখন সবয়ে—“বাঁচা...বাঁচা রে...”

তখনও ভাল করে আলো হয় নি, খুঁজতে এসে মাকুবা
গেলেন তার ঘেঁহ। তাতে প্রাণ নেই, কিন্তু দুখ হুঁড়ে
পরম প্রপাতি। লাঠিখানা গড়ে আছে নিচে।

অবেলার সিঁড়ি

গাথাগাথিক উপক্ৰাম

বান্ধবেষ ঘেষ

অম্মারী নয়াই

মল্লন জীবন অপেক্ষা কয়টিম নীলু হুত শিয়ালবা স্টেশনে। একটা টিনের পুটকেন আর সতহুতে বাবা একটা বিছানা নিয়ে নিমগ্নরূপে বাবার উদ্দেশে নীলু স্টেশনে এসে হাজির। টেনের ঘেরী আছে। টিকিট কিনতে হবে। তার আগে থবরের কাগজ একটা কেনা দরকার। অহটা পথ। উদ্দেশ্যহীন কর্তহীন জীবন প্রকৃ হুগো। নিম-পুতুরের মূর্ত্ত বাতি—যেতে বন চায়, চায়ও না—কিন্তু এ ছাড়া দিবসকালে আর কোথায়ই বা যেতে পারে—পকেটের তিরিশটি বাত্ৰ টাকা নিয়ে। কর্তব্যালিতে চোপ আটকে যায়: ‘একজন শিল্পক চাই। সময় হইতে হুয়ে গ্রাহীন পরিস্থাপে থাকিতে ইচ্ছুক। গ্রাঙ্কুয়েট হওয়া বাহবীয়। অবিলম্বে দক্ষাৎ ওজন বা শিশুর বিবরণ সহ আবহবন করুন। গোপীনাথচক শিকারতন, যেবিনীপুহ। দালিচক স্টেশন হইতে যানে এবং তাহার পর পমত্রমে যাত্রি হু হাইল।’ অদ্বুত বিজ্ঞাপন। গ্রাঙ্কুয়েট হওয়া বাহবীয়, যানে? এর কবে কি হাইকুলের দিকক হওয়া চলে? হাইকুল বটে? না? শেষে বিবরণ কোন বিজ্ঞাপনে আছ পৰ্বত যেবে নি নীলকমল। অর্থাৎ ঐ হুহু পথ পাড়ি বিয়ে কোন তহশজান ঐ যানে পৌছোবে কিনা মূল কর্তৃপক্ষের নিকটই তাতে সন্বেষ আছে। অবিলম্বে দক্ষাৎ করুন, যানে, আগে তো এপ্রিকেশন করতে হয়, তারপর ইন্টারটিট। নীলু মন ঠিক করে বেলে। একথানা টাইমটেবিল কিনে বাণীচক স্টেশনের অস্তিত্ব হুঁচে পেল—কালবিলাস না করে হাঙড়া স্টেশনে এবং

বাণীচকের উদ্দেশে ট্রেনে আরোহণ। যেন দিক্‌কল অভিমাত্রায় চলেতে সে। বাণা বহু নেই। কি হুবে জানা নেই। যেন তার ইচ্ছাতেও কিছু হুয়ে না। কোলাখাটে জননাশয়ন নবীর ওপর পুপুহ হোতের চকমকি—কি তাগো লাগছিল! যেন বেড়াতে বেরিগেতে নীলকমল। জননাগণের মূলে হুয়ে উদ্বিগ্নাশ, জামিলাশ এ জনং ময় নহ...ঠাৎ যেন নির্ভর লাগে নীলুহ—জানো। বিয়ে বাইয়ের জনং-যয়ে বাওয়া জননাগণ—বীর্ষ পেশু—তকচূড়ার ছায়ায় হুটি গ্রামের বেয়ে—স্টেশনের চা, মিচামা...বেশতে বেখতে মগ্নোবিতের মত বলে ওঠে: “হক্‌ম অক্ষরে যেবিলাশ আপনায় তপ—ডিনিজাম আপনায় আখাতে আখাতে যেবনায়, দতা যে কটিন, কটিনেরে ভালোবাসিলাম—

দালিচক স্টেশনে পৌছোতে চুটো। বোঝ নিয়ে জানা সেল দাম পাঠাখিনে বাত্ৰ চায়টি, তাও হাটবাশ অর্থাৎ হাটের মজী তরকারী বাজী দব নিয়ে বিভিন্ন হাটে বামতে খামতে বাধে। বিবিধিবিধি সময় নেই। না পাছুক। নীলু চা মিচামা খেয়ে নেব। কাগজটা খুসে আরেকবার বিজ্ঞাপনটা খেবে। কাছটা না হোক, আছ বাইরে বেরিয়ে তার ভালো লাগতে। যেন শেকল রেতে পাড়েছে তার শরীর বন থেকে। হুর্কি। আত্ হুর্কি।

কণ্ঠাভর এবং বাজীরের পরামর্শ মত সে যখন নির্দিষ্ট যানে নামলো—যানে যেখানে একটা শিল্প পাছ, একটা চায়ের হোকান ও শিশু দক্ষির আর চতুর্দিকে হুয়ে। জনন—জনন

চাটাই থাকে—চায়ের বোতলখানকে জিজ্ঞাস করতই
 বস : গোপীনাথকে কি ইখানে বাদু। ঐ গল্পের কথা
 দিয়ে বল, একটা নদীও পার হতে লাগবে। তা চার
 কোণে তো হতেই। পল্টাও চালাই নর। আপনি এই
 মালপত্র নিয়ে যেতে পারবেন ? না পারলে আর কনছে
 কে ? হুগুণ্ডা হুগুণ্ডা বলে নৌকমল বাদুটা হুগুণ্ডে
 বিছানটা বগলে চালাই—বেশ বাক—আর কতক নিয়ে
 বাবে খেয়ে যে মুকলী...

শান্ত হুগুণ্ডা, হুগুণ্ডা দুই গ্রাম, পথ তেকে পাড়পালা হুগুণ্ডা
 লক্ষণ, কখনো অশ্বান—চাটাই লোকের কম। সন্তে হয়ে
 আসে। নদী অবন্ত নগেই। হেঁটেই পার হওয়া বাক।
 নদীর পারে দু একটা ছোট বোতল—বহুত জন গ্রামের
 মানুষ—

‘বাহু বাওয়া হুগুণ্ডা কোলি’

‘গোপীনাথকে। এগারের নাম কি তাই ?’

‘হেমন্তপুর’

‘বাঃ হুম্বর নাম তো ! গোপীনাথকে বহুত ?’

‘ঐ ত ঘাটের পেছ’

অন্ধকার ঘনিরে আসছে। ‘কি’ ডাকতে শ্রুত করেছে।
 সাহসানোর তেতর বাওয়ার সরলর নথ। দুই থেকে শাঁখের
 আগুয়াল। নৌকুপালে হাট তৈয়ার, অত্যানবণে।

উঁচু একটা আরগার মিটমিট করে আলো জলছে। সুপদী
 খটখাট একটা। নীলু আলোর বিকে এসিয়ে যায়।
 একটা হুগুণ্ডা বোতল—দুঃখা মালুখটা পরমা কনছে আর
 কি সব বিশেষ করছে। নীলুকে যেনে অথাক বিশেষ
 ডাকিয়ে থাকে—সুপি বাতিটা তুলে অনেককণ ঘেবে।
 ‘কি চাই বাহু ?’

‘আচ্ছা ইদুল বাফিটা কোপার বলতে পারেন ?
 হেডমাষ্টার মশাই বা সেক্রেটারি বাহু বাফি কোপার ?’

‘কলকাতা থেকে আসছেন ?’

‘হ্যাঁ’

আতুল তুলে লোকটা বোঝার : ‘ঐ যে আউচালা—ঐ চাই
 ইদুল। ওর এক কোণে হেডমাষ্টার মশাই থাকেন।’

অথাক। হুগুণ্ডা, অন্ধকার। আউচালা মানে চালাই
 আচে, বোঝা নেই বললেই হয়—আউচালা পেরিয়ে গেছে
 মাটির ঘর—আউচালাই অশ্বণ—মাটির বোঝা দিয়ে
 বাসস্থান করা হয়েছে। কতক বোঝা আছে না যে কত
 নাড়বে। দশা থাকারি ছিল হুগুণ্ডা। গ্রামের লক্ষণ নেই
 কোথাও। আলো পর্যন্ত বেশা দাচ্ছে না। নীলু কি করবে
 হুগুণ্ডা না পেরে বহুতর ডোকা বেশ—উল্টক। দশ
 লক্ষ চীংকার—ই চৈ—হেটেলি গলার অর্জন—‘ডাকাত,
 ডাকাত’—নীলু অথাক হলো। চৌকির বসে ‘খরগাটা খুলুন
 না। অশ্বি ডাকাত নই।’ চীংকার একটু থাবালা।
 বহুতর চীংকার করে এক শ্রোত তন্ত্রলোক লম্বটা উঠিয়ে
 নীলুকে নির্দীক্ষণ করেন। হুতির খুঁ তার সারে জড়ানো।
 চোখে হুগুণ্ডা তর। তার গিছে একটা চৌক পানোয়া বহুতর
 ছেলে। ‘বাবা, উনি ঘোব হর ডাকাত মশ।’

‘ডাকাত কি চেয়ারা ঘেবে বোকা বাহু।’ পতীর পর্জন
 করে তন্ত্রলোক এখিক ডাকিত ডাকিয়ে লম্বত লম্বহলনক
 কিছু ঘেবত না পেরে এবং নীলুও কম বহুত ও নির্দীক্ষ চেয়ারা
 ঘেবে কিচিং আস্তর হম। বহুতটা পুরো খেলেন—এক
 বহুতর হেডমাষ্টারের মতই বলেন ‘কি চাই, এক হানো’
 নীলু কি হয়। পা ছুঁয়ে এগাব করে কেনে ‘আচ্ছা অশ্বি
 চাকুরি বোঝে এসেছি।’

‘কোথেকে ?’

‘কলকাতা থেকে’

‘জ’

হঠাৎ পতীর হয়ে বান। ‘বাওয়া বাওয়া কিছু হুগুণ্ডা ?’

‘আচ্ছা—বান—’

‘বুঝি। দিনর চৌর থাকে বল। ভেলেটাইল যুব একবারে
তক্তিরে জ্বাখনি। বলো!’ এতক্ষণে নীলু প্রবেশমিকার
পেল। এতটা লব হেঁটে এসে এমনিতেই পুণ্ড্রাঙ্ক ছিল।
খিন্ন, মানে সেই ভেলেট এসে নির কঠে কি বললো।
হেডমাস্টার ঘণাই বললেন ‘তাতে কি হয়েছে। ফুলে
কি বেন তোমার নাম?’

‘নীলকমল বকোপাধ্যায়।’

‘ওহু। তু যে বামন’ী বলানি রকে। ই্যা বাবা
নীলকমল, আমায়ের খাওয়া খাওয়া শেষ।’

‘এত নকালে!’

‘নকালে মানে, এখন ডেড অব নাইট। আটটা তো
বেবেই গেছে। হ্যাঁ, তুমি মুক্তি চব খাও। স্বাক্ষর প্রস্তুত
হটে।’ অগত্যা। কিছু যে ছুটবে এই যথেষ্ট। ‘হাত
মুখ ধুয়ে নাও। আক রাতে আর কোমার থাকে। বিনয়ের
দমেই শুয়ে থেকো। কাল বেলা যাবে তোমার কি করা
যায়।’

‘একটা কিছু করতেই হবে। আমি অনেক আশা নিয়ে
এসেছি।’

‘বাড়িতে যা বাবা আছেন?’

‘জাচ্ছে না।’

‘কোরাসিকিকেশন?’

‘এবার পরীক্ষা বিরোধি, পাপ করছো।’

‘কত মাইনে হলে চলবে?’

‘যা বেবেন।’

‘ওহু। তোমার হবে।’

কিছুক্ষণ খেয়ে হেডমাস্টার ঘণাই বলেন: ‘লেট বি
এক্সপ্লেন। বাবেম যা বাবা আছে, যা খাওয়া খাওয়া—
তাঁরা এখানে থাকতে পারে না বেশীদিন। একবার বাড়ি
গেলে এখানে আর ফিরে আসে না। খাওয়া কোরাসিকাহেত
জাওয়া এখানে পড়ে থাকে না। বাবেম খাওয়া চালাতে

হবে—বাঁধা মাইনে চান, তাঁরা এখনে তাই পাশে না। বো,
তাঁরা চলে যাবেন। মানে, গেয়েনও। উইজাত লস্ট
সেভেন টিডার্স। ইউ আর বি এইটুগ। এইকত এড্‌টাইক-
যেটে ছিল লাকিং কতন, অর্থাৎ একবার লাকিং কতলে
সে আর ফিরবে না—ইউ বৃত্ত ছাড এটাইল। তুমি
খাল পত্র দমেত চলে এসেছ, মনে কর তুমি পুণ নিষ্ঠা।
পেচনটানও বেই। লাকো বহিন লাকো।

নীলু হাঁক ছেড়ে পাড়ে। রোপিনাপ বিজ্ঞাতনের কনিষ্ঠরম
শিক্ষক বিশেষে তার মতন জীবন লুক হলো। লব শিক্ষকই
প্রার স্থানীয়, বাড়ির খেয়ে বনের খোপ ত্যাগনাঃ—কউ
কেউ আবার রোমিকপ্যাপি ডাকারি করেন—কেউ টিউশনি
করেন ইতুল করেই, কেউ চাখান বেবেন। লণাই নীলুকে
নিরে চাঁটা ইঁদারি করে—

‘কেলেগাই তো আমনার থেকে বড়। তাগে গোলমাল
করে না?’

‘নাহো।’ সত্যি করে না। কেমন যেন ভালবেসে
কেলেহে তাঁরা তাদের ঘরনী এই শিক্ষককে—বোধ হয়
পাখীর্ষের ঘাবান বেই বলে। আপাততঃ হেডমাস্টার
ঘণাইর বাড়িতে আরে—মামনের মাল থেকে প্রাণের
ভিতরে সেকরেটারি বাধু মানে এখানকার ডাং লাইটে
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ল্যাংগা পোকুলেরর চৌধুরী
বাড়িতেই থাকবে নীলু। মাস্টার-পোখাও তাবের আভি-
লাভের মধ্যে পড়ে, আর তার কথার ওপর কথ লগার
মামল এ প্রাণের কতক বেই—ল্যাক পুঁতে রাখতে পারেন।
খানা একুশ মাইল দূর। খাল স্টপ আট মাইল। রোজ
হাতিয়েই ডাকারি হয়, বিনেও হয় অনেক লম্বা। এইকত
হাত আটটার ঘরবার সৌকা পড়তেই হেডমাস্টার ঘণাইর
বাড়িতে ভিন্কার উঠেছিল। পরে অবশ্র রমণীবাধু
বলেছিলেন: ‘জাকাতরা আমায় কি বেবে খলো?’
ইন্টবেলগেই লব কেলে এসেছি। জাকাতি তো আদেই

হয়ে গেছে। নবম লুপ্ত। নইলে এখানে কেউ পড়ে থাকে।

তখনে নীলু পাকা পোক গ্রাহ্যেট্ট ঠিকার—ইতুলে নব-
লাহুলো পাড়ে তিমলন গ্রাহ্যেট্ট—বেতবাণীর মশাই, নীলু,
আর নীতেশ বাবু এদিকটো বেতবাণীর—নম্রবাণু ছবার
দি. এ. ফেল তাকে হাত ধরেন সেক্রেটারি। মাইনে এখানে
কিছু গ্রিক হয় নি, তবে দস্তর টাকার বত পাশে করেক কিত্তিতে
কয়েকশাব পরে এটা জানা গেছে। খাওয়া খাওয়ার কষ্ট
নেই। সেক্রেটারির বাড়িতে হুটা অপোগণ্ডে পড়ানো—
বদলে খাওয়া খাওয়া—বোম্বাইন ইতুলে আর বেতবাণী ছাউ
—বেশী রুটি হলে রান বহু—নগ্নায়ে ছদিন হাট। সেই
ছদিন তাকে আলে—নীলু বাগাবায়েশের এ রকম এক গ্রাহ্য
গ্রাহ্যের কীভাবে নগ্ন নিজেই করিয়ে দেবে। রোববার
আর দুটির দিনগুলোই কাটিয়ে চার না। ইতুলের কাছে
কুশলী বটগায়ে শিঙুর মাথিয়ে বার বেয়েরা পুংখা আঁড়ার
বিনে। বাঙটা বিবিকার। গোপীনাথজক নীলুও একটা
ছবির বটগায়ে বত—নগ্নায়ে তিন চার দিন কাশল পড়া
হয়—পুখিবীর কোথার কি বটগে তার অস্ত্রও নেই কোন
কৌতুক—বহু নকালগেলা চৌহুইয়ের খাইয়ের ঘরের
দান্দনে বে কাশ রাহু—তার নিচে ঘোষ দানিদনা এসে
কটকানা বগালে নীলুও বন বাসার হয়। পানীগুলো সেল
কোথায়!

পুল নরেনবাবু হলে হয়ে গেছে। ব্যাপ্তিক পান বহু
কলমে পড়ছে। চিঠি পেরেছিল। তাকে বেহিন কাকর
চিঠি আদে তাকে পুং দোতাগ্যনা বলা হয়, সেহিন
তাকে অনেক কৈলিৎ দিতে হয়। কে মিকেছে, কেন
মিকেছে, অস্ত্র কোন চাকরির খোঁজে আছে কিনা। নীলু
দিন, বাটের ওপর অলসগোছুর, নীলুও হাত কোণের ওপর
খোঁদাকির রূপ—পাত তরলবীন অলস বৈচিত্র্যবিত।
এক একদিন পুং ভেঙে যেনে জানাবার কষ্টে চানিত

পাছ থেকে আঁৎকা দাকিয়ে পড়ছে—বাটের তিতর খেজুর
বাগলা পাতগুলো আঁৎকাই চাবর করিয়ে কি রকম লতা
বসিয়েছে—এবং যথো নীলুও বেন একজন।

একদিন অস্ত্রকারে যেনে একটা লালো জলাহে বণ করে,
আবার নিজেই। আলোটা একজো—কেন চৌহুই দাকির
তিতর থেকেই আলোটা থেকলো। অস্ত্র, রক্তসমর।
জলাহে নিজেই। এগিয়ে বাজে পুতুর পাত বিয়ে ঝাল
দাগানের পান বিয়ে—নীলু হেসে উঠে যেমতে থাকে।
পুতুট নর তো। গ্রাম গায়ের কত রকম কি হয়। পা
হয়ছব করে। শিঙি যেরে নামে নীলু। ঝাল দাগান
পেরিয়ে আলোটা চানতাপোছের নীচ বিয়ে বাজে—নীলুও
বয়ের পান বিয়েই। ভয়, চৌহুই, বিয়, নীলুও
উত্তেজনা থাকে। অমৌকিক কিছু—নিততি হাত!
গোপীনাথজকর নিজেই কীভাবে এ রকম ঘটনাই বেন
নানায়। আলোটা জলতে নিজেই একসমর গ্রাহ্যের পুং
মসিয়ে বার। পরের দিন চৌহুই বাহকে লন বলে নীলু:
'তুটুত নর তো!'

পটীর হয়ে বান গোতুলেশ্বর চৌহুই। 'হাস্টের, মিকেছ
কাম নিয়ে থাকুন, বেশী কৌতুকল ভালো নয়। আর
কাজকে বলতে বাধেন না, আপনার অতি হতে পারে।'

এ তো জাতি হুজিল। তোমরা বাবু দামদা খোঁদবনা
দানিদনি ইতুল তেজারতি এই লন নিয়ে থাকো—আমি
সামাত্র দিকক, সাতে নেই, পাঁচে নেই, ষৈবাং একটা
তুতুয়ে দাপার চোপে পড়ল! তাতেই দানানি। আমি কি
তোমার কেনা গোলাব? গোপীনাথজকর পাত কীভাবে
একটা চিড়, বাহ।

* * *

বিতার একটা চিঠি এগিয়ে। নীলু কাশল, পুতুর বাজের
দেখা।

'আমি কলমে পড়ছি। বাবা না আপনার কথা

বলেন। কলকাতা এলে বেথা করতে চলেছেন না। আশাখের ভুলে গেছেন নিশ্চয়ই। জানতে ইচ্ছে হয় কেন আগনার এই বেচ্ছা নির্বাসন। কোন ভাষে ? যদিও অনন্যকার চর্চা।

এবারও আশাখের গাছে ফুল ফুটেছে খুব...
নন্দনার মেয়েন।'

অনেক দূরের দিটা। অ...নে...ক...দূর প্রিয়তী। সহায় ললহীন এক দুখক, সময় টাকার টিচার আর ঘরালোকের হুলাসী তুমি। প্রাণপতির মত দুঃখ থাকে। অন্ধর হোক তোমার ব্যাঘানের মূল। কীবাচন্য ধানের 'মাতঙ্গি তারার তিমির' বইয়ের ভিতর নীল তাঁল করা কাগজ ফুসায়। চৌধুরীঘরের বাইরের ঘরে নীলু মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়ে। ভিতর বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই একময়। চৌধুরী বাবু, তার তাই, ছেলেরট, সরকার বশাই আর চাকর বাকর ছাড়া কাউকে ছেন না এ বাড়ির। ছবেলা খাবার রেখে ঘর বাড়ির চাকর; কখনো কখনো তার! ও বাড়ির বিড়ি আসে। এই পর্যন্ত। নতুন তোমের কথা শোনা গাচ্ছে। ইউনিয়নবোর্ড তেও পকারেৎ হবে নাকি! চৌধুরীবাবুনা এখন এই নিয়ে ব্যস্ত—ওপরে যাওয়া আসা করেন। নীলুও বিন কাটে—বাস কাটে—বন্ধর কাটে। ইদুরের ক্রান্ত বদল হয়, ছাত্রদের দুঃখ বদলায়—মাকে মাঝে শিককরের মধ্যে সাধারণ বিশ্বর নিয়ে রূপকাটা—গ্রামা বলাবলি...হেডমাস্টার বশাই চলদার কাও হুচে বলেন : 'এদুক খেতে। কুলে ? গ্রামের খোলা আকাশ মট্টই দখ নয়। বাজুরকলো শরংবাহুর পটী-লগাচ্ছেই রয়ে গেছে। তোমার ক্রানের (ছবেচ্ছা) ইয়েজিতে কীচা, অমৃত বেনী আর কি হবে! বাড়িতে গিয়ে তো মঠের কাজ করে। পড়াশুনোটা নিয়মরক', ষ্টিল ওই যে খোমেরের লতাঘরি—ওকে একটু বেথো, পাল করে ঘাসে ঘনে হুচ্চে—ছেলেটা ভালো।'।

'বেথবেথ'

হুচকি যেসে মাস্টারমশায়ী বলেন 'অনেকেই অত কিছু জোটাতে না পেরে মাস্টারিতে আসে, যেন মাস্টারি মিস্ট। ইউ ডিসাইড ইওর মাইণ্ড। আর ইয়া একবার কলকাতা! মুরে আসবে না কি ? অনেকদিন হলো পড়ে আছে! এখানে।'।

'সেখি, ছুটি আশুক।'

'একটা ছুটিতো এখানেই কাটায়ে।' 'দিস ইল ব্যাট।'

খুব তেটী পেরেছে। ঘরে জল নেই। বাড়িও নেই যে বেথবে কত রাত। অন্ধকার বাইরে। ওক তাকা বেথবে মনে হয় রাত বেশি নেই। কি জানি। কিছু জল যে না খেলেই নয়। অতদিন কু-খাব জল থাকে। জল যে মুরির পেতে নিশাইকে বলা হয় বি: ঐ তো একটু মাখনে গেলেই টিউনভলে, গিরে খেয়ে ওলেই হয়। নীলু টিউনওয়ারের বিকে বাহ। কি রকম একটা গুচ্ছ! একবারে টিউন-ওয়ারের দুখ কাচে যেই আগেকার বেথা আলো বশ, করে জলে উঠলো আবার নিতে গেল—নীলু মাখন করে টেলির উঠল 'কে ? কে ?' যেন তার পারের দখ, কে ছুটে গেল। নীলু এগিরে বাড়িল, কীবে কার শক রাত—'কে ?' আরে চৌধুরী বাবু যে, 'সেই আছোটা। হুসেন—কে যেন পালিয়ে গেল...

'গোয়েদারগিরি করতে এত রাতের বেথে এগেছেন' মাস্টার।'

'না, না, জল খেতে বিধান করুন...'

'ও দখ জানি না। আগনার চান্দচন্দন ছবিঘের নয় মাস্টার। বিনের আগের গা ছেড়ে চলে যাবেন—নইলে ভালুক লোক বেথবে ফুটে আগনার বাড়ি মটকে স্তানিতলার ডোবার বেথে গেছে।'

'কি বন্ধুত্ব ?...'

‘ত্রিক যন্ত্রি। যিনের বেলায় নানা লোকে নানা কথা
জিজ্ঞাস্য করে—আপনি হেড়ি? হন—শেষ রাত্রেই চলে
যেতে হবে।’

‘অপরাধ!’

‘বেশি কথা শোকুল চৌধুরী গভীর করে না। আপনি
আমাকে ত্রিক চেনেন না বাস্টের।’

চৌধুরী চলে যান।

কিন্তু নীলু কি করবে? ভাববার বা পরামর্শ করারও সময়
নেই। তবু যেন হাল আলোয়ার রহতট। পরিকার হয়ে থাকে।
পালিয়ে যে গেল সে চোর নয়, ডাকাত নয়। এক নারী।
শোকুল চৌধুরী উপপত্নীর সংখ্যাও একাধিক। অনেকই
জানেন। কিন্তু খুব খুবদার সাধন নেই কারুই। শোকুল
চৌধুরী ডাকাতি করিয়ে বেছে যিনের বেলায়, খুব করে
কেন্দ্রে বধন তখন।

‘কি বাস্টের হলো!’ চৌধুরী গভীর পড়া। নীলু হঠকেন
আর বিচানা নিয়ে খোঁজার। নিমাইকে সঙ্গে এনেছেন
চৌধুরী—

‘বাস্টেরকে বাসে তুলে বিয়ে কিরবি। বাস্টেরের বাসের
খুব অসুখ। খবর এসেছে।

বেছে হে’ শোকুল হাসতে লাগে। বেন বাসের
অসুখ খুবই হাসির কথা। এত জব্দ করে যেন
পড়ে নীলু, সত্যি তো তার যা নেই। এমন
কি তার অসুখের খবর পেয়ে যে ছুটে বাসে সেও
আর হবার নয়। অসুখ তাকে যেতে হবে। বাবার
আগে বেডবাস্টার হশাইর সঙ্গে দেখা হলো না। অসুখ
পরিব্রিতিতে অড়িয়ে পড়েছে নীলু। তবু যেন হচ্ছে কে বেন
তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর বেলা খেলাছে। বধন যেমন তার ইচ্ছে
নয়। হাঁটতে হাঁটতে বধন সেই যেমতপুরের নবীর কাছে
এসে পড়েছে তখন বনকল্লের গার সুবর্ষে আলো এসে
পড়েছে। বাঠে সন্ধ্যা হান। নিমাই বাস স্টপে পৌঁছে

যন: ‘গেটার বাস্টার বাবু। আপনি যে চলে যাজেন,
আপনার ভালোই হলো। এখন থেকে নিষ্কতি
পেলেন।’

‘তুঁবি সব জানো?’

‘সব জানি। আপনের মত হুঁদি আদিও যেতে পারতাম।
পারতো না। আঠে পুটে বাবা। আবার খইনটো
দিলছে ঐ কুদীর। জোত জমি সব। একদিন পুন
করবো ঐটাকে।’

ক্রম বাল আসতে এখনো বেরি আছে। চারের
বোকাটাও বোলে নি। শিবমন্দিরের পাশে বসলো
নীলু আর নিমাই।

‘আজ্ঞা নিমাই সেই আলোটা তিনের বসো তো?’

‘হাতগবন! সেটা বাস্টারবাবু এখিকে সবাই জানে,
কল্লের আগুন। আপনি না কেনে সাগের সেখে পা
বিয়েছেন। ঐ বাবা নষ্ট বেছেছেলো তারা নিষ্কতি হাতে
বধন বেরোর তখন একটা হুঁচির মধ্যে হুঁদো আর অন্ন
ইখিকে অন্ন পাওয়া যায় খুব, তাই ছুঁড়ে বের। বনে ঘর
বেন বিছেরটী—তাগো লোকে তার পার, ইখিকে পর্বও
যেখা যায় অতকারে—এই হলো কৌল। কর্তা যদে
কহেছে আপনি সব কেনে ফেলেছেন।’

রান হাসে নীলু। নতুন বাজা আবার। চারের বোকা
হলেছে। নিমাই হাই তোলে: ‘এক গেল’শ চা
বাগাধবন বাস্টার বাবু!’

‘নিষ্কর! হু কাশ চা বিন তো আর কিছুটা!’

শিবমন্দিরের সামনে গড় হর প্রণাম করে নিমাই।

‘আপনি খুব তাগো লোক, আপনার মঙ্গল হবে।’

চাই, নীলুকে চাই

হুঁ-মরতা তেমন আছে। গোলপাতার হাওরা বোকা।
চা, মিষ্টি, নিমকি, সিঙাড়া। সেই আগের মতই চেহারা

আছে গুট্টর। কোমর বাক—ঘোর কাশো রঙ—জুঁকে
 চলে, পেঁদার চকচক টাক। পুরোনো লোক। আরো
 হু' একটা চায়ের বোকাবন হয়েচে ঐশন। কিন্তু গুট্টর মরবারই
 বেশি। কতদিন পরে নীলু আবার সেই ঐশনে এসে
 নাথালো—‘গোঁশিরা!’ নামটি মিশে। ভেলেবেলার লস্ক
 অড়িয়ে আছে। মাইল চারেক হেঁটে নিমপুতুর—পুঁ
 বাড়ি। আপাতত দেখানে হাড়া আর কোথায়ে বা বাবার
 আছে নীলু। কলকাতা বেতে একবন ইচ্ছে করেনা।
 কিছুতেই বন মেলাতে পারে না দেখানে, আরো বেশি
 অর্থহীন ও অসহায় মনে হয়। স্টেশন বদলেছে কত।
 উচু স্টাটকর্ক হয়েছে। ইলেকট্রিক লাইট, ওভার ব্রিজ।
 হুটো গাছ কুচুড়া রাখচুড়াই যেন—বড় হয়েছে। পূর্ববঙ্গের
 উষ্মত্বের শিথির প্রবিক—পরিভ্যক্ত এতাত্ত্বের ওপর
 নতুন বসতি—নতুন কীবন। কেনন বন বকিত মনে
 হয় নিচ্ছেক। বাড়ি-ঘর সব বেলে ঐ যে পূর্ববঙ্গের
 হাওয়ার হাওয়ার মাহুয গোঁশিয়ার শিথিরে শিথিরে নতুন
 কীবনের বয় বেলেছে, ওবর সঙ্গে আত্মীয়তা অহতন করে
 নীলু—নীলুও তো গৃহবীন, গৃহবানী। বনে জায়ে উষ্ম।
 একটু আলয়ের জন্ত কাচাল। জা খেয়েই উঠে পড়ে। নিম-
 পুতুরের পথে পিছু পড়ছে—বলো কি? এই সেদিনও
 ফুলা কথি না দেখে বাবার উপায় ছিল না; আরে, নতুন
 একটা নিবেদা হল উঠেছে বেশি। জুঁষিমাশ পাটের আড়ন্ত
 বিয়েছে বাড়োয়াতিরা। ইবারার পাশে পুরোনো বটগাছের
 ছায়ার গাঁড়োতেই নীলুর বরদ কেন করে সেল—বড় চেনা
 পথ—পুরোনো কাল্পের পাশ দিয়ে নীলু চলতে থাকে।
 মাঠে আই'র, মেঘা বান। রাজার নতুন কালভাট—মাইল
 স্টেশন। অনেক বদলেছে পৃথিবী।
 বাড়ির দাবনে এসে মনে হয় সময় সবদায় নি। বড় হুঁশের
 দত জং বরা পুরোনো তালার ওপর বাকচদার স্থল হয়ে
 বেলে আছে যেন। পাটিলের ওপর সখু লেগা, আগাছা।

কচা, বাবারের বেড়া চারদিকে ভাল পালা মেলে নমত
 বাড়িটাকে ঘিরে মেলেছে। পেটনের বাগান অচলল এখন
 হতজাড়া হয়ে আছে। গোড়ো বাড়ি। তালার চাশি
 তো নেই নীলুহ তাক। বরকারও ছিল না বোম হর—
 কেননা হাড়া হিঠেই একবারে মেলাল বেঁগে পালাটা তেঙে
 পড়লো—কচা তেঙে গেতে কবেই। তালারাই শুধু স্থল-
 ছিলো। চুকেই যেনে একটা কুকুর তরে আছে। এটা ওর
 হাতী আখানা। হোয়কের ওপর পথত দুবা বাস হয়ে
 আছে। নীলু পুঁর পুঁর বাড়িটা বেগতে থাকে। ইবারার
 কাছে কটা পেগে গাভ হয়ে আছে— নক কাকার কাছে
 বাড়ির চাশি থাকতে পারে—শোবার বোর—নইলে
 ভাঙতে হবে। ঐখানে বাবার ছবি, মারের লিখিত পত্র,
 পুরোনো সিগু—সম্মত আসবাব, দানন কোবন হয়তো
 আছে হয়তো নেই। হাত পা মেলে আপাতত হাওয়ার
 বদা থাক।

‘কে নীলুবা নাকি?’

সংকলনের বাড়ির মালতী। কত সুন্দর হয়েছে। ‘কখন
 এসে?’

‘এইতো।’

‘খাক:ব তো?’ বেগতো তো বরের মাহুয বনে না থাকলে
 কি থপা হর!’ নীলু মালতীকে বেবে। কত মনোভিত
 হয়েছে।

‘বীণা এসছিল একবার জানো?’ গোবার কথা জিজ্ঞেস
 করছিল।’

‘খাক্’

‘ঘর বোর পরিকার করে নাত। আমি তোমার জন্ত জা
 করে নিয়ে আসি। এ বোলা আমায়ের ওখানেই বেড, যা
 মলে-দিয়েছে।’

‘মা কি করে জানলেন যে আমি এসেছি।’

‘হাত-ওনে’ মালতী চলে যায়। আশ্চর্যগানের হাওয়ার,

পাখির ডাকে নৌসূর ধনে হর মা বেনে ওর নরীয়ে হাত
 ফুলিয়ে বিচ্ছেদে । রত্নবীণা গাছগুলোর অঙ্গুল হরে আছে ।
 আর তার মধ্যে লাল লাল ফুল ।

বিলীশখান্ন সঙ্গে দেখা হতেই ব্যা : 'কি করছিল !'

'কিচ্ছ-ন', দেখায় ।'

‘সে কিরে ! হাস্টা দি করবি ?’

‘একদিন। হাল্কা-খিঁচি তো বহুত।’

‘ঘাইনে পল্লব কিছু কম। একজন বি.টি. পড়তে গেছেন তার আয়সায়।’

'কোথাও'।

‘গোবিন্দায়া । চন্দ্ৰ কালকেই । কালটা বলে ওখানেও
 থাকে পারদি, মাতে মধ্যে বাড়িটাও বেধাওনা করতে
 পারদি । একেই বলে দ্বাদশ ।’

‘লাকে কিছু আদ্যর একষট্টি দিখাল নেই দিল্লীয়া।’

‘তালো ফেলেরা ও স্বকব বলে। তালো কথা, সত্যিয়ে
এখানে বাড়ি। তোর বাবা/গাভার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই এখনো
ভিচ্ছ হয় নি।’

‘লাকটা বেখছি তালোই। হ বেলাই দুটে সেল নেমন্তর।
বেখা হাক তালো আর কি আছে।’

এত ভাত্তাভক্তি এত করে যে কিছু ছুট বাবে, দুকুইয়ে
পারে নি নীলু। পতি পতি 'দাকে' বিধান করতে
হচ্ছে হচ্ছে। নীলুকে নতুন জীবন তৈরী করে নিচ্ছে
হচ্ছে, না নতুন জীবনই নীলুকে হুঁকে নিচ্ছে বোঝা
যায় না। নির্জন গছায় কাশীদেবীর পায়ে বনে বাগানবনের
দেখে বিকে তাকিয়ে নীলুগ যেন হয়, কতদূরে কলকাতার
দখলভাঙেরা চাকরি থাকি পড়াশুনা করছে আর নীলু
পূর্ণপাশিত জোড়ের মত ঘুরে ঘুরে সেই গ্রামেই কিরে এল,
কিসের মত? একি একরকমের ভলগতা-পূর্ণপাশিত।
আজ পদারনগর হাজারের ঘোঁ। আশাত মতো এ থেকে

পাণিরে এনে নতুন ঘাসের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকতে চায়
সে? নতীয় লজা যেমন চাই হাতে পাক ছুঁয়ে থাকে, বত
ছুঁয়ে বাক, তেমন কি সে চার মেলেবেলায় বৃত্তকে ছুঁয়ে
থাকতে? কিন্তু তাতেই বা নিরাময় কোথায়? নীলু
জানে কষ্টের নির্বন্ধ জীবন অতীতের গর্ভের মধ্যে রয়েছে
কতের বত, ডাকের 'চাই, নীলুকে চাই'...

[illegible]

লাগোয়া টিমের বাড়িতে। এক বিধবা অস্ত্রধরিণী ঘেঁষে ঘিরে বান—ওরা সকলে ওকে ভাঙে শান্তি শিখি বলে। নীলুও তাই বলে।

সেদিন নিরঞ্জনবাবু নীলুকে বলেন : ‘আইক সন্ধ্যায় আশাবের বাড়িতে চা খাইতে বসিয়ে দা’

স্ববোধ ঘোষ ইতিমধ্যে পড়ান, চুপি চুপি বল : ‘বেশেন তাই, বুড়ো আপনাকে সহ করতে শ্রম করেছে। সেয়ে আয়ে।’

‘কি জি, এ সব আপনি কি বলছেন।’

‘বললাম’

নীলুর ঘনটা ঠিকতায় ভরে যায়। কিন্তু বিকেলে পাঁচটার ট্রেন চলে যাবার পর না গিয়েও গিয়েছিলো না। হাষ্টার বনাই ইন্ডিয়েয়ারে বলে ভাসক পড়িয়েছেন। ‘এই যে নীলকমল বাবু, আসেন।’

রাণী, অ-রাণী বলতে বো।

রাণী একটা খোঁড়া এনে দেয়। ‘ওনারেই চা খাইতে কইদিলান। চা আর হালুয়া খান্য।’

রাণী চলে যেতেই হাষ্টার বনাই বলেন : ‘অর না নাই। পাকিখানে আশাগো বাড়ির বিধির পায় ন্যানে তইয়া আছে। শান্তিতে। খুব পাসেনিাল টক হইল্য—কিছু ঘনে করছেন না।’

‘না, না’ নীলু তুচ্ছক বেথতে থাকে। একটা টগর পায় ফরম উঠোন। বাগের বেড়া, তারে সুন্দর শাড়ি, সজবত জানীয়ে। ক্রাফলা ঘেরে, চটপটে। ‘কি রকম লাগতেছে ইহুগ।’

‘ভালোই তো।’

একটা কাঁধনিখান হুচি পড়ে। নিরঞ্জন বাবু বিধর সুন্দর জুসে আকাশের বিকে ভাঙান—হুঁ অত পেছে—বেয়ের জুরে তখনো বহু লেগে আছে—

‘বুড়োনে সব ইনস্টিটিউশনের মধ্যে পাপ চুকছে। আশ্বর্ষ নাই। আশ্রয় আশ্রিনী বতকে বেথজি, অপরীপ বাবুরে বেথজি। আর আইককাল—পলিটিক্স চুকছে। পলিটিক্স

খাচাপ না। আশ্রয়ও পলিটিক্স করজি। আইককাল ট্রিক পলিটিক্স না, নীতিহীনতা আশ্রয়হীনতা চুকছে। ফলে

ভাঙা ভাঙো হইবে কোথিকা। অপর অপর ভাঙো খাইতে পায় না পরতে পায় না। প্রবেশের আরে—কিন্তু বহর বিয়া প্রবেশের সজব করতে চায় না কেউ। একটা লোকটার খিলাপ না? বহর হইছে।’

নীলু কোন উত্তর দেয় না। রাণী চা হালুয়া এনে রাখে—একটা প্রাই কাঠের তেপনার ওপর। তুলসীতার প্রবীপ দেয়। নিরঞ্জনবাবু চা পেতে যেতে বসলেন :

‘আনগেই। চতুর্দিককে আনগেই। এইখানের ভেলেদিল্য—গুলান কেমন ঘেন হইতেছে। মানে লামনে তো আশ্বর্ষ নাই, পর নাই। নীলকমল বাবু, আশাগো বহর হইতে, ককে তাইয়া পড়জি। আপনাপো সামনে পুরা জীবন—যৌবন। হেইখবেন তো একটা পদের ছিল্য বেগন বার কিনা।’

খুব শক কথা। বক্তৃতার মতোই। এই কবিনেই গোপালিয়ার নতুন পরিবেশে এসে বসার অলস নীলু ঘেন ভিতরে ভিতরে তাসির অসুস্থ করে—‘কি যৌবনের ধর্মই তাই—যে যৌবন হুখে অভিজ্ঞতার রহস্যে প্রেরণার ক্রমণ তার দাবী নিয়ে নীলুই আশ্রয়িত্বের চকের ভিতর দাখ্য কুমারে—কিছু একটা করতে হবে। জীবিকা নয় কেবল। কোথাও ঘেন সত্যিকার জীবন আছে দ্রুত জীবন্ত; যাথে মাথে তার ভাক শোনা যায় : চাই, নীলুকে চাই।’

‘আজ্ঞা, তা হলে উঠি হাষ্টার বনাই।’

‘উঠ, বন। আজ্ঞা। একটা কথা বলবো (হাষ্টার বনাই মাথে মাথে পলিটিক্সের তাখা বাবুয়ের চোঁটা কয়েন) কিছু ঘনে করবেন না, মানে কোম্বাইট পাসেনিাল—’ নিশ্চরই এয়ার রাণী একেয়ার। স্ববোধ ঘোষের ভবিষ্যদ্বাণী। বুড়ো, খুব সৎক পায় নয়।

‘বলুন না!’

সলাটা পরিষ্কার করে নেন নিরঞ্জনবাবু। কান্ডে এসে নীলুও কাঁধে হাত রাখেন। আকাশে বেঘের তিতর বিরে একতালি টাং উঠেছে। শাশনের বাঁঠে আঁকন নিখিলের লম্বনে অসুট কোয়াং, তয়েকটি জোনাকি।

‘হানে ইটু লুগ লাইক অবনী—সেই কত—‘কিছুকল বইং! খুব কান্ডের দিকা বেখুং বইলাই ডাকছিলাব নীলকমল বাবু—’ দীর্ঘ নিশাস বে কত স্তম্ভভার হতে পারে নীলু হানে না। ‘হাই, কটটা! আন তো বা!’

তালি পড়া হারিকেনে কুলে ধরে নিরঞ্জন বাবু, গলবে ধরে আসা পোষ্টকর্ড লাইকের একটা খাট কটো সামনে রেখে খুটরে বেগেন আর নীলুও বুকের বিকে তাকান—নীলুও বেখে—এক বুঝক—নীলুও অবনী—বুঝে ফিল কটটা। সে নিজে বুঝতে পারে না—কেননা নিজেই বুঝানা বেখেতে পাচ্ছে না নীলু, তবু কেমন যেন মনে হয় ঐ পোষ্টকর্ড—ও যেন নীলুই—নীলুও আগের জন্মের বিস্ময়গ্রাহ্য চর্চ। যেন প্রতিধ্বংসই এরকম কোন ছবির মধ্যে বেঁচে আছে নীলু, যা বোধের বা ভাসোবায়া।

‘হি ইজ মাই সন। অবলি সন...’ ইজ। ওরাক নয়। ব্যক্তিগত ভ্রম-পুষ্টিয় যথো এসে পাড়ছে নীলু, একটু অবস্থি লাগে।

‘এই আশায়া স্বাধীনতা, নীলকমল বাবু। বেশ বাড়ি চাইত্যা মার্টের যোগে সরকারি ক্যান্স—ইউজা আছি। এইই কত অবনী জেলে খেছিল। হি তাইড ইন জেল।’ চপখাটা খুলে গাভে নেন।

‘কোয়াইট পানোঁনামো ব্যাপার, কিছু মনে করবেন না। চুচা বইতি তো।’

নীলুও যেনের তিতর কি একটা হয়। ফলে: ‘আখাকে বহি অবনী’র হত মনে হয়, তা হলে আশনি করে বলা: যেন না হাক্টার বশাই।’

‘কুমিও তা হলে আখার বাবা হলে’ হানী হ্যারিকেনটা রেখে পা ছুঁরে প্রেণাম করে নীলুকে।

পাশ্চি দিগি চালা করে বিরে চলে যায় লভ্যের পর। পুরোনো ক্যান্সের বাসিন্দা। সবকাই ড়েংল পনোহো বিন কটাকোর চলে না বলে লুকিয়ে এছটু কাকর্ষণ করে প্রার বশাই। হজ্ঞ ধরের বে, হরতো কোনদিন তার বাড়িতেও তি বাসন থাকতো। হায়া করতো—আজ তাকে পরের বাড়ি চালা করে হেল:খরবের ক্ষর আশাতে হয়। নীলু ভিরে এসে হাতখুং হুং টেপ:নের বিকে একবার বাবে তাখিল। আজকাল আর বিহর বা ছট্ট বহুবার বোকায়ে চা নিতে বদা যায় না—ইকুদের জাহ্নবা অনেকে গুলতানি করে—হায়া একটু বড়—বেই, লকি, মিলন...

একা ইটুতে ই টুতে অমেক হুং হার নীলু—কোন কোমি বিন ইকুগ ছুটি পাকলে নিমন্ত্রণেরও খুব আশে। থাকতে ভালো লাগে না।

স্ববীর বাবু আর অকুলবাবুও থাকেন নীলুও সঙ্গে। ওরাও বেকজিল—ওদের সন্তা নাগিনী ভ:প্রের বোকান, সেখানে আচ্ছা, হাক্টোতি, পরচর্চ।

স্ববীর বাবু উটো জালা:জেনে মেতা:জেনে, চুব করে বলেন।

‘কেমন বেখলেন নীলকমল বাবু।’

‘হানে?’

চাপা হাসি বুঝে যথো পাক ধার। ‘যা ন ছবর হাপী:ক।’

নীলু আর নিজেতে সংঘত কর ত পারে না। মগে করে জল নিজিলি বাগতি থেকে, এক মল জল ছুড়ে ফিল স্ববীর বাবুর গারে। জামা ভাপড় তিজে খেল। স্ববীর, খাখ লা:করে উঠলেন ‘বটে! এতটা! আশর্বা তো কম নয়। হাউগেং...’ হাত খুটো কর এখিরে হাস। অকুল বাবু ধরে বেগেন। ‘ট্রিক আছে, বে.খ বেখ।’ হুমনে

যেহিবে গেলে নীলু'ব মনে হলো সে তো কখনও এরকম
আক্রমণাত্মক কোনলের আশ্রয় নেবে নি। এতদূর সত্বে
আর থাকি চলবে না, বশ হুগতে পারে—এত তাড়াহাড়ি
যে বাশাবল কহতে হবে হুগতে পারে নি। ঘাটি বড়
জত সরে যা'ছে

*

শান্তি পি'নির বাড়িতে আশ্রয় জুটলো, অতীত তা'বে।
ইকুল হু'বীর যোবেব হল আ'কে একটা—নীলু'র এ'ড়ির
বার তা'রা, স্নেহ করে কথা বলে। নীলু'র শু'ব ন'র :
‘একটা পুণের ছিলা বেগুন বার কিনা?’ অবিমীক্‌মার
বস্তের শিশু বহিষাঙ্গের নিরঞ্জন সেনগুপ্ত নামক এক নিৰ্জন
হত্যাশার ভিতর থেকে সে আ'র্জন'ব। শনিবার নিম্নপু'র
সিরে হাত কাটা'র। রবিবার আর কা'ট না—কখনো
যদি ফেলবেলাকার কোন বস্তুর সঙ্গে বেশ'চর তা' বলে
কছু'কন গল্পগল্প করে। পু'লু'র চিঠি পায়। সজ্জন জীবনে
অত্যন্ত হয়ে গড়তে দে। পু'লু'র নিম্নপু'লু'র যাবে।
কালীপু'লু'র আসবে নিম্নপু'র। বাড়িতে থাকবে।
বিভার চিঠি আসে এর কথা। পু'লু'রো এ'রোভো'র
বাঠে ভোট ভোট কাশ হু'ল হু'ল। পরে আসতে।
মরানজু'লিতে শ'লু'র চলছে।

‘নীলু'র, কলকাতার ন'ক'কি তোমার বিবাহ! নি'জকে
লু'ক'রে বেড়াই'ই হয় না। আশ্রয়গণ চাই; পু'লু'র
মারনে এ'ন বীড়া'ও, তোমার মশর কেটে যা'ব। বাবার
মরীর বাগান। একবার আগতে পারো না?’

অনেক হু'র মিটা। তার অমাত্রে অত লোকে বড়
হা'ছে। বাস্টার মশাই থেকে কত মলকে নীলু'র চল
এল। অত নীলু'র তার নিৰ্জন ব'র ব'ক বাইরের পু'লু'র
মারনে বীড়া'বার অত বেন বি'ডি পু'লু'র পা'ছে না! কেন
এমন হয়।

* * *

বিমল কলকাতার ঢাকুরি করে। যোববার এসেই নীলু'কে
খোঁজ কবে খের করলো।

‘ক'দন পরে বেশা, কেমন আছিস?’

‘ভালোই তা’।’

‘এবার বিবে ক'ন ফেল নীলু। একা একা ক'বিন থাকিবি?
বাড়িটা তা' পো'ড়'ক' বাড়ি হয়ে আছে।’

‘আগে তুই কর, বেবি।’

‘বল হু'ল ফেল—স'ডি আমি বি'য়ে করছি নীলু। এই
অম'শই। যেহে'টি'ক তো'র ভেনা।’

‘কে'ন তা'পার তা’।’

‘তো'র পা'ল'র বাড়ির মালতী।’

‘পু'ব ভালো হ'বে’ পরম কল্যাণ কামনার নীলু বিমলের হাত
ফেলে ধরে। বড় ভালো হ'বে। কেউ ভালোবেসে বি'য়ে
করে মশা'র ফেল, বেবি।

‘ভালোবেসে, তুই কি করে জান'লি?’

‘যা'র, আমি মালতীকে বেবি নি হু'লি? কেউ বাড়ি'কে
ভালোবাসলে চোখ বেগলেই যো'তা যায়।’

‘ভালো কথা, ভোট মারি ফেল হু'র'কে জানিস? হে'কে
একটা নাম রেখে দিতে বলেছে। আগবে পু'লু'র পরে।’

বাংলার চলু'র হু'ট হু'ট হু'ল। মটরযে'ত ক'লীপু'লু'র
জল ছু'রে। এক জাঁক ব'ক উ'ড়'ক' হা'ছে মার'র ওপর
বি'য়ে। মজার শাঁখ বাজে। মরোপু'র'র মসি'রের হি'কে
যে পশটা পে'ছে, এমন আর সেটা বেশা পা'ছে না।

*

‘নে'ন একটা শিগা'র'টে নে'ন, মাস্টার মশাই—কল্যাণস্টানে।’

‘না, আমি শিগা'র'টে থাকি না।’

‘বে'কি? ও, আপনাতা'র আবার শু'ক'ক'ক'। ন'দিনী
অপ'ল শিগা'র'টে ব'র'তে ব'র'তে বলে : ‘একটা কথা ছিল’

‘বলুন।’

‘না, মানে আমি তো ফেলবের উপর আপনার খুব হোড়।
পুরোনো ক্যামেরা লোকেরা নাকি আপনাকে খুব
জানোবাসে—’

‘কই, আমি তো জানি না।’ নীলু দৃঢ় হাসে।

‘ইলেকশন আসছে। এবিকে পকারেতেও আমি
টাড়াছি।’

‘আমি যেখন অনবশ্যায় ছাড়া কিছু জানি নে। পলি-
ফার্ট দুকিনে।’

‘আগনি একটু সাবধা করবেন কিছ।’

‘আমি একজন সামান্ত দিক্ক। তাও টেনাররি। আমি
ও সবের মধ্যে নেই জানেন তো।’

‘জানি, সবই জানি। কি সবের মধ্যে আসছেন, তাও
জানি। তবে বঙ্গভিমান কি—খুব চিবিতে বঙ্গ নলিনী
গুপ্ত—আপনার সাহায্য পেলে খুব ভালো হতো।’

‘হাক করবেন।’ মোকটোর সঙ্গে কথা বলতেও যেহা হজিল।
এই লোকটাই রিকিউজের ক্ষত দরকারের চামচাল
জবাব থেকে ছুঁতে করে হঠাৎ বড় লোক—পাতিজান
বর্জারের গোপালপুর হাট থেকে লাকিচিনি লবঙ্গ বা
হুনিবাগার থেকে গাছা চোরাই চালান করে একঘন্টা
লোকের ব্যরক, তার মধ্যে ঐ তেঠে, শক্তি, বিলম্বেরও
আছে তেনেছে—সংসার চালান্তে ওরা নলিনী গুপ্তের
সাক্ষর সাধে—আর আছে ডাক্তারখানার কম্পাউটার
অবির। ভিবে বেড়াল। সালকাগুহানাইজিন চাষবেট
যে সব অল্পে। একটা পা বোঁড়া—লেগেও লেগেও চলে।
নলিনীর জান হাত। এ সব ববর সোম্বিল্লার জানে
সবাই। বের এতে অথক হবারও কিছু নেই। নীলু
বোকান থেকে বেজিরে আসতে গিয়ে মিলনের সঙ্গে হাক্তা
বায়—বিদ্বান সবে পাঁড়ার, হাতের কীচে বোম্বের বিড়ি

অকাল করে। নীলু বলে : মিলন, একবার আমার সঙ্গে
যেখা কনো’তো বকালের থেকে।’

‘আজ্ঞা হ্যাঁ।’

‘বিক বিক হাসি পোনা যায়। নলিনীর না মিলনের ? না
মনের তুল।’

‘হ্যাঁ, তুমি শরীরের বর নাও না কেন ? হাত বেগে
পড়াওনা করো নাকি ?’

‘হ্যাঁ, পুরোনো অস্ত্র। পড়াওনা ছাড়া থাকতে পারি
নে, হাবি।’

‘আবার বাবার ও ঐ অস্ত্রের ছিল।’

‘আমি মুক্তি তোমার হাফা নই।’

‘জিত কাটে হাবি।’ পাঁড়ার জা করে আমি।’

‘চারের অস্ত্রের করিয়ে দিও না খেদী। সব সময় তোমার
হত বোন কোথায় পাও।’

‘এবার বিরে কর। শেষে যেহে ?’

‘আগে তোকে পার করি’ তুমি এসে যায় হুখে। কি
ভালো লাগে। বরিশালের কোন দুই নলী-মাঠ যেহা গ্রাম
দেখা, আর পলিচবৎগার নলীরা কোথায় প্রাচীন রমণশিল
গ্রাম নিমগুহু—হঠাৎ তাইবোন হরে বিকলের যোয়ে
চাফা পালক হরে হুটে ওঠে।

‘এ আরপাটা ভালো না। তুমি চলে যাও কলকাতায়।
এক-এটা পড়ে।’ আতো বড় হও।’

নিরঞ্জন বাবু বাম্বার করে কেহেন। ‘নীলু আশ থেকে যেও,
হাবা।’

‘না, হাক্টার হশাই। শান্তি দিদি খুব হাস করবেন।’

‘ও, তোমার লোকাল পাতিমান।’

নিরঞ্জন বাবু পুরোনো প্রাচীন দিগে বনের বাঁকে বাঁকে
সজাবোনা। হাবি তুলসীতলায় প্রাচীন আসে, সন্ধ্যা
আল দিগে গড়-হরে প্রাণ্য করে, আকালে তামা হুটে

ଓଠେ ଏକେ ଏକେ । ହୁଡ଼ାମାଛା ଖେଳେ ହୁଡ଼ି ମାଟିଆର ଟ୍ରୋନ
ଏକ ।

ତାତମାର ବଟମାତ୍ରତମାର ନବ ମାତ୍ରାବ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରତିଧ୍ବ୍ୟା ଖଡ଼େ
ହେବ ନନ୍ଦାର । ଆତ୍ମ—ବିସର୍ଜନ—ପୂର୍ବରୁ ଡାକେର ବାଜନା
—ପ୍ରତି ନିଶେ ଆତ୍ମାତି ସାନେ ଆତ୍ମାତି । ଏହା ଗୋଟି
ନିହାରି ପରିବେଷେ ଏକେ ଅନ୍ତର୍କେ । ଅନ୍ତର୍କା ବିସର୍ଜନେର
ଆମେ ମେଧାବାର ଆତ୍ମାତି, ବାଜନା, ଟେ ଟେ । ତାତମାର ମାତ୍ର
ନିହାରି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରାବ—ପ୍ରଥମ କୋଳାହଳ—
ନାରିକେଲେର ନାହିଁ, ନହୁଳ ବାଜନା । କାଳେର ମହାଏ ଏହି
ଉଦ୍‌ଗେଷେ ଗୋପ ସେ । ବିସର୍ଜନେର କଳ୍ପ ବାଜନାର ସତ୍ୟ
ବିସର୍ଜନେର ସତ୍ୟସବ—ତୋଳ, ଯେନ, ଘୋଟିଆଟି ବାମାର
ସେନିନ ଭୁଲେ ସାର ମହାଏ । ସେନ ପ୍ରବ୍ୟାମାର ପରିବେଷେ
କିନ୍ତୁ ସାର ମାତ୍ରାବ ତାବେ । ବାଜି, ଡେଲେତାବା, କିନ୍ତୁ
ହୁଡ଼ିର ବୋକାନବ ସେ ବଟମାର । ମାତ୍ରାବନୀର ମୁଖାର
ହୁଡ଼ିର ବାଜା ତାରା । ଏକଟା କିନ୍ତୁ କରେ ଏହି ଉଦ୍‌ଗେଷ
ମାତ୍ରାବନୀ କରେନ । ନିଜିନୀ ଗୁଡ଼, ଅବିର ମହାଏ ଆଜେ ଏର
ସତ୍ୟ ।

ନିସମୁଦ୍ରେ ଡଟିଗାସି ଆର ହୁଡ଼ିଆବାଜିର ମୁରୋନୋ ଡାକେର
ଅନ୍ତର୍କା । ବାମୋରାସି ମୁଖା ସେହି କାହେମାତ୍ରାବ । ଐ କଟା
ବିନ ଗୋସେ କାଟିରେକ ନିହା । ବିସର୍ଜ, ହୁଡ଼ି, କାଳୋବର, ଏବୀର
ହେଲେବେଲାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଡ଼ିଟେ ଏନେ । ମୁଖାର ମର
ସିରିସି ଓବାନେ ସାବେ ଏକସାର । ଡିଟି ସିରିସେ । ମୁଖୁ ଓ କାଳୀ-
ମୁଖାର ଆମାସେ । ଗୋସେର ମାତ୍ରାବିତ ମହାଏ, ହୁଡ଼ିମାତ୍ରାବିତ
ଆତ୍ମାବିତା ବନ ମୁଖାତ୍ରାବ, ଟେ ଟେ କରେ, ତାବେର ମାତ୍ରାବେ
ହୁଡ଼ିରେ ବାଜା ଲୋକେବା ଏକଟା ହେବେ କବିନ ଆଗୋସ ଏସୋସେ
ସେତେକେ ତବନ ମାତ୍ରାବେ ସେକିରେକ ନିହା । ଏହି ସତ୍ୟ
ନେହର ସେନ ମାତ୍ରାବାର ବାଜିତେ, ମାତ୍ରାବାର ବାଜିତେ ।
ନକାକା ମାତ୍ରାବାର ତବେ ଆଜେନ । ଆକାବେ ଡାକେର ବନ

ମଡ଼େ । ଆବେ ବାବେ ବନେନ : 'ତୋମା'ବର ବାଜିଟା ମାତ୍ରାବେ
ନାବ ନିହା—କେଲେ ସେଧୋନା' କଥା ବାଜିରେ ଆମେ ।
ବିସର୍ଜନେର ବିନ ହାସି ବେଲିକିଲ ସେତେ । ମୋହୁଲିଆର ଆତ୍ମାବ
ହେବେ ସତ୍ୟାବେନା । 'ଏମୋ କିନ୍ତୁ ବାବା । ଏକା ଏକା କି
କରେବି ନିସମୁଦ୍ରେ ।'

ମାତ୍ରାବ ମୁଖ ଏକା ଏକା ଗୋସେ । ଅନ୍ତର୍କା ଅନ୍ତର୍କାବିତ ଏହି
ମୁଖ ମାତ୍ରାବେର ସତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍କାବିତ ଅନ୍ତର୍କାବିତ ସେନ ସର
ନା ସେନ । ଡାକେର ସତ୍ୟ ମାତ୍ରାବେ ଗୋସେ ନିହା ।
ଡାକେର ବାଜନା ପ୍ରାମି ପ୍ରାମି ଅନ୍ତର୍କା ତାଲେ ଡିଟିକେ । ତୁଳ
କାତ୍ରାବେ ସେତେର ମାତ୍ରାବିତ ସେନେ ସେତେ ବାଜାବେ କିନ୍ତୁ
ଡାକେର ହେଲେ । ମୁଖ କୋଳାହଳ ହେଲେ । ହୁଡ଼ା ହୁଡ଼ା ହୁଡ଼ା ହୁଡ଼ା
ହେଲେ ହୁଡ଼ିତେ, ଓଟା ବେଲେ ମାତ୍ରାବ । ମୋହର ତବେ ମୋହ
ଡାକେର । ଏହି ସତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍କାବିତ ବନ କରେ ସେନେ,
ଆକାବିତ ହେଲେ । ବାଜାବିତ ନହୁଳ ଆମା ମାତ୍ରାବେ ଡାକେର ।
ହୁଡ଼ିଆବିତା ଅନ୍ତର୍କା ଏସେ ବଟମାର ବାଜି ହେଲେ । ଡିଟି
ବାଜିତେ । ମାତ୍ରାବିତ ମୋହେର ସତ୍ୟ ସର କେଟି କେଟି—ମାତ୍ରାବ,
ବିଲ୍‌ବ, କେଟି, ବାଜି—ଆମା ଓଟା ବିଲ୍‌ବିତ ମାତ୍ରାବେ ସେଲେକେ ।
ମୁଖ ହୁଡ଼ି କରେ । ନିହା ଏକଟା ହୁଡ଼ି ଏକଟା ଆତ୍ମାବାର ତାଲୀ
ବାଜିବେ ଏହି ସତ୍ୟାବେ । ଐ ତୋ ମାତ୍ରାବିତ ମାତ୍ରାବ ତାବ
ହେଲେସେରାବେର ନିଶେ ଏସେ ମାତ୍ରାବେର । ନିହା ଏକଟା ମାତ୍ରାବିତ
ମାତ୍ରାବେ ଏସେ, ମାତ୍ରାବିତ ମାତ୍ରାବେ ଏସେ ମାତ୍ରାବେ—
ହୁଡ଼ିକେ—କାତ୍ରାବେ ସେନ—ନିହାବେର ହେତ ମାତ୍ରାବ—ଅନ୍ତର୍କା ଓ ସିରି
କାତ୍ରାବେ ତାଲୋବାସେ ଏବାବେ—ହୁଡ଼ି ନିହାବେ ସେତେ ମାତ୍ରାବ
—କିନ୍ତୁ କରେ ବାବେ—ଡାକେର ବାଜନାର ବିସର୍ଜନେର କାଳୀ
ସେହି ବର ବାଜିର ତାଲୀକିତା ସେନ—ସିରିକା କରେ ନିହା, ଡିଟି
ବେକେ ମରେ ଏସେ ହାସି ନିହାବେ କାତ୍ରାବ ଏସେ ମାତ୍ରାବ । 'ବାବା,
ହୁଡ଼ି ବିସର୍ଜନେର ମର ଆବାରବେର ବାଜି ବାବେ । ବାବା
ବନେନେ ।'

'କେନ ?'

'ଏହା ବାବା ଏକା ସେନ ଆଜେନ ଅନ୍ତର୍କାବେ । ବରତ

কাজেই। বাবার কথা মনে হচ্ছে খুব। এই মিনটা
এত ব্যাধি লাসে। বা-ও নেই।’

কাজা বেন কুলায় ওপর প্রবীণ নিয়ে চুপী প্রতিবার
অন্যভাবে খুশির চারদিকে ঘোরাচ্ছে। বাটার চোখ কলকলে
বলে মনে হচ্ছে বেন। ‘চুপী মাঝেই জর’ শত কঠোর
চিন্তাকারে কারুর কথা আর শোনা যায় না।

‘তবেইর নাম। খুব মজা লুইসিন’ সুখীর বেশ জামা
খুশি টানে নীলু—বসে বসে ম’লিনী, অমির, নজি সবাই
এসে বিয়ে কোলে, আহো অনেকে—

‘এ সব কি হচ্ছে বসাই! হিহু’মি বলে জেস্টিক নেই
আবারের।’

‘হার নামাক’

হানী কেঁবে কোল। নীলু হাত তুলতে না তুলতেই কিল
খুশি চড় পড়তে থাকে—বাটার উপর পড়ে যায় নীলু। নাক
বিষে রক্ত পড়ে। ‘হার’।

‘হাফাশিরি ছুটবে বিজি। হাফা। বাইরের লোক এসে
মজা লুট করে।’

মলিনী শুভ হা হা করে ওঠে। ‘আহা অত উত্তেজনা
কিনে। একটা মা’লিসি করলেই ঠো হর। আরশিট আর
কেন!’ কোথেকে ছুট আসে মিলন। বোধ হয় চাক
বাজাছিল। হাতে একটা লাঠি। ‘তবেই! হাফা
মশাইর গারে হাত তুলেছিল!’ সাধনে হাতে পায় তারই
হাফার বসিরে বো লাঠি। হুহু’রত সব ঘটনা ঘট যায়।
ভক্তকণে কেবে হুঁকা দেহেরা ছোট-ছুট শুরু করেছে।
প্রতিমা কেলেই অনেকে পারিলেছে। একটা হাফাক
উঠে গিয়ে বাসেই আশুন লাসে। একটা বিজি তাও
শুরু হয়ে যায়।

‘বেইমানি করবি না মিলন’ অমির এগিরে আসে ভাঙা
নিয়।

‘কিনেই বেইমানি। হাফার মশাইর গারে যে হাত বেবে
তাতে খুন করে কোলো?’

‘বটে!’ একটা ছুরি কোথেকে এসে পেট পেঁখে যায়
মিলনের। মিলন একটা হাত বিয়ে চেপে ধরে তলপেট।
আঙুল ছুঁয়ে রক্ত বধের করে পড়তে।

‘খুন! খুন!’ হুহু চিংকার ওঠে। সন্ত্রাস। মিলন
পড়ে হাফার আসে লাঠিটা বসিরে বো মলিনীর কপালে।
তখন যে বেখানে পারতে ছুটেছে। হানী নীলুকে হাঁড়
করায়। নীলু মাথা কেটেছে। চোখ-মুখ রক্তে ভরে
পেছে। লাঠি পিসি ছুট আসে কোথেকে একটু ঠা গাফা-
হুগ পারের পাঠা নিয়ে। ‘হাফো, হাফো—ওহো—
এ্যাত রক্ত আর ভাবতে পারি না। দোহ, গোপালের
হারকে দেখিন সাধনে কুপাইয়া মাফিলি হুগাঘিতে পেই
হিনও এ্যাত রক্ত পড়ে নাই—ও মিলনের!’ মলিনীকে
পাফাকোলে করে ওরা তুলে নিয়ে যেতে থাকে। নীলু
লাঠি পিসির হাত ধরে বলে লাঠি পিসি ‘হানীকে একটু
পৌকে হাও এম্বুনি। হানী, চলে যা যোন।’

‘না, তোমারে নিয়ে যাবো’।

‘তা হু না হাফি—খুন বা। হাফার কথা শোন।’
লাঠি পিসি হাফীকে কোর করে ‘নিয়ে চলে যায় হিড় থেকে।
সারা নশ কারা। সারা শব কিকে কোথাকা—বেন কারের
হাফার কপাল থেকে পড়িরে পড়া রক্তধারা...

তিনকড়ি হাফোগার কতিত খুব। কোন করে কুকনসর
থেকে লাঠিভটি পুঁশন এসে তাওন শুরু করে ঘিরেছে।
ধরে ধরে কোয়ানবের ওপর লাঠি-ট করে—বোণ-কনস
তরুনত করে জন পাঁচেক ভিখিরি তৎক্ষণেই ব্রেকটার করে
কেনল। মিলনের বৃত্তবের তুলে কিল পা’ড়তে, শেঠিবটের
অত সবরে বাবে। মলিনী, অমির, সুখীর কাউকেই

পাওয়া গেল না রহস্যময় কারণে। ফেরায় তরা। একটা আভ্যন্তরীণ ভাষা বোঝে এগেতে গোপু লিখার কীধনে। কোলে বেঁধে আগা প্রতিমা কথানি লাক্ষ্যেতে তারা চুপি চুপি ধানখেতের পাশের ডোবার কোলে বেঁধে এসেছে। সবর থেকে পুলিনের যে অকিঞ্চিৎকর এলকিঞ্চন তিনি রহস্য শেষ করে একমাত্র আত্ম আশ্রয়ী মৌলবসমূহকে নিয়ে সবরে যাবেন। রাস্তির বেলাটা মৌলু কাটালা তিনকড়ি হারোপার কাড়িতে। অস্ত্র মাথার ব্যাংকড উঠেছে। একবারি ওগর সুটকে রাস্তিরে। শান্তি নিনি কোথেকে আশ্রয় করে এনেছিল।

‘নিমন্ত্রণ মাথা মৌলু করলো। কালা কুটীর মত দুঃস্বপ্নের ট্রেন দেখা যাচ্ছে। সামাজ্য কালা ঘোঁরা। দুঃস্বপ্ন। কয়েকটা ভালসাহেবের ওটনার তিনটি বিদ্যে ঐ নিমন্ত্রণ পাঠেটা কৈশোরকালীন আশ্রয়ীর মত কাড়িরে থাকে।
মৌলু মাথার ব্যাংকড। পায়ে হাতে বাকল ঘাবা।

সামাজ্যের সুখের নি। ওকে বিশ্ব তিনচারজন সিপাই আর তিনকড়ি হারোপা—তিনকড়ি-হারোপা দুইমিউ অস্ত্রবৈদ্যেতে ব্যাংকড ট্রেন বেলাটা চুপে চুপে এমন আর বিপুল বিক্রম চাওকিতে কটাক্ষপাত করেন। সার্কেল ইনসপেক্টর ভাবলেনগীর বুঝে কাড়ির পাংকন ঘাটন হাতে। লোকের চিড় ব্যড়কে। সারা গোপুনিয়া এসে তেড়ে শড়েও কেঁপেনে। ততক্ষণে গাছের ওলার কাড়িতে রাষ্ট্র। চোখে জল। কে যেন এসে প্রণাম করে মৌলুকে। মৌলুকে যেহেতু পায় না ভালো করে—চোখ কাপসা হয়ে আসে। চা চা চা। কালা কুটীর বড় হতে থাকে। লব্ধ লব্ধ লব্ধ। সকালের ট্রেন...ইন্স কি চিড়...তিনকড়ি হারোপা ট্রেনবেটে সামল্যেতে সামল্যেতে বলে : ‘চলেন, শক্তবাড়ি...ওঠেন, ওঠেন, লক্ষ্য কিশোর...’

ততক্ষণে গাছের ওলার রাষ্ট্র চোখের জল দেখে। সুকর কাছে আসলে ঘরে রাখে একটা হলুদ হয়ে ব্যাংক বিবর্ণ ফটা।

তীক্ষ্ণ হইল। ট্রেনের মধ্যে লক্ষ্য কালা—ছোট ছোট ছেলেরা ঘোড়াতে থাকে : মাস্টার আপাই! মাস্টার মপাই...

ব্যর্থতা

অজ্ঞাত গোষ্ঠী

চাঁদের আলো পাতার পাতার কীক বিয়ে পাতিরে পাতিরে
নায়ে। খট পাতের সুড়ির মত। বাসের উপর গেল
চৌকোণ ত্রিকোণ নানা আকারের সাধা সাধা ছাপ এঁকে
যেহ। তবে গোলা ফাঁপের সাধাখাই বৈধী, সুট যোথীর
পাতের বেঘন থাকে। হাস ঘনও নয়, সখীও নয়, সখুও
নয়। মাত মাতের হাস উঠে গিয়ে লাগ কাঁকুরে মাটি
বেরিয়ে পড়েছে। তার কারণ এই হাসে এই মাটিতে
মাটির পাতের ছাপ পড়ে। এখানে বলে তারা পতা করে,
কর্ষহুতী গ্রহণ করে, শপথ নেয়।

চাঁদকে ঘন নির্বিক ঘন। এত ঘন যে ঘুরে আসে
অভাবে, উপরে ওঠার মত সলল হাতের অভাবে, অপেক্ষা-
কৃত তলল পাড়গুলি এঁকেবঁকে হুঁড়ে-হুঁড়ে উঠে।
নিঃসর বিকোর পাতাগুলো বিবর্ণ আলোর অভাবে,
আকারে ছোট। পতাগুলি মানসিকতার জানা অজানা
পোকা মাকড়ের খাত এবং বাসস্থান। এত বড় বনের
মধ্যে একটি বৃক্ষের নিটোল পাতা পেতে হলে অনেক
যোয়াবুঁর করতে হবে। এই চারানির্বিক প্রকৃতির
অভ্যুত্থানের মধ্যে লক লক নির্গত আর কাঠিবেকানী
মনের আনন্দে হাস করে।

এই বনের মধ্যে মাথুরের পকে প্রবেশ করা অবশ্য পদক
নয়। তবু মাথুর ঢোকে। মাথুরের পাতের ছাপ পড়ে
পাতের তঁড়ির শাপ বিয়ে বিয়ে আঁকাবাঁকা পাতের চলা
পথ তৈরি হয়েছে। মাথুর এখানে ঢোকে পাতের তললে
লতা ও ভাল সখ্যে করার মত, অথবা বৌমাছির ঢাক

অনুসন্ধান করার মত। সাগর কাছড়ে কত মাথুর
অকালে প্রাণ হারায়। তবু তারা আসে। মাটির উপর
মাটি দিয়ে হুঁক হুঁক শব্দ করতে করতে, মাতে সঙ্কলন
লিকলিকে লীলায়িত মৃত্যুমা শব্দ শেয়ে হয়ে যায়।

প্রকৃতির অজ্ঞাত গোষ্ঠী এত ঘন কবলের মধ্যেও এক
ফালি কীক। অধি। বেশ প্রসাত; বিশ পটিন জন লোক
অন্যায়নে ঘল মিটমিট করতে পারে। চাঁদকে ঘন নির্বিক
পাতের সারিতলো চাঁতত বেগমাল। মাটির উপর
ভালপালার চক্রান্ত। পাতার বিভ্রাস এত নির্বিক যে
চাঁদের মত বিকৃত হতে হয় না পোকের। আর হয়
চুটির মত মাটি অধি পৌঁছায় না। বৈধী বৃষ্টি হলেও
অল সত্যসরি আকাশ থেকে মাটি অধি নেমে আসার
পথ পায় না। পাতা থেকে পাতাত্তরে পড়াতে পড়াতে
অপেক্ষে মাটিতে পৌঁছায়। পাতার পাতের অমল ময়লা
যেহে অলের মত।

এ আরমাটা থেকে আর মাইলটাক দূরে আবিবাণী অকল।
মাইল আড়াই দূর একটি ফোঁড়ি ময়র। আবিবাণী
প্রোবকল পুরোপুরি বিস্তারিতের কবলিত। পদে
সরকারী কর্মচারীদের কীবনের নিশ্চরতা নেই বলে তারা
এখন আরও কতক মাইল দূরে বড় শহরে থাকে। শহুর
বেলা সপ্তাহ বাবিনী পরিবেষ্টিত হয়ে তারা ফিরে আসে।
কোট কাচারীর কাছ থেকে সন্ধ্যার আগেই আবার ফিরে
যায়। বাসিন্দাদের থেকে সরকারি ও ট্যাক আদায় করে,
বিস্তারিত।

বনের মধ্যেকার কীকা জাফাটাকে লগঠনের লোকেরা বলে ক্যাম্প। সারা বেগ হুড়ে এ রকম ক্যাম্প অনেক আছে। সাধারণতঃ মাঝে মাঝে মিটিং করার জন্যই এই ক্যাম্প ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সরকার লুক মাঝে মাঝে বিদ্রোহীদের জড়িত বলে নিহুল করার জন্য বহুগরিবক হয়ে ওঠেন। তখন হাজার হাজার দৈনিক কীপ আর টায়ে তড়ি হয়ে হয়ে এসব নীমাত্রবতী অকলগুলিতে বানো দেয়। মাটির উপর হিরে গড়িয়ে গড়িয়ে আসে আবার্ত কার আর টায়ের সারি। মাথার উপর উড়তে থাকে ঘোমাক বিমান। বিদ্রোহীদের তাহার এই সব লম্বলঙালার নাম ইমার্জেন্সী। তখন বনের ভিতরকার ক্যাম্পগুলি তাহের চক্ৰিণ বটীর বাগহান হয়ে ওঠে। সেইমতঃমাটির তলার সুরক্ষিত অবস্থার বাত এবং অল্পসল্প লুকিয়ে রাখা হয়।

সকাল বেলা। ক্যাম্পে হাজার কেবল বা-ম আর বা-মিন। বেটে বেটে চোরালা উঁচু নাক খ্যাৎকা মলো-দিয়ান চেহারায়া মাহুৎ। এখন তারা শিতিলিয়ান গোয়াক পড়ে রয়েছে।

বা-ম আদ-মোরা অবস্থার হাতের তালু উপর মাথা রেখে খবরের কাগজের উপরে রাখা হুড়ি আর নাগকোলের টুকরো চিন্তেছে। বা-মিনের পরণে কেবল আতারওয়্যা। তার হাটুর উপরেও একাও হাতে সে ওহু লাপাল। কদিন আগে এখানেটার একটা স্প্রিঙার লুকছিল। পাঠির ভাকের স্প্রিঙারটা ধার করে বিয়েছেন। বা বাথা লেগেছিল! কারণ আনোয়েটিক ছিল না। বা বোক, এখন অবস্থা ভাল,—তু বা রয়েছে। বায়ের চেহারা ভাল। কয়েকদিন সলম লাপালে সেয়ে বাবে। বা-টার উপর বর করে তুসোর আধরণ হিরে সে ব্যাওলক বাবতে লাপল।

তার হাত বেঘন চলাছিল, রেঘনি হুৎও। দ্বিতীয় বিশ্ব-
ভাঙ্গ '৭৭—২

যুদ্ধের সময় ক'টা বেবকে সে রেপ করেছিল সেই গল্প হসিরে হসিরে বলছিল। আপান এগিরে আসতে। বেপের মধ্যে টুক পড়ল বলে। মায়েব মেয়ের বল পৈতক প্রাণের মাথার সব ছেড়ে ছুটে হিরে পালানো—টেনে, আতাকে, এখানেনে। কিন্তু বানের মাথা কাম, পলায়ন-প্রার্থীর মাথা বেসী। লুক লুক লোক পায়ে হেঁটে দার দার বেপের উকেন্ডে গওয়ানা হিরেছে। কিন্তু তারা হল সাদা আঘনী। তারা সো পায়ে হেঁটে যেতে পারে না। মেই মোকার বা আনখটা লুটেপুটে নেওয়া আছে। পুবিবীর সেরা সেরা আনক। তারপর আপানী বোমার বাবে গ্রাণ পেলো আপপোয়ের কিছু ছিল না। বাত এক টুকরো কটীর সুর একটা দেব হাখী হয়ে গিয়েছিল।

বা-মার জোপ হুটে চক চক করতে লাগল উর্বার। সে-ও বানিরে বানিরে হুৎএকটা গল্প বলল। কিন্তু ঘরা পড়ে গেল। বা-মিন তাজিলোর ব্যব বলল : থেৎ ! থাকে কথা। যে হুড় বেঘনি সে আবার কীবনে কী বেঘল।

বা-ম তু হার হানতে রাখী নয়। বলল—পহরের পুসিন ইমপেউরের বোকে বেঘেছ দাফা ?
না।

তোমার কীখন বুঝা। ওর চেয়ে অনেক বেঘেছেলে পুবিবীতে নেই। কোন না কোনদিন এ পহরে আদরা নিশর হামলা করব। সেদিন ঐ বোটাকে কারবার পাব। নিশর বলছি। আপোই বলে রাখছি, তোমরা বাগড়া দিও না কিছু।

তারা সবারের তর বা শিকিত তর থেকে আনেনি। তারা ছিল সবচেয়ে নীচের তলার বাগিন্দা। যে গ্রুয়ে তু বেঘের গিবে ছাড়া আর কোন রকম গিহের অতির নেই; আর সেই বেঘের গিহেরও চরিতার্থতার কোন প্রযোগ নেই। একটা অশহরীর অবস্থার মধ্যে কীখন-

দাশন করতে করতে আরও ভাবের একটা জীবন তাই
বেধে নিচ্ছে। কেন নিচ্ছে কে জানে! তারা
বিক্ষোভ তুলে করে জানে না। ঠিকি? হ্যাঁ, তা আছে
কৈকি? তারা অনেক ভাবনাতে পাকে এবং তা শেষেও
ওদের মাঝে ভাবনাটুকী কেড়ে নিতেও ইচ্ছা হয়: করে না—
তাদের প্রতি নিষ্ঠারই ওদের উৎসাহ দেবে নেই। হিন্দা? হ্যাঁ, তাও আছে বৈকি! তারা হিন্দা দিয়ে দাশন করে
তাদের হিন্দা দিয়েই কথার বিতে হয়, এই তাদের দরজা-
দুটির কথা। লোক? হ্যাঁ, তাও আছে বৈকি! বা
তাদের নেই, কোনদিন পাননি; তার কিছু দাবি তারা
পেতে চায়। নব জীবনের আশঙ্ক! হ্যাঁ, তাও
আছে। যদিও নেই একটা অশ্রুত অনিষ্ট বসে ছাড়া
আর কিছু নয়।

সুতরাং তারা এক অন্ধ জৈবিক প্রেয়ার চাপিত অন্ধ
সামগ্রিক শক্তি দ্বারা। সংগঠনও তা জানে। তাই
তাদের চূর্ণান্ত লবণা প্রক্রান্তকে বাহিনী। নৈতিক বন্ধনে
বীজতে চেষ্টা করে। কিছু কিছু অস্ত্রের কাম করার অসুখতি
তাদের বেগে আছে। কিছু অস্ত্রের কাম তো তাদের
অস্ত্রের কতই প্রয়োজন। লুটপাট করে না জানলে
তাদের আহার হুঁপে কোথেকে? লুকিয়ে চুরির হাতেও
অন্ধকারে শত্রুর চোখে ঠাকি হয়ে তাদের খেড়তে
হয়। কখনো বিনের পর বিন খাওয়া খোটে না।
তখন চোখের সাধনে রাজতলে বেগে তারা কেড়ে নেবে
না, এমন বুদ্ধ-বস্ত্র তারা দেখেনি। তথাপি পাঠের নির্দেশে
তারা কতকগুলো নিয়ম খেনে চলে। পুরো বা আধা-
জ্ঞানবাহীন এলাকার তারা কখনো অস্ত্রের কাম করে না।
বাইরের এলাকাতেও প্রতিবেশের উপর তারা কখনো হুঁপ
করে না। স্বাধী ও শিকার উপর হুঁপ করতেও পাঠের
নিষেধ আছে।

স্ব-স্ব কথার লবণে বা-বিন আবার একটু জাঙ্কিয়ে

হাসি হাসল। সুতরাং স্ব-স্ব উত্তেজিত হয়ে নোকাভায়ে
উঠে বসল।

এই সময় ইউনিট কমান্ডার সি-নি করেকজন সাধারণ
নিরে পুস্তকান কলেন। বা-স এবং বা-বিন উঠে গাড়ির
সাধারণ কারবার অস্ত্রবাহন জানালো।

ইউনিট কমান্ডার সি-নি সতলের চেয়ে লম্বা বড়।
সামগ্রিক গোলাক পুরা। হুট্টা একটু তাষাটে, দুখানার
অক্ষত ত্রুণের দাঁস থাকলেও প্রবুধ-ব্যক্ত।

ওদের বেধে পুশি হয়ে বসলেন: তালই হারিয়ে—বা-স
উপস্থিত আত্ম বেধছি। বা-বিন তোমার পা কেমন?
বা-বিন বলল: ভালই বিকে দাঁটার। আশা করছি
আর চাঁচা বিনের মধ্যে অপারেশনে বেকতে পারব।

ওরা দাঁচাওনত: কমান্ডারকে দাঁটার বলে সাব্যস্ত করে।
সি-নি বললেন: তাকাতাড়ি সেয়ে ওঠো। লাক্ষনে
শুভ্রতর কালেয় সময় আসছে।

ইতিমধ্যে সকলে কমান্ডারকে ঘিরে বসে পড়ছিল তাদের
বিচারাংক। চার পাঁচজন একসঙ্গে বলে উঠল: কী কাম?
কী কাম দাঁটার?

কাম জানে লেন ছোট বা বড় সামগ্রিক কর্মপুতী। কামের
নাথ ওদের দাঁচা উলোহ। বলে থাকলে বেধে বাত
হবে ব্যা—সুতরাং বলে থাকতে ওদের দাঁচা অনিচ্ছা।
শত্রু পুখে পুখে শুণ্ড শুণ্ড অর কলস করবে দাঁকি ওয়া?
ওহা কি দাঁচা? ওদের গারে কি বাপ-মারের রক্ত নেই?
নম! এই বে প্রভাববাহী এলাকার টাঙ্গ আবার করা
বা লোকসংসার মধ্যে বিলে কুলে ছোটখাটো সামগ্রিক
কাম বহুকেও ওরা বলে দাঁকা বলে গণ্য করে। একমাত্র
সামগ্রিক কামই কাম। আর সবই অকাম—প্রত্য পুখে
হাওয়া। সামগ্রিক কামে বিপদের সুঁকি আছে বলেই
আরে বোলাক, আরে উত্তেজনা।

উত্তেজনার জীবন চাই, চিন্তা-জ্ঞানবাহী জীবন নয়।

উদ্বাহনার তেলে যেতে চাই, বিবেচনা আর বিচক্ষণতার
নোঙরে বাঁধা পড়তে চাই না। না কয় না বাঁধব। কিন্তু
যেতে থাকতেও তো পারি! আরও বড় হুন্ডের কল, আরও
বড় বিশেষের সৃষ্টির কল।

কম্বাভার একবার চারখিকে চোব হুলিখে নিলেন। তাঁর
মুখে এক টুকরো হামির তিলিক লাগল। লোকদের পুন্নি
যেবে তিনি হুলি।

যাক হয়ো না।

কবে? কবে?

পুঁই শিপসির। হুঁচোরবিনের যবে। খেরে খেরে শরীর
তাম্বা করে নাও। শরীরের রক্ত বাড়াত, কাণের রক্ত
চালতে হতে পারে।

তারিখ বলুন বাস্তার। অনিশ্চিত কথাই মন তেজে না।

ওয়েন কিব যেবে কম্বাভার খেন একটু বদল হলেন।

বললেন : এর চেয়ে বেসী বদলার অহম্বাত নেই। এস,
এখন কালের কথাই আগা থাক। বা-ব, তোমার উপর
একটা গুরুতর কালের তার পড়েছে।

গুরুতর লাভ করে বা-ব মনে মনে পুলকিত হল।

কী করত হবে বলুন বাস্তার।

বদল পাওয়া গেছে বা-পুন আক সভ্যার তার—সব্বরের
বাড়িতে কিভাবে। যে খেন আর কোনদিনই বাড়ি
কিনতে না পারে।

কর্তব্যের বিবরণ তবো বা-ব'র মনের উৎসাহ এক হুংকরে
নিবে গেল। হুখানা তকিরে গেল; হুখে বাখার চিক
একাল গেল।

কিন্তু কেন? বা-পুন তো আবার কোন কতি করেছে
না। তা ছাড়া ওনেছি সে আপোস-পই'রের সন্ত্রস্ত ত্যাগ
করেছে। তা ছাড়া আপোস-পই'র তো আর আবারের
শত্রু নয়। আবার বা চাই, তারাত তাই চার ভির
পথে।

আপোস-পই'র আবারের সংঘর্ষে বড় শত্রু।

কিন্তু বা-পুন তো তা'রের সন্ত্রস্ত ত্যাগ করেছে। তাকে
বতম করে বিরে লাভিত!

বিচারের তার তোমার উপর নয় বা-ব। হাইকম্বাভের
আবেশ। পালন করবে কিনা বল।

কম্বাভারের কটিন দ্বির চাহনির মাঝে বা-ব'র চোকের
পাতা একটু কাপল। কিছুদিন আপোস বা-পুন তা'রের
এই ইউনিটের সভ্য ছিল। তারপর তার মাপার একটা
পোকা ছুটল। সে বলতে শুরু করল—কেন মিছিমিছি

বিশা করো? আবার তো মাত্রকে বাচাতে চাই, মাত্রকে
নয়। তার কথা তবো সতলে বেলে উঠেছিল। বা-ব-ও
কত বেলেছে! লকলে তাকে কত হুংকরে—গাই-

কম্বাভা কি ছেলের বাঁচের মাথা, হুং চাইলে আর
গাই টুপ করে তোমার হাতে বিরে গেল? তবু বা-পুন
তা'রের সহক হুকটা থোতান। তা'রের ছেড়ে চলে
গিয়েছে। কিন্তু বা-পুন লোকটা বড় ভাল ছিল। পুঁই
তালবাসত বা-বকে।

বা-ব চোব না'মির বলল : কবে।

কম্বাভার তার পিঠ চাপড়িয়ে বিরে বললেন—এই তো
পুরুষের মত কথা! কুন্ড ছবর হৌবলা ত্যাগ কর। বলের
নির্দেশ খেনে চল।

তারপর কম্বাভার এবং আর লবাই কার্যক্রমে মনোনিবেশ
করলেন।

সভ্যে হতে না হতেই—সব্বরের মাতার লোকলনের ভীড়
কবে আসে। হুং হুং কয় পাওয়ারের ইলেকট্রিক
বাল্বগুলো শ্রিত্রস্ত ভাবে জ্বলেছে। আপোস-পই'র
বড় বড়। বিশেষ করে মাতার বাঁকের পাড়গুলো লম্বা লম্বা
ছায়া ফেলেছে।

বিক্রেয়ের বিকে সরকারী কর্তৃচাটীয়া ট্রাকে আর জীপে করে বড় শহরের বিকে চলে যাওয়ার পরই শহরটি প্রাপকৌন হয়ে পড়ে। কর্তৃচাটীয়ার সহ্যে পুলিশবাহিনীও গারে পড়ে। হুঁ চার জন পুলিশ বিচ্ছিন্নভাবে শহর পাড়ারা যেবে এত শাসন তাহের নেই। কর্তৃচাটী ও পুলিশদের সহ্যে আরও অনেক বিশিষ্ট লোকও কান্স কারবার গুটির দিগাপন স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

সুতরাং বিক্রেয়ের পর থেকে শহর অরক্ষিত। তার ফলে সাধারণ বাসিন্দারা যে অস্থির হয় তা নয়। তারা জানে বিস্ত্রোহীরা তাদের কোন ক্ষতি করবে না। শহরে পুলিশ থাকলেই গোলামালের আশঙ্কা থাকে। পুলিশ না থাকলে নিশ্চিন্তি।

তবু শহরের পর করেই ব্যর না হওয়াটা অতোপে গাঁড়িয়ে গেছে। বাইরে আকর্ষণীয় কিছু থাকেও না শহরের পর। বৈশী তাগ বোকা-পাটাই দেখে লাগতে না লাগতে বন্ধ হয়ে যায়। এ শহরে নিবনমা'পোও যিনে যিনেই বেখানো হয়, শহরের পরে কোন শো বেখানোর ব্যবস্থা নেই। কেবল হুঁচার জন অতি সাধনী বা তবুদুর দোক চা-বরগুটিতে কিছু রাত পর্যন্ত-আজ্ঞা দেয়।

যা-ব শহরের আসে আবেই বা-পুনের বাড়ির পাশে এসে হাজির হল। যেহল, বা-পুনের অস্ত্র অপেক্ষা করাটা হুঁড়িয়েই ব্যাপার। হাতার হাতখানে বাড়ি। সে যদি ভানবিকে কিছু হুরে গিরে অপেক্ষা করে তবে বা বিক যিরে বা-পুন চুকলে সে টেরও পাবে না। হাতা তেমন সরল নয় যে অনেক হুর থেকে নজরে রাখা সম্ভব। অথচ বাড়ির একবারে লাগনে গাঁড়িয়ে থাকে বা বোঝাকেন্দা করা বড় অস্থির ব্যাপার। বা-পুনের বাড়ির লোকেরা তাকে বেখানোই চিনতে পারবে।

সুতরাং বাড়ির একবারে সাবনটা বাঘ বিরে খানিক হুরের একটা গাছ ডলায় সে গাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। খানিকক্ষণ

গাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হল বিপন্নত বিক্রেয় বাড়ি থেকে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। সুতরাং সে আবার বা-পুনের বাড়ির দীঘানা হাঁড়িয়ে অস্ত্র পাশে চলে গেল। খানিকক্ষণ গাঁড়িয়ে থাকে, আবার খানিকক্ষণ অস্ত্র পরিপরের মধ্যে পাড়ারি করে,—একনি করে সবর কাটাতে লাগল। কেবলি মনে হতে লাগল অনেকে নিশ্চয়ই তাকে লক্ষ্য করছে।

হুঁটি সিগারেট শেষ করে সপ্তমটি খায়ল যা-ব। তবম সে পাড়চািরি করছে। বা-পুনের বাড়ির বিকে শিখন বিরে নিশিট হুরে যাওয়ার পর আবার সে ফিরল। হুঁচাং বুকটা ধরাস ধরাস করে উঠল। বা-পুন আসছে হাতার অস্ত্র বিক থেকে। হুঁখোহুঁখি লাগাং। হুঁঅনেই হুঁঅনকে বেখতে পেয়েছে। কত ভাল হত যদি সে বা-পুনকে শিখন থেকে বেখতে পেত। ক্রত নিশেপ পরকপে শিকারী বিড়ালের মত সে শিখন থেকে আঘাত করত। কে আঘাত করেছে বা-পুন জানতে পারত না।

এখন আর উপায় নেই। হুঁচার সবর বা-পুন খেনে বাখে যে তার বস্তু তাকে আঘাত করেছে। সে কেনে বাবে, জীবন বড় মিষ্টর। জীবনে নির্ভরতার কোন জায়গা নেই।

যা-ব হতবিন বেচে থাকবে ততবিন এই স্থতি নিয়ে বেঁচে থাকবে যে তার বস্তু জানে। তার হুঁচাকারী কে তা জানে!

বা-পুন ওকে বেখতে পেয়ে হুঁহাত তুলে ভাঙাভাঙি এগিরে আসছে। তার গতিতল্লীর মধ্যে বহবিন পরে বস্তুকে বেখতে পাওয়ার আগ্রহ।

যা-ব-ও গতি ক্রতর করল। একবারে বাড়ির দাঘনা সাবনি বেন ওয়ের মধ্যে সাফাংকার না হয়।

কিন্তু তাই হল। বা-পুন তাকে গভীর আগ্রহে জড়িয়ে ধরল। এখন জাহ্নবী যে জাহ্নবাটা ওয়ের বাড়ি থেকে পাল্টে বেখা যায়।

কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা দা-ব!—মা-পুন বলল।—

জল, আশ্বাষের ব্যক্তি ব্যক্তি চলে।

ব্যক্তি নয়। ব্যক্তি যেতে পারবে না।

কেন? ?

অস্থিথে আছে। আর কোথাও চলে।

মা-পুন আর অকুণ্ঠে বলল না। সে জানে মা-মকে
মানারকম নির্দেশ দেন চলতে হয়।

তবে চল্ একটা চা-বানায় যাই। কতদিন পরে তোর সঙ্গে
দেখা! অনেক কথা বলার আছে।

মা-ম অস্থযোগ করে বলল : তুমি আশ্বাষের ছেড়ে গেলি।

তাই তো ছাড়ছাচ্ছি হু।

হু'কনে হাত ধরাধরি করে নিকটবর্তী একটা চা-ঘরের
দিকে এসিবে চলল। হাটবানে ঘানিকটা আঁহা বেগ
অন্ধকার। হু'গাশে গাছপাছাশি ; কাছাকাছি কোন বাড়ি
নেই।

ভায়াগাটা খুবই উপযুক্ত। মা-ম এক হাত বন্ধুর হাতে
আবদ্ধ। আর একটা হাত খোলা। কিন্তু মনে একটু
হাস বহুকাহ। ভাগ আনতে পারছে কোথায় বন্ধুর
দিকছে! বহু পরিচিত স্পর্শ মনে একটা কোমল তাপ
আনছে। আর একটু অপেক্ষা করা যাক। বহু সময়
আছে।

চা-ঘরে মনে চাঘের অর্ডার বিল মা-পুন।

আমিন বা-ব, আমি আশ্বাষ-পাহীঘের ছেড়ে বিরছি।

কিন্তু কেন ? এত অস্থিরতা কেন তোর মধ্যে ?

অস্থিরতা নয়। উগার ছিল না। যেখানে, ওঘের মধ্যেও
বহুটি ছিল। এখন কি ওরা সরকার পক্ষের সঙ্গে
বোশ দিয়ে বিক্রোহীঘের হবন করতে চায়।

সে কি ? কিন্তু ওঘের আশ্বাষ আর আশ্বাষের আশ্বাষের
মধ্যে তো কোন তফাৎ নেই।

বহা তো দেখেছিলেন। আর সেইকন্তই ওঘের সঙ্গে
আমিন বনল না। আমিন বা-ব, মনে হয় আমি
ষ্টিক এ পৃথিবীর উপযুক্ত নই।

আশ্বাষের সঙ্গে ছেড়েই তুমি তুল করতে মা-পুন।

তোরা যে বহু আশ্বাষক হিসাবে গ্রহণ বিল। আমিন
মা-মকে ঠাচারে চাই। মা-মতে চাই না।

ভাষ মা-পুন, আমি অত স্তুতি-ওর্ক স্তুতি না।

স্তুতি পক্ষের সঙ্গে শত্রুতা না করতে ঠাচারে চাই।

আমিও ওর্ক স্তুতি না। কিন্তু হিসাব আমি আর বহু
করতে পারছি না। তুমি আমিন না অস্থির আশ্বাষ কী
ভীরু বাবা।

সেই সময় সেই বাবা মা-ম বেগতে পেল মা-পুনের হুখে।
হুখে স্তুতি কতকগুলো বাপ পাড়ছে। মলল চোখে
ছায়া নেমেছে। ঘন সে প্রত্যাক করছে কলগলগল
হিসাবে তার মা-ম। যে হিসাব থেকে সে পালিয়ে
যেতে চায় কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পথ নেই।

মা-ম বেগতে পেল মা-পুনের স্তুতি কৈকালে হুখে এক
আশ্বাষ গুটি। মা-মের কলগলগল আকাঙ্ক্ষা ঘন
তার সত্যের মধ্যে বিশেষ গিরছে; তাকে ঘন একটা
নতুন ব্যক্তিগত বান করেছে। এ মা-পুন তাঘের সে
পরিচিত মা-পুন নয়; এক পতীর বেঘনার অস্থিতি তাকে
কলগলগল করেছে। হুখ কিঘিরে নিয়ে মা-ম বাঘিরের
আকাঙ্ক্ষের দিকে তাকালে। ঘন কল আশ্বাষের মধ্যে
করেকটা তারা মিটমিট করছে। তারা কি মা-ম-র
দিকে তাকিরে আছে—মা-ম কী নিভান্ত বের তা বেঘার
অত অতীত আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে ?

সেই মুহূর্তে মা-ম'র মনে হল এ মা-মটাকে বহুতা করার
কোন মানে হয় না। কল এ কারও দক্ষ নয়। এ
মা-মটো কেবল মা-মের বহুই হতে চায়, হুতায় এ বেতে
বা-মলে কারও কোন বিশেষ আশ্বাষ নেই। একে

হত্যার দৃশ্য আমি ভাগ্য কল্যাণ। বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ
পরিণামের নন্দীনি হত্যার দৃশ্য আমি প্রভুত।

জন্মের স্রাব্তি বন-পুত্র। তাই বাতাবিক। এই ভূতে
পাওয়া: পরের বস্তুর পর লোককলার দাক্ষ্য কই পাওয়া
হয়। কেবল এক কোণে একটী লোক বসে ভূকে পড়ে
নিখিল চিত্তে তার হাতের লোককলার পড়ছিল। কিছু
কালক সে টোংলোর উপর বেধে দিয়েছে। হয় পড়া হয়ে
দিয়েছে, নথ্যে পড়ে। হাতে হাতে চায়ে কাপটা
কুল নিয়ে সে এক চুই করে বেধে নিচ্ছে। হাতে
হাতে বা-তার হিকে আঁক চোখে আঁকিয়ে বেধে নিয়েছে।
বনে হয় না তাহের কথা গোনার হিকে লোকটার কোন
অ-এই আছে। বহিঃ এ পরের তাহের কোন ভর নেই,
তবু লোকের পক্ষান্তর কোন কথা লোকের কাণে পৌছে তা
তাহের বন-পুত্র নয়।

হঠাৎ এক বন্ধক বন্ধক বাতাব এসে লোকটার কাপক-
পরভালি টেবিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। লোকটা
বাতাব দৃশ্য হয়ে থেকে থেকে কাপকগুলি ছাড়িয়ে নেওয়ার
কৃত্ত তখন হল। বন্ধক বাতাব বা-ম'র দ্বারা তেজ করে
যেহ ল্পন করল। শির শির করে উঠল দাঁড়া পড়াইট।
অনু হুইয়ে পাঠক। পাঠকের কৃত্তের ল্পন নিয়ে এসেছে
এ বাতাব। তাই ছিলে তার ল্পন।

জন্মের বাতাব দ্বিনয়ে বন্ধক, আপনাতোহে কি তা পাওয়া
হয়ে গিয়েছে? আশা এখন বোকান বন্ধ করব।

বোকানের বিল চুকিয়ে দিয়ে তারা উঠল। হ'লনে
এক লক্ষ বা-পুনের বাড়ীর হিকে লম্ব। বাইরের
হাওয়াটা এখন ঠাণ্ডা। বা শিরশির করছে। ল্যাম্প
শোভিতভাবে অনেক ফুৎ ফুৎ বন্ধে হাতের যে পালাত চায়ে
আলো পড়ছে তা বোঝা যাচ্ছে।

বা-ম বন্ধক: বা-পুন, তোর এখন উচিত আশাভের
পক্ষান্তরে কিয় আশা।

বা-পুন ক্রিষ্টাব্দে হালল।

তা হয় না যে। যে কারণে ছোট্ট দ্বিহীনাম, সেই
কারণেই কিয় আশা হার না। আশার এখন শক্তি নেই
যে লোকের নীতিতে পরিবর্তন আশা।

কিছু লোকের নীতি যে লোক।

তোহের তাই বিবাস। কিছু আশার বিবাস তোহা কুল
করছিল। তখনিক কুল করছিল। আর তার কারণ বিবাসে
তোহা একটা লোকের দৃশ্য আশাপ করিল।

বেশ ০০! কুই আশাভের বন্ধা আশা; হাওয়ার তোর দত
আশা তখন। বহি বনে হয় তোর দত ঠিক, তবে
আশা তোর দতই এখন করব।

বা-পুন আশার হালল।

কুই নিত্যত হেলেবাহন বা-ম। ব্যাপারটা এত দৃশ্য
নয়।

কবার কবার ওহা বা-পুনের বাড়ির দামদামাতি এসে
হাখির হল। ওহা হাখির পড়ল। এবার বিবাস নিতে হবে।
বা-ম'র চোখে লল দেখা বিল। বা-পুনের দাত হয়ে বন্ধক:
তবে আশা কি আর কখনো দ্বিহিত হতে পারব না?

আশা: এং বাজ কলই এ এংয়ের লগাণ দিতে পারে।

—বা-পুনের পলাও বন্ধা বন্ধ।

বা-ম'র হাতে একটু ছোবে চাপ দিয়ে বা-পুন বিবাস নিল।
পাড়ের কাঁক দিয়ে একটা বন্ধক বাতাব চলে বাওয়ার হা-
কারের দত দত উঠল।

পড়ীর হাতে ঝুটি নেবেছিল। অকোরে ঝুটি। নানা
বানদিক আশ্রিত্যের কৃত্ত অনেক দাত পর্বত বা-ম গুহুতে
পারেনি। ঝুটির দ্বন্দ্ব মূখিয়ে পড়েছিল। তাই নকাবে
উঠতে একটু বৈরা হয়ে গিয়েছিল।

ও বন্ধক কাল্পে এসে পৌছল তখন বেলা হয়েছিল। বাট
কিছু শ্যাংখ্যতে। পাড়ের পাতা থেকে তখনো দাতের

ହାତେ ହାତୀର ଖୋଟା କରେ ବଳ ପଡ଼ିବ । ବେଳ, କାଳେ
ଅନେକ ଲୋକ ଉପହସ୍ତ । ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିର ନୟାସ ତାହା
ସେବା ଅଟେ । ଲୋକଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୋର ମୋ ବିସିଦ୍ଧ ବଳ ।

ଇଂଲିଶ କନ୍ୟାଗାରରେ ନାମକ କାରବାର ଆଦିବାସନ ଆସିବେ
ସେ ବଳ : ବାକୀ, ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଗିଫଟ କରାଜି ଆମନା
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦାନରେ ପାରିବ । ବା-ପୁରର ମଧ୍ୟ କଥା ବଳେ
ବେଳାବଳ ସେ ଆମୋଦ-ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ କରେ । ତାର
ଦେଖେ ଆମାଦର କେବଳ କରାଜି ଆମନା । ନେଇ । ବିଚିତ୍ର
ଏକଜନ ମୁଖେ ବଳେ ବଳା କରେ କେବଳ କାଳ ଆସେ ବଳେ
ବଳେ ବଳ ନା । ଏ କଥା ଦିଏ ମଧ୍ୟରେ ଆମାଦେ କେବଳ କାଳ
ସେ ଆସି ବାବା ମୋର ନେଇ । ତେବେ କେବଳ ଆସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବାସିନି ଆମା କରାଜି ଆମନା ତା ବିବେଚନା କରବେନ ।

ଅନନ୍ତର ନାହିଁବେଳେ କଳ କନ୍ୟାଗାର ବଳେନ : ମଧ୍ୟରେ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମାଦେ ମାତ୍ର ବଳ । ତୋହାଲେ ଏକ କାଳ କରବେ

ବେ । ଆସି ତୋହାର ମଧ୍ୟ ଏକଜନ ଲୋକ ବିଚିତ୍ର । ସେ
ବେଳେନେ ବା-ପୁରର ବୃତ୍ତବେଷ୍ଟା ଗହେଇ ମୋହାଲେ ତୋହାଲେ
ନିରେ ବାବେ । ତୁମି କାହାକାହିଁ ତୋହାର ନାମ ମୋହା
କେବଳ କଥା ବା ଆମା କେବଳ ଆମାବେ । ମୁଖିନ ବଳେ
ତୋହାଲେ ଗ୍ରହଣ କରବେ ତୁମି ମହାକେଇ ନିକେଲେ ହୋଇ
ବଳେ ବାକୀ କରବେ ।

ବା-ବ ବାସିତ ବିଶ୍ୱେ କନ୍ୟାଗାରର ବଳେ ବିକେ ତାକାଳ ।
କନ୍ୟାଗାର ଆମା ବଳେନ : କି କି କରବେ ବଳେ ବଳେ
ମୋହେ ତା ? ନା, ଆମ ଏକଜନ ବଳେ ବଳେ ?

ବା-ବ ତାକିରେ ବେଳ କନ୍ୟାଗାରର ବଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଚିତ୍ର ।
ଏକ ବଳି ଆମାଦେ ବିଚିତ୍ର ବା ବିଚିତ୍ର ନା ବଳେ ତାକାଳ
ନେଇ ।

ସେ ବାକି ବେଳେ ଆମାଦେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳେ ମୋହେ । ମୁଖିନ
ବଳେ ବଳେ ବଳେ ।

৩৩।

বিজয়কুমার ঘোষ

বগরের কাগজে কর্ণওয়ালিস বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে বাঘ
নাকর ছাপছিল। বাঘা টিকিনের কোঁটো নিয়ে বেরিয়ে
বেতেই নটন হালাখের ঢুকে পড়ল।

—বৌদি পাঁচটা টাকা ছাড় তো স্টপট—

—ওমা, এই তো সেদিন বিলাস, এর বাথোই ?

—যেদিন কোথায় ? গেল পড়াহে দিয়েছে। আচ্ছ
ইন্টারভিউ আছে চন্দননগর ছুট মিলে। বাতায়তের
খরচ আছে, স্ক্রিতে হারিও হবে বাথো। কিবে
লাসবে না মুক্তি ?—বাথব বতবুর বস্ত্র বিজ্ঞাপনযোগ্য ভদ্রী করে
কথাগুলি বলল।

ঘন ঘন ইন্টারভিউ অগত্যা চাকরীর নামসংকট নেই,
কলে আত্মকাল কোন বৌদিই ঠাকুরপোনের কথায়
উত্তরিত হয় না। কিছু বিয়ের পর হানিষ্টার
বাথবে বাথবের সঙ্গে কিছু হানিষ্টতা হওয়ার চেষ্টা করে তাই
দুখের ওপর না থলতে পারল না। তবু তুচ্ছ ছুটোকে
কিচ্ছ হানিষ্ট্য করে বলল :

—দে কথা তোমার বাথাকে বলতে পারলে না।
আমার কাছে কি কিছু থাকে ?

—কেন, ওই যে সেদিন তোমার লজ্জার তাকটা তাগলে ?
চান্দারতাক আনাতে ছিলে তাকটার মাঝে—

—তোমার বাথার যে থলেকিল রেশম আনাতে হবে ?

—তা হোক বৌদি দিয়ে দাও। রেশমের এখনো তিন
দিন থাকী। চাকরীটা হবার জোর ভাল।

তবু বৌদিকে এড়াবার অর্থাৎ দু'জনে বেবে বাথব

তাকাতাকি পুরোন ছাপ খাওয়া একটা ইন্টারভিউ দেটার
বেগে ঘরে বলল :

—বিলাস হাঙ্কে না ? এই তাথ। আবার এক বছর
টিকানায় এগেছে।

দীনা রাস এইটে ইংরেজীতে একশোতে নয় পেরেছিল।
টিগিটা পড়ার চেষ্টা করতে করতে তাই ক্রম অল্প এগেছে
সেই সেল :

—পতিয়া বদল হবে তো ?

—হবে মানে ? কোম্পানীর এক বাথার ইঞ্জিনিয়ারকে
হয়েছি। বেথা থাক।

বৌদিকে এমার বাটের নিচে বিয়ের ট্রায়ের ভালা খুলতে
বেবে বাথব খুঁজতে আরো অস্তব্ধ হয়ে পড়ল :

—জানো বৌদি তেল খুব ভাল। দু' ছুটো বি বেবে বেথ
তখন। একটা ছায়া করবে আরেকটা তোমার পা টিপে
বেবে।

—খুব হয়েছে—দীনা গ'লে বল : বিয়ের আগে তোমার
হাথও ওই ইকব লব কথা বলত। এখন তু'বেদ্যা উম্মের
আঁতে আমায় হং অল সেল !

তাকাতাকি বাথার দু' বাগতি বল সেল হুসে দি'বি
কাটতে কাটতে বলল :

—দিস্ট্রীং যেতে দাও। যেতে যেতে বলল : সার্টিফিকেট-
গুলি জড়িয়ে দাখো। একবর টাইব নেই।

—বাথাবে বাথার, খোকার জিন দিয়ে এসেন ! এটা নিয়ে
কমশো ইন্টারভিউ দিবে ঠাকুরপো ?

—কি করব বৌদি, বিনাকার ব্যাপার।—গাভের ক'ত থেকে তাঁটার আশ টেনে ভাঙতে লাগল।

—তোমার বাবার কিছ্র একটাই ইন্টারভিউ, তাতেই চাকরী।

—বাবা যে আগে বলেছে। আগে আগে সব সুবিধেগুলি শেষে গেছে।—আ'পট! অল্প বেতনের পাকার টেনে ধরতে অসুবিধে হচ্ছিল।

—তোমার এমন প্রকর পাকার তুই চাকরী হচ্ছে না, জুখ ধর তাই।—অন্তত একটা 'বরের আগার পীনা উজ্জল।

—সবই নন্দীষ।—মাথব কপাল বেখাল।

—ইন্টারভিউগুলো'র বলতে পার না মশাই আমি পাকার যত্ন। পাকার পাকার ভরে কীপে।

মাথব বিশ্বস্ত্রীর বত সব ক'টা পেটীতে পোছ বিয়ে বদল,

—ওরা যে পাকার বিয়ে যায় না। নাহলে কলার হয়ে বলতে পারিতাম, যে' পালা চাকরী—

বাড়ি থেকে বেধিয়ে বেশ এক চোট বেগে নিল। পকেটের মধ্যে পিগারেট দুটোকে দুটোকে গেছে। দোঁকা করে নিয়ে পানের বোতালের বাড়ি থেকে খোঁচা ভাঙল। পানগুলো রাখমিশির চমৎকার বাঙা বলতে পারে। বলল,—ছোট বাবু এই পাকিটটা রেখে বিন।

এই প্রথম মাথব প্যাকেটটা হাত পেতে নিতে ইতর্কত করল। রাখমিশিরের দুখ উজ্জল হয়ে আবার ককব হয়ে গেল।

—আপনারা'র বাড়িরে যেতে বোঁধে ছোট বাবু।

—কেন রে?

রাখমিশির পানের বত হোকান বেধিয়ে বদল,—বাড়িগুলো'র সাথে বদোকাতু' কিয়েছে বামাকে তুলিয়ে দিবে। বাস-বাড়ি দিয়ে কুখার পাকার এখন!

আত পানিবা প্যাকেটের ভরে বলে উঠল মাথব,

—কে কাকে তুলে বের দেখব পালাকে।

—আপনারকে একটু বদল থেকে বেধছি ছোট বাবু—

আর পাকার না। এরপর কারাকারি শুরু হবে। মাথব ওপারেই খিবেশা হল। আক মানিয়েছে ভাল। ছুঁচোল ছুঁতা, সব প্যাকট। চোখে কালো পপুলস। পকেটে পাটিককেটগুলো না চোকাগে বৌদি নির্বাং হসিনতা করত,—কিঙ্গে, তোমার মাকি ডানাকাটা পবী ছুঁতে? হুঁকি চাকরী পাকারবাবু এই পাকারেই একটা ছোট ভেলে চারটি বড় বেগে নিয়ে বাস করেন। মাথবকে বিলক্ষণ চেনেন। বললেন,—কেন স্ত্রীর পরমা বরত করে সিনেমা দেখেন? আগে বললে হুঁ'খানা পাশ রেখে দিতাম।

—তার বরকার নেই। ভাল বেগে লীট পেবেন।

- ও, সিংহ।

দীপা গ্রীক মদ্যেই এল। বোঁকা গেল আক সামতে গ্রুহর চাইব নিয়ড়ে। কিন্তু বিশেষ কিছু বেরকের হয়নি তাতে।

—অনেকক্ষণ পাকিরে আঁছেন?

—না, এই মাত্র এলাম।

—আপনার অনেক বরত হল।

—তাতে কি হয়েছে। আপনি যে ছোট সিনেমা দেখিয়েছেন। চন্দ্র চোকা থাক।

দীপা'রবাবু লীট ছুঁটা ভালই বিয়েছে। সব শেষের হো, সাইডে। কারি বেখানো হচ্ছে। প্রতিটি খাঁদন বেশের মন্দব। এই মন্দব অপচর করবেন না। বেশের বেশার নিয়োজিত করুন, ইত্যাদি। অভভায়ের মধ্যে টর্রে আলে। বোঁকা'কো করছে। চুটি করে একবার তাকিয়ে নিল। অভভায়ের সঙ্গে দীপার রং মিলে গেছে।

—আক ছুটি নিজে'রন হুঁকি?

—তা কেন, পরিবারে হাসতে বর আনেন না?

—কি করে জানব।

পর্দা টেনে এখনো লোক আসছে। আলোয় বেধা ক্রত
তারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

—তিনটে নীট বাধ দিয়ে বসুন।

—পরত যিনের অনুভবালারবানী এনেছি।

—কেন ?

—খিচ্চাপন দিয়েছে। হাতের কাঁধ জানা কিছু লোক
নেবে।

—এখন চুপ করে বসুন। আরও হয়ে গেছে।

মহু সেদিন হাতার বাক্যানে ঠাকিয়ে বলেছিল,—হিঃ এই
তোমর টেই !

বাথর দতিাই আকাশ থেকে পড়েছিল,—কি বলছিল ?

—আহা ভ্রাতা। ওই বোর গ্রীষ্ম পাল। এক ভলন
ছেলের সঙ্গে খুঁজ—এখন তোকে ধরেছে।

গ্রীষ্মর সঙ্গে আদ্যপ হয়েছ বলবানেক। চাকরী করে
বলে গ্রীষ্মই হুটো নিবেদা দেখিয়েছে। ভাড়াটা পড়র বাই,
দেত, ভিটোরিয়া মেমোরিয়ালে হু' আনার জিনেবাধাধ
কিনে বেথেছে কয়েক লক্ষ্য। অনেক কিছুই জানা বাকী।

এখনো আপনি থেকে 'জুনি'তে পৌঁছয়নি। অথচ মন্থ
নব জানে। ক'টা ছেলের সঙ্গে খুঁজছে তা-ও। স্ততায়
কৌতুহল চালিয়ে উঠল। কিছু হুখে ভ্রাতা ভাঙি গুয়ো
বকার রেখে বলল,—যেহেঁচো কিন্তু খুব ভালরে। সরলও।

মহু লুকে নিল,—ওটাই তো বরকার রেলে বারেল করতে
হলে। আর ছেলেরাও তেমনি, হ'মিন লম্বা দুটে কেটে
পড়ে। কে গিয়ে করবে !

—আমাকে নিয়ে ওর কি লাভ ! আমি তো বেকার।

—এখন বেকার আছিস কিন্তু হ'মিন পরে তো চাকরী
পাবিই।

—চাও বন্ধর হয়ে গেল।

এবার লুকতে পারল না। কসে একটু লম্বা নিয়ে বলল,

—ওই তো চেহারা, কি বেথে ভুলসি বদু দেখি ?

—তোমর বাবা কি বেথে ভুলেছিল ? তোমর বৌদির দাত
তো ছই খাইল দু' খেকে বেধা যাঃ।

—জানিস বৌদির মন কত ভাল !

—গ্রীষ্মর মন হুতি খায়াপ ?

—গ্রিক আছে। তোমর ভালর ভেতরই বলেছিলান। আবার
কি ?

—কিছু না। এখন বাড়ি যা—

বইটা একদম বাজে। পয়সা নষ্ট। বার করেক 'শঃ—'
বলতে গিরে পাশের চেয়ারের দিকে তাকিয়ে খেমে গেল।

ধরেছে আলো। ধেরেছেলে পাশে থাকলে এত ভরতাবে
বসে থাকতে হরবে বেরবও উঠন করে। হাতার মোকে

ঠাকিয়ে জোরে বিত্তি করতে না পারলে কিনের গুরুত্ব
নাহুঃ ! পর্দা হুটো ছেলেমেয়ের লম্বা গ্রেম বেখানো হচ্ছে।

তারের চেহারা খুব সুন্দর। আতাব বলতে কিছু নেই।

মটর গাড়ী থেকে নেমেই গ্রাও হোটেলের দুকছে আর
বেরুছে দুকছে আর বেরুছে। ওদের যে কি লম্বা গ্রিক

যোতা যাচ্ছে না। কি রকম ভ্রাতা ভ্রাতা করে কথা বলছে
যেহেঁচো ! ছেলেটা লম্বা লম্বা পেটেপে উঠর বিচ্ছে। এ

কেন বাংলা ভাষাই না। লম্বা বার লাস বানেক হুখ বাথর
গ্রেমে পড়ার বত হুচ তৈরী করেছে। তার আগে হাতা-

ঘাটে বেহেদের দিকে তাকিয়ে কখনো জোরে দীর্ঘখাপ
কখনো বা খারম রকম করনা করেছে। কিন্তু এখন এই

লাস বানেক হয়ে বেথেছে ওসব কিছুই হর না। গ্রেমে
পড়লে চিত্তা ভাঙনা বেড়ে যায়। অনেক রকম হাজিরের

কথা মনে পড়ে। ওই বে ছেলেমেয়ের হুটো থা করে বেভাচ্ছে
তা চ্যাফাফি ছাড়া আর কি। এই বলের লোকদের গ্রেম

সম্পর্কে ভুল কথা বেখাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে পর্দার ওপর
একটা বোমা টুড়ে মারি।

হাক টাইম।

বাইরে এসে প্যাকেটটার দিকে তাকাতেই হাথ বিশিষ্টের কথা মনে পড়ল। ভগবতী প্রদায়ের নাম হ'বর আপগে কেউ জানত না। পাকার মধ্যে পল্লব তিনখানা বাড়ি কিনে ফেল। মোকে বলে, বাড়ির ছায়ে নাকি রুটির মত টাকা কামের। তোমার আবার টাকাই হাত নাড়াই-এর কোণে ওর এ্যাকাউন্টে গিয়ে কথা হচ্ছে। তবে পুরাণে তাকটেবের সঙ্গে সত্যব রেখেই একে একে উঠিয়ে দিয়েছে। বিনা ভাড়ার লম্বা দিয়েছে কাউকে, কাউকে নিয়ে গ্যাট থেকে টাকা। তবে পানওলায় বেলায় ওলপ করা হয়ত সমানে বাধে। ওর জগ্রে গেল বন্ধি। মুরিল হয়েছো মরমতী পুণ্ডার একগো টাকা চাওয়া দিয়েছে ভগবতী প্রদায়। বিশর্মনের মিনে সারা শব্দ উৎস বেবার জগ্রে চুটো লম্বা। হাথব জ্বলে পাকার ফেলেরা কেউ এগিয়ে আসবে না ওর ডাকে। সেদিন মরমই শেট বাধা হয়ে কিংবা বরকাহী কাম থাকবে।

সিগারেটের ইকুরোটা ফেলে দিয়ে হ'বানার চানচুর মিনে তিতরে চুকল। কীমনের মরমতা এবং বীমার উপকারিতা সম্পর্কে লোকটার দিচ্ছে ভারত সরকারের কটনক মন্ত্রী।

—আপনার কবে যেন ইন্টারভিউ চিল?

—পরজ দিন।

—কি হল?

—কি আবার হবে!

—ব্যাক্স ছিল বলেছিলে না?

—না—বি.ই.পাল ইঞ্জিনীয়াররা বহুবার বলে ব্যাক্স দিয়ে কি হবে।

সেই রক্তপ্ত ফেলেরে চুটো ফের জাপানীয়া করতেই কে ফের হল আনা সীট থেকে প্যাক বিল। হস্তত্ব ফেটে পড়ল হাসিতে। বীমার পাশে যেন কি রক্তব যেন অম্বতি বোঝ করতে লাগল হাথব। কেননা কিছুদিন আগেও লঙ্ঘার পর হল বেয়ে লোকের পায়ে গেছে। কোড়া বেয়ে

যেন থাকলেই গিবে হাথির হস্ত,—বহু। মরমতী পুণ্ডার চাওয়া?

তব পেয়ে কেউ তাকাতাকি দিয়ে বিত। কেউ যদি বলত,
—পরজা তো নেই তাই—

—যে কি, লোকের পায়ে গ্রেম করতে পারেন আর না মরমতীকে চাওয়া বিতে পারেন না?

একবার হেনে ওঠার উৎসাহ পেয়ে বখাটেগুলি ঘন ঘন প্যাক বিজিল। সমস্ত কিছুই বিমুক্তি লাগছিল হাথবের। কখন যো তারবে! অন্ধকারের মধ্যে উঠ ফেলে এক ছোকরা এসে হাথিল।

—মাথবাবু কে আছেন?

—এই যে।

—বীমাধবাবু হ'বাপ জা পাঠিয়ে বলেন।

বীমা জোপ বড় বড় করে মাথবের দিকে তাকাল

—আপনাকে পূর্ব খাতির করেন বেখদি!

—তা করেন।—চুখু বিল! আর সবাই তো কাম বুঝো!
ভত্তা বলে!

—এর কি কাম করে দিয়েছিলেন?

—বড় যেহেটা কলঙ্কে বেতে পারত না। হাথার মালাতন করত। আনাকে বসেই ট্রাক মিন গ্রেম ভ্রুগে গিয়ে কলার ভ্রুগে হুই খানক। ব্যাপ, সব ঠাটো।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল এই মরম। যেন পড়তেই হুথের তিতরটা একেবারে তিতো হয়ে গেল। কিছুদিন আগেও পরমটে পরমা না থাকলে হাথের হাথের ভ্রুগে লোকের ওপার। জলের বায়ে ভালপালাওগালা একটা পাহ বেছে নিয়ে কয়েক জন উঠে বসে। কেউ বুঝতেই পারত না ব্যাপারটা। হয়ত এক কোড়া এসে যেনেছে নিচে। অন্ধকার আর নির্জনতার একটু লাহলীও হয়ে উঠেছে। এমন মরম হুপ হুপ করে যেনে পড়ত পাহ থেকে, শালা এই হচ্ছে লোকের পায়ে? ছিঃ ছিঃ!

দাখব দেখেছে, আর সব কেউই জ্যাংচাংকা খেয়ে
ছোটখাওয়া বসত,—আজ্ঞে আবার পিসকুতো বান।

—কেন মিথো কথা! বোনের মাকে এই সব হাঙ্গুল?
যে লাগা টাকা—

পাপাপাশি চুটা গয়ের কোনটা দত্তি? আলো জলে
উঠলে রীপার বিকে কি তাবে ভাববে? কেননা এখন
গরুটা তনে চোখ বড় বড় করে বসেছিল,—দত্তি, আপনায়
মত সবাই হলে বেগুলা নির্ভয়ে বেহুতে পারত। দ্বিতীয়
গরুটা তনে কি বলত কে জানে!

কাটার সন্ধীত বাজতেই উঠে দাঁড়াল। রাস্তার ওপারে
ঘোড়ার একটা চায়ের বোতল আছে। কেবিনও
আছে। বরগুলা বাসা বের করে পড়ে পেলার করে।
চায়ের বাস বেণী, ভাড়াটা পা' ফুল বতকল ইচ্ছে আড্ডা
মাঝা বাস না বলে দাখবজা এখানে আসে না। কিন্তু
আজ ততক্ষণিলা হয়ে আছে। কেবিনের পর্দা ফেলে
বিত্তও কেনন লুকা করতে লাগল। ঘোরা চা আর
কেত দিয়ে পেল।

—দাখ কিছু আমি দেখ।

—আপনি তো অনেক বাইরেছেন। দাখ আমি দেখ।

—আগে আপনায় চাকরী হোক।

—শা—বোকার আঁচি ফলে কি—

—আপনি তখন থেকে শা— শা—করছেন কেবল!

হঠাৎ এই সময় 'দখ ধর' 'দাখ দাখ' শব্দ উঠায় দাখব লজ্জিত
হবার চাইল পেল না। পানের গলিটা দিয়ে একটা ট্যান্ডি
ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। পেলনে পেলনে এক শাল দাখবুদী
ছেলে। দাখব গরের ক্রাণের অনেককেই দেখতে পেল।

—কি বল?

—কিছু বক্তে পারছি না। একটা ট্যান্ডি পালিয়ে পেল।

—নিশ্চয়ই কড়িক চাপা দিয়েছে।

—বোম্ব দর। আপনায় বাওয়া হয়েছে? উইন।

—আপনি কিছু গড়পালের মধ্যে দাখবন না।

—সে আমি বুঝব। আপনি এখন বান। ভই যে
আপনায় বাগ—দাখব তিন লাকে ছুটে গেল। ওকে দেখতে
পেরে ঘিরে বসল দখাই। দাখব ইকুলের হেতমাক্টার
অখোর বাবু হাত চুটা চেপে ধরলেন।

—তুমি কোণায় ছিলে বাবা? সর্বনাশ হয়ে পেল পাড়ার।

—কি হয়েছে বলবেন তো?

দখাই একমুখে টেটির ওঠায় অখোর বাবু দর ছুঁতে পেল।

—তখনই বাবুকে চাপা দিয়ে পালিয়েছে।

দাখব একটা এদিয়ে এসে দেখতে পেল রাস্তার দাখবান
পড়ে আছে জগদীশ্রীশাখ। পাড়ার তিন তিনটে এ.
বি. বি. এ. ডাক্তার চাল পেয়ে দাখব গরু কোলাহল
লাগিয়ে দিয়েছে। অথচ দাইড পুদ লেগেছে, এমন কিছু
জরুর না। কিন্তু দখাই এমনভাবে বোঝায়ে করতে
লাগল যে এ্যাকসিডেন্ট ঘটবেই দাখব বোটা জানত। তবু
পাড়ার উপস্থিত ছিল না।

অখোর বাবু বললেন,—দাখব দাখব হু হু'টো চাপা দিয়ে
ট্যান্ডিওয়ালা পালিয়ে যেতে পারত!

কে একজন বলে উঠল,—বেগানে বেহেলেলে দেখানোই
গড়পোল।

দাখব বলল,—আমো চাপা পড়েছে নাকি?

—তবে আর বলছি কি!

দাখব উঠে দিকে করেচুটা দাখির পরেই হকে একবারে
ছেপে গেছে। একটা দিল্লিওয়ালা কাটা পাঠার মত হুটকট
করছে। উঠিখ বুধে করেকলন ঘোষায়ালা আর কিছু
'আদা' 'উই' করা কৌতুকী দাখব। একজন ডাক্তারও
এখানে নেই।

হক্টে বলল,—এ্যাথলপে খবর পাঠানো হয়েছে। ওই যে
দুদিন আগের—

—তাহলেই হয়ে গেল ? তোমরা গাড়িটা আটকাতে পারিলে না ? —প্রচুর রক্ত বেগে মাথায় পৰ্কনি করল ।

হুৎ চাওনা-চাওনি ।

—তীব্র স্পীড ছিল বে !

—মাথানে একটা ঠালা ফেলে বিতে পারলে না ? নখর কত ?

—এমন খোয়া ছাকছিল টায়ারটা—

—পাথো ! অঃমাকে দেখাতে হবে না ! তীক্ষ্ণ কাপুসের বল !

রিকশাওয়ালা হুত বাঁচবে না । আতো বার তিনেক এই রকম হয়েছে এ রাজ্যে । গটকাটের পকে রাজাটা হুবিবে হওয়ার গাড়ি খোড়ার তিড় লেগেই থাকে । কিন্তু তিন বারই অসাধারণ সাহসে মাথায় গাড়িগুলোকে আটকে দিয়েছে । তারপর আড়ং ঘোলাই কাকে বলে ! প্যাডার মাথারের খাতির কি অবশি ।

—টায়ারিতে সেরিক প্রেমিকা ছিলরে মাথায় । অস্বকুলবাহু বললেন ।

—যিনি যেখানে যেয়েছেন সেখানে পড়লেন ।

কাপুসের কথার আবার মলে উঠল মাথায় ।

—হুঁমানে যদি তিতরে থাকেই তাহলে ওদের কি বোধ ? চাপা দিয়েছে তো ড্রাইভার ।

প্যাডার উকিলবাহু খাতির দেখাবার ক্ষেত্রে ওর হাটটা বয়লেন ।

—খাঁরে পাখিল পোন, ড্রাইভার নিশ্চয়ই খোঁচা । কিন্তু তাকা দিয়েছে তো ওরাই, কোথানে ঢালাও । মানে কতক্ষণে লোকের পায়ে গিয়ে পৌঁছেবে ।

—টিকশাওয়ালাকে চাপা দিয়ে পালাতে গিয়ে তপনতী বাহু এই অবস্থা । আহা, যখন উনি শুজিরে বসেছেন !—
যত্না তপনতীপ্রদায়ের নিচের তলার খিরাট স্টেনদারী হোকনি শুজিরে বসেছে ।

—ওদেরই বোধ । যরতে পারলে প্রেব করা দুজিরে বিভাস বাইলী ।—কটনেক নবীন ।

—যেণের এই অবস্থা প্রেব কিন্তু ঠিক আছে । বতোঃ লব !

—প্রবীণ ।

মাথায় দুতল হাওয়ার গতি একবারে উড়ে দিলে । এবার হুত রীণার সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হবে । অত্যন্ত বিরাগি বোধ করতে লাগল । কপালের বাম হুছে হুঁহাতে তিড় ঠেলে বাইরে এল । রীণা বলেছিল, পড়গোলের মধ্যে যাবেন না । হুত বাস স্ট্যাণ্ডে এখনো উভয় হয়ে টাঁড়িয়ে আছে । কিন্তু এনে কাউকে দেখতে গেল না । তাহলে একক্ষণে গাড়ি পৌঁছে গেছে । প্রেবের ক্ষেত্রে এই প্রথম কল্পনা করতে শিখল, টায়ারওয়ালাও ওদের হুকনকে গাড়ি পৌঁছে দিক ।

ঠিকানা নেই

পঞ্চ

অমির হারি

বিভিন্ন নদর এই কলকাতা:। এ নদর নাকি খুবই নদ।
কখনো। কিন্তু নদরটারও তো বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।
তাই দু'টি ঘণ্টা ঘণ্টা করে বহুতাল চেকে নদরের বিশ্রামের
ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। 'বন' নদর ব্যাংক হাওয়া
সেহিনটায় বাতাসাগুলক বিশ্রাম পাও। এসমি এক
হুতালের অলস চপরে তোলা আর বাসন্তী চলেছে
তিস্তারিবা' মরহানের 'বকে। মাথার ওপরে ঠেঙলেবের
অগ্রিণিও হুঁ, পায়ের নিচে তোলা চটচটে কাবা।
মরহানের তেতে ওঠা মাটি বেন কুছ আক্রোশে আগুন
হিটরে বিগেছে কুছড়ার বাবাব বাবাব।
মরহান এই সংসারে নিখাপ হেই তোলাবাগ। যেন কচিৎ
বেলে তেহনি বাগানে একটুখানি ঈতল হাওয়ার লঙ্কান
ওরা পেল। একটা বড় তেঁতুল গাছের তলার হুঁকনেই
ওরা পা চড়িয়ে বসলো'। একপাশে অগাধত্ব বনদুপ্ত
লুট ক্যানিং-এর হুঁটি। অন্যদিক অগাধানে পড়ে আছে।
আইনক্রীমের একটা পুর কান নিয়ে পুতুপুতু কড়াকড়ি
হুক করেছে হুঁটা কাক। কাছেই আর একটা গাছতলার
একটা হুঁটা হিন্দুবানী চিৎ হয়ে খুসোছে হা করে।
ট্রোটের ওপর নার বিরে বসেছে হাছি। মাথার কাছেই
কুণ্ডলী পাকিরে খুসোছে সোমওঠা ঈর্ষ একটা খোতো
কুহুর। বনে বছে ওঠও গরবে পেও বেন তরানক
স্রাভ। তখনো বাগানে কীড় খোবা খেবনি, গ্রেমপিয়াসী
হুক হুবতী খোড়ার খোড়ার আসেনি। ওঃ আসবে
অন্ধকার বনিমে আগার হুবে। এসে বসবে ঠিক খোবানে
তোলা আর বাসন্তী বসেছে। খোবানে তখন অমে উঠবে

আবো আখারি পমিবেব। উজ্জল আলোর খোখ হর
মনের স্রাভ কপাঙলো তেমন অমে ন।
পাকির আঁচল বিরে বাঙটা হুছে নিরে বাসন্তী বাবেজ্রানীর
খেলাখে তোলাবি বিকে তাকিরে-বললো,
—এই হুই পুতব হাছন ?
—কেন নসেই আছে নাকি তোম ?
—এ প্রত কহছি তার অগাধ খে ন ?
তোলা বেন এবার চটেছে বনে হলো। কঁকালো পলায়
বললো,
—চালাকী ছাভতো, বা বলবি বনে কেন তুপুটু।
বাসন্তী বিল বিল করে ছেলে ওঠে, তারপর হুঁ খোলে,
—সেহেহেলে নিরে খেড়াতে এসেছি কুছ লখন: খবচ
কব। আইনক্রীম নিরে আর।
আইনক্রীম কোর পরমা তোলায় কাছে আক আছে।
কিন্তু বহুতালের বিন, পাকিওলো তো আসেনি। কিন্তু
পাওয়া পেল নর আইনক্রীমের এক ফেরিওয়ালকে,
জিনের কোঁটে হাতে হুনিমে খোখের স্রাভাশার বপানের
মথো খোখাকো করছিল।
বাসন্তী লিট বের করে আইনক্রীমের পা চাটেত হুক করে
বিল আর বাকে বাকে হুঁ খেতে তুতিবুতক একটা
লম্বও করতে লাগলো। বাসন্তীর বাবাব খেবে
বনে হর বেন যোবে পুতু এতটা পূব হেটে এলেছে তু
আইনক্রীম বাওয়ার কয়েই। কিন্তু তোলা তো আইনক্রীম
বেতে আসেনি। নিরখজির এই অবকালের বিনটাতে
তু বাসন্তীর সমসাতের কয়েও আসেনি। যে চিতাটা

কিছুদিন ধরে ওর মনকে অশান্ত করে তুলেছে আশু তার
কন্যাসাদ। কখনোই হবে। বাসন্তীর বাসন্ত্যে পতিবিধি
বেশ কিছুদিন ধরেই কেমন রহস্যময় লাগছে ওর কাছে।
আশু হাতে অনেক পদত, কয়েকটি লোকজন নেই
মুতরাং ব্যাপারটা। আশুই যেত-নেত করে নেওয়া বরকার।
কিন্তু বাসন্তী আশুও ওকে কথা পাড়তে দিচ্ছে না।
খুঁই কাছে তবু মনে হচ্ছে ও অনেক সুখেব।

তোলা চারদিক বেঁধে নিয়ে বাসন্তীর হাত ধরে একটা
টানে নিয়ে চললো,

—কীরে কথা বলু আইনক্ৰীণ পেয়ে তার যে কোন
খোয়াশই নেই।

বাসন্তী যেন কিছুই মনে পাবেনি, দিমরুতরা দুই
ছুঁড়ে দিল তোলায় দিকে। অপত্য তোলাকে লম্টে
হতে হলো।

—আমার বউ হুদিনা, আমার কাছে এসে থাকবিনা? বলু
কবে আসবি?

বাসন্তীর কণ্ঠে কোতুক তড়ে পড়লো, যে আইনক্ৰীণটা
চুখছিল তার গুতলকেনে ফোটাঙলোর মত।

ওর হাসি বেঁধে তোলায় গায়ে আলা ধরে গেল। তবু
হাগটাকে সংঘত রেখেই চললো,

—কেন, আশাকে তোম পছন্দ হয় না?

বাসন্তী সেই কোতুকের জ-এই বললো।

—খুঁ, খুঁট-খ পছন্দ রে! তোকে ভোরবেলা তোমাদের
চারের বোকাবের শ্যাম দিয়ে বেরিয়ে এসে বোড়ের কলটার
বনন খুঁ হুত বাই, তবুনি কাজিগতা বসু হুঁটো। কেটলির
দিকে চোখ মেলেই তোম কথা বনে পড়ে আবার। পছন্দ
হবেনা তোকে?

যেহেতবে বন পাওয়ার অন্তে পুরুষকে অনেক কৈধের
পতীকা দিতে হয়। তোলাও বুদ্ধি তাই খেঁচ হারায় না।
কটু করে ও আশাটা বুঝে ফুট। ফুলিয়ে তোলে, হাতের

ফুলি ওঁটোকে আঘিয়ে তোলে বাসন্তীর দিকে দখিত
তবিত্তে তাকিয়ে বলে,

—কনরে, এই চেহারাটির কী কোন বাস নেই? আনিস
যখন দিকে করতায় বাহুতা কী বলতো? বলতো :
এমন গুণার মত চেহারা, খেটে খেতে পারোনা?

বাসন্তী আর হাসি চেপে রাখতে পারেনা।

—তোকে গুণা বলতো, গুণা!

হাপতে হাপতে একসময় ও খাসের ওপর তরে পড়ে। তোলা
সু বাসন্তীর দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে পাতকে
অনেকক্ষণ। তারপর বলে,

—বাহুরে কথাই অন্ত হাসির কী আছে রে? শাফাভের
স্বাধা নেই বলে, স্বাধাকে ওরা বলে 'গুণা'। হুঁত
তোলায় সব বাস গিয়ে পড়ে বাহুরে ওপর। হুঁটোকে
বিস্তৃত করে বলে :—হাজা সব। খেটে খাওয়ার
উপবেশ বেঁধে, কিত কাজ চাইতে বেলে বলবে, 'কেটে
পড়ো, হাজা তাকো।' আরে হাজার বেলে হাজা যেহেতবে
কীরে?

খানিকটা ঘুম নিয়ে তোলা; আবার বলতে থাকে,

—'আরে বাবা, আমাভের মত হুঁটোবে থাকতিস, ভিকতিস
হাজা বুদ্ধিতে, পুড়তিস তাক। যোবে, খেতি তাক। হুঁলো
ভারিলে তোহেরেও গুণাখাকী চেহারা হুঁতো।

হুঁত তোলা বাসন্তীর মণিবকুটা সজোরে চেপে ধরে গ্রহ
করে।

—ইহাধকি তড়, বাসন্তী, লম্টে কথা বলু—না চান্স যদি
তোম পেহেনে খুঁ খুঁ করে মদর নই করবোনা।

বাসন্তী উঠে বসেছে। ওকে এখন বেশ গিরিমাণ দেখায়।

তীব্র দৃষ্টি নিয়ে তোলায় দিকে তাকিয়ে বলে,

—'বিরে করতে চান্স? বর বাঁধি কোন সাকী বাহাখার
তলায়? হুঁতাব থাকে তো একটা ঘর তড়ি। কহ,
যার চাঙটে বেহাল থাকবে, স্বাধার ছাধ থাকবে,

একটা। নরনা, একটা। আনন্দা, এইটুকু হলেই হবে।
 রাতার ঘের, রাতার ঘেরের মত নরী বাড়ির
 বোকবার কথা। কিন্তু ঘর কতটুকু পায়না না।
 আবার মতান চাই।—কতটুকু তোমাকে প্রভুও ঝাঁকুনি দিয়ে
 বলে,—‘পারবি, পারবি তুমি আশাকে একটা ঘর দিতে।
 যদি পারি কোন বিন, সেবিন আশিস্।’ বুড়ো না বেটী,
 বুড়ো বাপটাকে কেন্দ্রে দেখিয়েই হোর করে চলে যাগো।

কথা বোঝার না তোমার বুধে। নতি কথায় যথেষ্ট
 বাসন্তী। একটু নির্জিবিত্ত মাসের পাতার মত গাঢ়ী
 বাহ্যিক তলাই কি আর বাণি আছে কলকাতা নরীর?
 আছে একটু আড়াল করে নির্জিবিত্ত হৃদয়ে রাত
 কাটাবার?

কিন্তু...। ভিত্তার পতি পাতার। কিন্তু...মাসহায়ে বা
 আবার কবে এত ভেবে চিন্তিত্ত মাসের পতি? যথিত্ত মনে
 ভাবনা তোলা। একটা জোয়ার নরীরকে আশাবের
 ভাষা মানে। সেই ভাষা মাসের টানেই রাতের
 আশাবের আশি নরীরটার কাছাকাছি; বাস করি পাকানো
 বস-বউয়ের মত। তারপর মন হলেই কুটপাখের বউয়ার
 ছেলে হয়। আবার কখনো কখনো হয় বাস হলে, নর
 নিকের ইজার নরুন নরুন মনের বাস দ্বিত্ত দ্বিত্তে মেয়ে-
 বাসবটী কোথার একদিন ভিত্তিকে মনে যায়। অনেক
 পুঁকেও পাতা পাতা যায় না তার। পাতানো বস-বৌ
 আর বউয়ার ক্রমশঃ বসন থাকে। বসটা বুড়ো হয়, অক্ষয়
 অক্ষয় হয়ে ভিত্তিকে করে কাসির দেব জীবনটা। বৌদেহ-ও
 ওর ভেবে তাগো কিছু বসনা। আবার পোটা চাক-পাট
 কুটপাখ বাসার বা হয়ে অস্ত্রের বাসার বোক নিকের নরীর
 টেনে নিয়ে অস্ত্র হয়, বসতো পাকল হয়, নরনো সেই
 পাকানো বসটার বসই অক্ষয় অক্ষয় হয়ে ভিত্তিকে করে বিন
 কাটার।

তোমার জোয়ার হুঁটো নর হলে উঠেনা। মেয়েটার

মতলব ভাষা নয়। নিশ্চয় অস্ত্র কোন বাসার আছে ও।
 জোয়ার পাকের মত নর হলে উঠেনা তোমার মন। উঠে
 পড়েনা তোলা। বাসন্তীও হুধ নরীর করে উঠে পড়েনা।
 হৃদয়ে বাসান পেরির হৃদয়খে নেবে এল। কলকাতার
 কলকল আশ বোনা। তোলা আর বাসন্তীকে মনে হলে
 ওরা হুঁত কল-কল।

পুরের বিন হুধুরে কাকে খেতেও মন চাইছিল না
 তোমার। সেই কাল বিকেল খেতেই মনটা কেমন যেন
 অকলকো হয়ে গেছে, নরীরেও হুঁত ভিত্তিকে পেছে
 অশান্ততা। বিনান নরীর ম'গাতনোতে অস্ত্রকার গাঢ়ী-
 বাহ্যিক তলায় বাসনা পেতে, রাতটাকে বাসনের মত
 বাসার তলায় দিয়ে অকলকল। বাস টানের মত মত নর,
 বাসনের অন্ত্রোত্তের কলকলনরীর মধ্যে ও কুধেছিল
 এমনি এক ভিত্তার নরীরে যেখানে কোন কিছুই পৌঁছে
 না। কিন্তু না, বসী হয়ে থাকে। মন নিয়ে পড়ে থাকলে
 পেট মাঝবে না। তাই হুধ দিয়ে বিকৃত লব করে
 ‘বসকালী’। অক্ষয় নরীরটাকে যেন চাকুরে বেরে আশির
 কলকো তোলা। তারপর নেবে এল পথে, হাটতে প্রক
 করনা হিন্, সিনেমাথ বিকে।

নরুন কাকটা মন মাসহে না তোমার। আর বাই হোক
 বাবীন লেনা তো। চায়েই হোকানের কান-বসেট হোকার
 কাকটার ভেবে ভেবে ভেবে তাগো। একটা কান কিংবা পেট
 জেহে পে.ল হাইনে খেতে মননের বাস কেটে মিত, তা
 মননের অকলকো মালিমালিম মনতে হতো। ওমু কী তাই
 একদিন তো এতও যায়ও খেতে হয়েছিল। মননের
 ওপর মনটা কতকতায় তলে ওঠে। মননের জেহেই তো
 কাকটা পাতা খেল। হ্যাঁ, মনন ওর জোঁতলগার বস।
 বস বাসন্তীও। এক মন ওর কাছাকাছি থাকতো।
 সেই যে কলকল মনর আশে-বুড়ীর কল কল মন গাঢ়ী:

বাগানকার তলার সলোয়ারগুলো জেস পিরলো, সেই থেকে ওরা অস্তিত্ব হারিয়ে শূন্যে চলে।

বকলোকেরা দিনেবা যেখানে আসেন হানী হানী গাড়ী চড়ে। সেই গাড়ী পাথর। বেবায় কাছ। হৃৎকলের শব্দটা একটা কাগজের কাছ পেয়েছে তাই তোলাকে এখানে টেনে এনেছে। মো তালুতে বায়ুবা কেউ বস পড়া কেউ বা একটা দিকি বের, কেউ কিছুই বের না কারণ বায়ুবা তো আর গাড়ী পাথর। দিতে বলে না, ওরাই তো ছুটে এসে পাড়ার। বায়ুবা ছিললে গাড়ী বুড়ে বের। বায়ুবা যে বা বের অথবা না বের বুধে হাসিভাণ্ডা হুটেরে ফুটেই বের। এ কাকের শব্দই যে তাই। কিছু মনটা বিচলিত করে ওঠে। যদি গাড়ীটার দিকে নজর না রাখতো, কেউ যদি একটা হৃৎকাল কিংবা ওরাইপার ছুঁ দি করে বিত কিংবা কোন বন্ধাও জেসে যদি একখানা কাঁচ লবন করে বিত তাহলে? কত লোকশান হতো বায়ুবের? ফুটে পাবে না তোলা, এ বিকটা কেন তাহে না বায়ুবা। তা না তাহুক, বায়ুবের খিৎখোলা শক্তির বিচার করতে চায় না ও, তাতে লাভ নেই 'তবু। হৃৎকলের পরামর্শ অঙ্করে অঙ্করে বেনে ঢল তোলা। হৃৎকল ভগ্নে যিনেই বলেছিল, —বায়ুবা হলে চুকে খেসে তু'র যে ফুটে বেরাবে তা হবে না। কোন গাড়ীর কতি হলে বায়ুবা হলে তোমার এ পাড়া থেকে তাড়াবে। অল্প পাড়ার দলে সে পাড়ার ছেলেরা পৌঁছিয়ে দেখান লাঠি করে বেবে।

হৃৎকল আঁচাইটে থেকে রাত বারোটা -বর্ষ অল্পসভাবে হাজার বৎ খাচতে তোলা লাগেনা ষ্টিকি, ওর জোহান শব্দটা শুক ধনকার, বিদ্রূপ করে, তবু উপায় নেই। 'তখন শব্দে সজ্জা নাহে, হৃৎকলে হাওয়া বের, নিয়ন লাইটের আঁটার শব্দের শক্তিবলটা হরের সোলাসের মত হুটান হয়ে ওঠে, আদ্যে করে ওঠে প্রেমিক প্রেমিকার মন তখন তার '৭৭—১১

বকলোকের শব্দটা হাজার বৎ শুক বিকি হুঁক হুঁক মন কাটাতে হয়। তবু উপায় নেই।

তবু অল্পস লাগে, এক এসবিন বকলোক আসেন হুটে ওঠে এক একটা বায়ু বসন অল্পকী বেরেহাওয়া কোমর ছাড়িয়ে গাড়ী থেকে নামে, তারপর বেরেহাওয়া কেন শব্দ বেরেহাওয়া থেকে বেরেহাওয়া থেকে বেরেহাওয়া—ওট-নুত ভালা যেখানে যেখানে ওর বকলোক টপটপ করে ছুটে পাকে। সারোয়াত দেবিন ও চুটকট করে। হৃৎকলের মধ্যে বায়ুবের চেহারাটা ভেসে ওঠে। জেসে ওঠে হৃৎকল, অল্পস হৃৎকল একটা চবি।

কারণনা থেকে বিকলে বাডি কিংকলে তোলা। হাওয়া একটা মোড়। টেনে নিয়ে বসে। একটু পরে বায়ুবা এসে চা বিরে বার। বিরে বায়ুর বুধ ও বায়ুবের আঁচলটা বের রাখে। বায়ুবা এগোতে গিয়ে বায়ু পাথ কিছু হুটেরে হাওয়া ছাড়িয়ে বের আঁচলটা, বায়ুর সময়ে ওকে চোখের তাহার তির্যক করে বার বেন।

—এত অল্পকী কেন রে? একটু পরে কটি তির্যকী এনে দিচ্ছি। অল্পসভার বেরে বিদ্রূপ নিয়ে বায়ন ঘনে তাল করে চান করে আর। তারপর হাতের খাওয়া। তারপর.....তারপর। বাইরের বৈ হুটসোল খেনে আসবে, অল্পসভাটা বন হবে, কালো কালার মত অল্পস। তখন হরের কল্প এটে বের। তারপর..... তার নিজের মাথুখটকে তখন কাকে টেনে নিবি। তখন তুই তো রাখা রে, রাখা।

হুটটা ভেসে বায়ু হৃৎকলের ডাকাডাকিতে। হৃৎকল তরাবৎ লগেব নিয়ে এনেছে। সব তনে তোলা নিগর নিশক হয়ে ওয়েই থাকে। প্রবর যিনের আলোতে ওর মনে হয় শব্দে নিশ্চিন্ত রাত নেহে এনেছে। আর প্রচণ্ড আঁচি উঠেছে। হুটের কড়ে চোখের পাড়া খেলতে পারছে না।

হৃৎকল তোলায় এই নিশ্চিন্তের তাহ সহ করতে পারে না।

সন্ধ্যারে হুঁটো লাগি মাঝে তোলাকে আর হুঁটোপাথর
তায়ার অন্তর্গত দিকার দিতে থাকে। হুঁটোপাথর
গাঙ্গিগাঙ্গাঝের মধ্যে কয়েকটা কথা তোলায় জানে প্রবেশ
করে।—পাঁচু হুঁটোপাথর আরো হুঁটোপাথর
কুঁলে নিয়ে দেল...আঃ হুঁটো...।

লাগি খেবে তোলা এক স্তম্ভ উঠে বসেছে। যে দুটি
কড় উঠেছিল এর মাঝার মধ্যে তা বেন দিলিয়ে গেছে
এতকালে। প্রথম আলোর দুটি এর মধ্য গোলাই হয়ে
গেছে। একটা সিদ্ধান্ত এর দিকিঃ জানা বেগেছে বোকা
যায় এর চোখের আকর্ষক পরিবর্তনে। গোলায় হুঁটো পড়
করে উঠেছে, পেশীভবো কুঁলে উঠেছে আউটরাবের
বোকাটার মত।

সন্ধ্যারে একটা চক্ হবার প্রবলের গালে তারপর তোলা
ওই হুঁটোপাথর তাইতেই বলে হার মর্বার—বান্ধা, আবার
কে যে এই সাতসকালে দুই তাম্বিঃ লাগি যেরে কেন্দ্রেতে
এনেছিল।—ও হান্নি তো হার চেরেছিল। হাতে গাঠ হলে
বলতে থাকে,—হার মাঝার চার বাকবে, চারটে বোকা
বাকবে, বাকবে একটা জানালা। এখন তো গেরেছে সেই

হার, হারাবকাই এখন উদ্ভাসোক্তের মত সন্ধ্যারের
দেখে। তার মন চার তো পাঁচু হুঁটোপাথর বোকা
বেড়াগে যা। বোকা বহি পাস তো পেশা চাস, পেশাও
গেতে পারিল।

হুঁটোপাথর বহুপ্রতির পুরস্কারে বলা বাহুল্য
বোকাই দুই হয়নি। সেও কিছু লাগালাগি করে চলে যায়।

* * *

হুঁটোপাথর বোকাই তোলা একটা বিড়ি ধরায়। বিড়িতে
কয়েকটা টান দিয়ে সন্ধ্যারে বিড়িটা ছুঁড়ে কেন্দ্রে বের।
তারপর হাকলাটটা মাঝে চাপায়।—না, আক আর পাড়ার
পেছনে পেছনে ছুঁড়ে না, হুঁটোপাথর, হুঁটোপাথর
বোকাইয়ের পর একটা ও হুঁটোপাথর। এর গায়েও তো
লকি কব নেই। পাঁচু হুঁটোপাথর মত তোলাও এখন থেকে
বিড়িটার, এম. এল. এ., এম. সি. দীটারের লাকেরে
করবে, বাবে-বাবে, নির্ভর মতা হুঁটোপাথর।

হুঁটোপাথর উদ্ভাসোক্ত বাহুল্যে কব মনে পড়ে হার তোলায়—
‘অন্তায় মত চোখাঃ’—একটা বীতংস হাঁসতে খেটে পড়ে
তোলা।

জোনাথন্ সুইফট্ : একটি বিতর্কিত প্রতিভা

ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁକ୍ଷମତ୍ତି

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে 'জানাবল' প্রাইকট একজন বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। অষ্টাদশ শতকে বিজ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবাদী বর্ণনের প্রভাবের ফলে উন্মাদিতের বুদ্ধিবাদী মনকে যে নতুন চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটে তাই তাই চূড়ান্ত পরিণতি পেয়া যায় প্রাইকট-এর হস্তে। এ রচনায়, যোগসূত্র বুদ্ধিবাদী অত্যন্ত বিয়ল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাপ্য 'আমি'র বসেছেন, ইংরেজী সাহিত্যের 'গড়' ও বুদ্ধি-বোধের যুগ' [The age of Prose and Reason; our excellent and indispensable eighteenth century] উত্তর কেন্দ্রেই প্রাইকট প্রতিষ্ঠার উচ্চ স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর বসে নবল, সাংবাদিক, প্রাণজ এবং যুগপাঠ। যুগ রচনা যুগ কবে থেকেই লিখে গেছেন। তাঁর সময়কার লেখকদের মধ্যে এঁরই একজন। এঁরই 'অভিমান' ও 'প্রাইকট' থেকেই তাঁর অনেকটা সময়কাল বসে গেছে। সাহিত্য জীবনের প্রায়ই কালে তিনি অনেক কবি রচনার হস্তে যোগদানের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সংকল্প ত্যাগ করতে হ'ল। তাঁর আত্মীয় এবং সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জন ড্রাইডেন এ সম্পর্কে যে তথ্যসংগ্রহীত করেছিলেন পরবর্তী কালে তা আত্মবিশ্বাস সফল হ'য়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে 'প্রাইকট কোন দিন কবি হ'তে পারবে না' ["Cousin Swift: you will never be a poet"]. কবি তিনি হননি ঘটে, তাই ব'লে সাহিত্যে তাঁর অবদান রক্ষা নয়।

ନାହାନ୍ତି। ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ କାହାଙ୍କୁ ବୁଲେଟିନ୍ ପରିଚାଳନା 'ମୁକ୍ତିଦାୟକ'।

[illegible]

কেন্দ্রবাস্য বায়ু বচনায় নিয়োজিত করেছেন। অনেকের মতে বায়বীয়ক রচনা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করতে পারে না। বায়ু বচনায় যদি মানুষের মত বস্তুবোধ্য, কিছুটা তরুণ ও সম্ভ্রান্তকৃত থাকে তাহ'লেই কেবলমাত্র এই প্রেমীর রচনা প্রকৃত পক্ষে রসোত্তীর্ণ হয়। যেমন হয়েছে হিমালয়ী লেখক বারেন্ডেনভিলের অমর গ্রন্থ 'ডব্লু-হুইকট'। কিন্তু 'ডব্লু-হুইকট'-এর প্রেম ও বিদ্বেষ তাঁর মনোভাব, অনুভূতি ও রূপা বসিত। অবশ্য বস্তুবা প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সততার অভাব ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলেছেন—“একজন নামক এই দ্বিপদ জগৎকে আমি সত্যতঃকরণে ঘৃণা করি, যদিও ব্যক্তিগতভাবে মানুষ আমার প্রিয়।” [I hate and detest this two-legged animal called man, though I heartily like Jhon, Thomas, Peter and so forth.] এই কারণে মানব বিদ্বেষী (Misanthrope) বলে তাঁর ঘৃণা বসে পড়ে যায়।

তাঁর আর দুটো উল্লেখযোগ্য রচনা 'ড টেল অফ্ এ টাব' (The tale of a Tub) এবং 'ড ব্যাটল্ অফ্ বুক্‌স্' (The Battle of the books) বই দুটোতে বর্ষ কল্যাণী হুঁ বায়বীয়ের এবং পণ্ডিতমুগ্ধ কাণ্ডজ্ঞানবানদের তাঁর বস্তুব কথায় প্রকাশিত করেছেন। তাঁর নিজের কাছে 'ড টেল্ অফ্ এ টাব' গ্রন্থটিই সবচেয়ে প্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে তিনি যখন স্থলী শক্তি হারিয়ে ফেলেন তখন প্রায়ই মার্জি লোকেশন করে বলতেন;—“ওই বইটি যখন লিখেছিলাম কি অসাধারণ কবিতাই না। আমার ছিল।”—[“Good God! what a genius I had when I wrote that book!”]

জাতি হিসাবে মানুষের প্রতি হুইকট-এর এই বিরোধ ও বিদ্বেষ অনেক পরিমাণে নিজের জীবনের ভিত্তি অভিজ্ঞতা সম্ভাব্য। কেউ কেউ অনুমান করেন তাঁর ব্যক্তিগত

জীবনের হতাশা ও ব্যর্থতাই হুইকট-কে মানববিদ্বেষী করে তুলেছিল, যার চূড়ান্ত পরিণতি খেটে শেষ জীবনের অশ্রুতত্তিরতায়। তিনি উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিলেন এবং নিজের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি একটি উন্মাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দান করে দান। ব্যক্তিগত হতাশা ও ব্যর্থতা হুইকট-এর জীবনে অনেক এসেছিল। প্রথম দশকে তিনি আর পাঁচজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুঁচমান যুবকের মত হইল ও চৌরী রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়েন। ক্রমাগত দুটো দলের মধ্যেই তিনি দুলু হয়েছেন। কিন্তু হ'লেই তাকে বাস্তবতায়ে নিরাসন করেছিল।

প্রতিষ্ঠা লাভ তাঁর খেটে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতামি আয়ত্তে এক মনুষ্য বর্ষ বায়বীয়ের পদ নিয়ে তাকে দখল থাকতে হয়। যোগে যোগে তিনি অবশ্য ভাব্যমিঃর দৈনন্দিন প্যাট্রিক পিটার ডান বা অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। এই পদ তাঁর মুক্তি, মেধা ও কর্মক্ষমতার উপস্থূপ হ'লে তিনি কোন দিনও বিবেচনা করতে পারেন নি।

কম্বুজের আধিগম হ'লেও তাঁর বদনীতে ছিল খাটি ইংরেজ রক্ত। সেই কারণে কম্বুজিকে তিনি যথেষ্ট বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। যদ পড়ে থাকতো লগনের উত্তমক রাজনৈতিক ও সাহিত্য আন্দোলনে। অনেক চেষ্টাও দেখানো তিনি স্বাধীনভাবে বদনাদের লুপোৎস করে উঠতে পারেন নি। এইটেই ছিল তাঁর অস্বাভাব্য প্রাণতত্ত্ব কারণ। এ পদ উঁচু তলার দিমহাশ, কেতাহাশ মানুষ তাঁকে নানা ভাবে লাঞ্ছনা দিয়ে নিজেরের আবেগ স্তবিরে নিয়ে তাঁকে বন্ধন করেছে তাবের ভগাবীর লুপোৎস খুলে ফেলে তাবের প্রকৃত বস্তুপ উন্মোচন করাই হ'ল হুইকট-এর জীবনের একমাত্র ব্রত। বর্ষ, রাজনীতি, সাহিত্য,— জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চক্রেই এইসব গোষ্ঠী, ব্যর্থতা, ঘূর্ণ ও প্রত্যাহারের লুপোৎস। বেগে ওনে হুইকট-এর মনে হ'লো মানুষের যোগ্য এইটেই পদব্রত প্রকৃতি।

জেরের পদ, কল্যাণের পদ যে কিছুতেই বেছে নেবে না।
বুদ্ধি কারণে, কিংবা অকারণে পশুপাণ্ডের সঙ্গে বিবাহ করে
যে নিজের চরিত্রাখ্যকেই হেঁচকি আনবে। সুকি সুকি বিয়ে
বাহুয়ের চরিত্র সংশোধন অসম্ভব। কি অসম্ভব বুদ্ধি
কারণে বাহুয় পশুপাণ্ডকে ধরে প্রকৃত হ'তে পারে তার
একটি উদাহরণ রয়েছে গলিভারের প্রথম খণ্ডে। লম্বাশ'বি
না আড়া-আড়ি তাবে, কোন দিক দিয়ে ডিম তেঁকে খাওয়া
উচিত এই নিয়ে লিপিপুটের দোকাৎকর যথো গুটো। বল
হবে যিরে স্রাব পুষ্কৃত্য ও উপক্রম। শেষ পর্যন্ত অবশ্র
খাপসরাটা শান্তিশূন্যভাবে ঘিটে যায়।

মানববোদী (Misanthrope) বলে হুইকটু-কে চিহ্নিত করা
যোজন্য পুরোপুরি ঠিক হবে না। তাঁর রচনার মাত্রের
প্রতি সমতার দৃষ্টান্তও রয়েছে নেওতা কম নয়। অবশ্র
সেকলোও তাঁর স্বভাব প্রকট যার 'বন্ধনের চেতন' দিয়েই
হুটো উঠে ও ; সেই কারণে অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।
এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় চূড়ান্ত বোকাব'র 'বিনীত প্রস্তাব'
(Modest Proposal) সর্বক একটি বোকাব'ী পুস্তিকা। এই
রচনাটি হুইকটু's Savage indignation-এর প্রকট
উদাহরণ। রচনাটির বিখ্যাত আদর্শওর উপরে ইংরেজ
সাম্রাজ্যবাদী'র নির্বাক শাসন ও শাসন। নিজের চোখের
সাক্ষ্যে প্রতিদিন এইসব চরিত্রাখ্য আইরিশদের নিষ্ঠুর
হারিজোর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে অত্যা চরিত্রাখ্য যথো কোন
মতে বেঁচে থাকতে যথো তিনি আর বিহ্বল থাকতে পারেন
নি। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নির্বাক খরচাটি ভুলে
দেয়ার কষ্টই লিখলেন 'বিনীত প্রস্তাব'। তাঁর
বক্তব্যের সারমর্ম হল এই সব হারিজ আইরিশ
চাটী'দের অসংখ্য সন্তান সন্ততি'কে খাইয়ে পরিবে বাহুয়
করা ওদের পক্ষে অসংখ্য। আর বড় হ'লে উপকৃত পিকা
দীকা ও কর্তব্য সংস্থানের অভাবে ওরা চোর বহুদায়ের
বল বুদ্ধি করে রাষ্ট্র শাসকদের উৎসে ও রক্তিতার কারণ হয়ে

উঠবে। সেই কারণে, ইংল্যান্ডের দানী অতিক্রান্তবর্ষের
বার্ষিক এবং এই সব হতভাগ্য চাটী'দের বার্ষিক 'তিনি
একটি প্রস্তাব দিচ্ছেন :—অতি শৈশবে, বছর খানেক
বয়সের সময়, যদি ইংল্যান্ডের দানী অতিক্রান্তবর্ষ এবং
এক পাউণ্ড দুইশো কিনে নেন তা হ'লে খোজাখোজ বাপ মা
এবং জেতাখা উত্তরেই কাজখান হ'বে'র। ঐ সময় এইসব
শিশু'দের নখর পর্চীরে খাপে অতিশয় উপাখ্যে বাহুয় হিসাবে
গলা হ'বে। যৈনখিন খাপের কিংবা অগ্রষ্টানিক ডোকে
এই খাপে সফল'র কৃষ্টি'খানেন সমর্থ। আবার এবং
চ'মড়া'র কোমল'গী ললনা'দের বস্ত্রনা, জুতা এই সব
প্রস্তুত হ'তে পারবে। সবস্র রচনাটিতেই আপাত খাপ'গীর
আড়ালে প্রকট রয়েছে তাঁকু তাঁর প্রেব মা একমাত্র হুইকটুই
প্রয়োগ করতে জানে'র। এটিকে হ'লি মানব 'বোকাব'
বলি, মানববহর'ী বলবে : কোন ধরনের রচনাতে কু প্রকৃত
পক্ষে আইরিশ লাতী'রতাখ্যে উত্তর ও বিচাপের ক্ষেত্রে
হুইকটু-এর অবস্থান অসামান্য।

হুইকটু-এর আর একটি রচনা 'কার্নাল টু টেল' তাঁর অল্পসব
রচনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এটি তার প্রচিনী টেলকে
লোখা চিহ্নিতের সংকলন। এখানে বাহু সম্পূর্ণ অল্পস্বিত।
তার পরিবর্তে হুটো উঠেছে হুইকটু-এর ব্যক্তি জীবনের
অল্পস্ব একটি রূপ, যেখানে তিনি ভালোখাসার কাঙ্ক্ষা,
ভালোখাখা দিয়ে ও পেয়ে থক হ'তে চান। টেল' ছিল
তাঁর প্রথম বোকাব'ের হুকাব' স্রার উইলিয়ম টেম্পল-এর
ভাগিনেদরীর ছদ্মখান। তার প্রকৃত নাম ছিল এলুয়ার
অনসন্। প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় বেরেটির বয়স ছিল
মাত্র সাত। নয় বছরের খিয়ার'েও বেখে পাশের হুত
হওয়ার মত অনেকটা আর কি। হুইকটু তখন একুশ
বছরের পূর্ণ বয়স। হুইকটু ও টেল'র প্রথম
ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।
বাহুয় অতিক্রান্ত ও বুদ্ধি দিয়ে খিচার করে হুইকটু

যদি মানুষকে উপনিষদের অধিবেশন মত 'অমৃতের পুত্র' বলে ভাবতে না গেলে থাকেন তাহ'লে তাঁকে যোগ বেগম বুঝা। মানুষ হিসাবে আমরা নিজেদের বড়ই জটিলবাক্যে বুঝাইনা কেন, কখনো। কখনো হুইকটু-এর মত আমাধেরও মনে হয় মানুষ মূলতঃ অসং। তাই যদি না হতো তাহ'লে বিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞান এতটা উন্নতি পাবেও কেন অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে অনাচার, হারিহর, ব্যাধি ও অপুষ্টির ভাঙন চলছে? কেন চলতে মানুষের মাঝেই বিংশ, ছেয়, হানাহানি? সামাজিকভাবে মানুষকে যদি জটিলতার অগ্রকুলতা না থেকে থাকে তা' হলে কেন-তনেও মানুষ কেন সর্বদাসের পথে পা বাড়ায়? কেন দুটো মহামুখের পরেও তৃতীয় মহামুখের আশঙ্কা মনে আসে? অতি বড় মানব হস্তীকেও মারে মারে বিধাতার হাতে যেখা যায় মানুষের সম্ভাব্য প্রকৃতি সম্পর্কে। দুটোই স্বীকৃতিস্বরূপ হয়। 'সত্যতার সংকট'-এর শেষ করেওটি লাইনে স্বীকৃতিস্বরূপ বিধাতার মনোভাবের পরিচয় মেলে— "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাশ, যে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত তুচ্ছ করা ফরো।"—এখানে কবির কণ্ঠে দুইচোঁয় প্রত্যয়ের পরিপূর্ণতা দ্বিধা ও লজ্জার মূহ জুটে উঠেছে

না কি? হুইকটু এখন সোজা হুই মানুষকে ইয়াহু (Yahoo) শ্রোতৃবৃত্ত করে তাকে স্বভাবতঃ বিকৃতত্বটি ও কথাতো ব'লে বর্ণনা করেন তখন মানুষ হিসাবে আমাধের অস্বিকার বা লাপে। তাঁকে মানব-বিষয়ী আখ্যা দিয়ে মূহে মূহিয়ে রাখি খটে, 'কিছু তাঁর মূক্তির সম্পূর্ণ অস্বাভাব্য প্রমাণ করতে পারি কি? হুইকটু একা নয়; আরো অনেক চিত্তাশিল্প, যোগমুক্ত, বাস্তব সচেতন দ্বিতীয় সাহিত্যিক মানুষের তথ্যের সম্পর্কে নতুন প্রকাশ করেছে। বার্নার্ড শ মনে করতেন মানুষের জগতি থেকে 'চিত্তাশিল্পের একমাত্র উপায় 'অতিমানব' মূর্তি। কেননা, মানুষের মৌল প্রকৃতি মূক্তির পরিপন্থী। আর সেই কারণেই বর্তমানে, অজ্ঞান, অবিচার, অধিক থেকে বিচার করলে হুইকটু-এর মানব-বিষয়ী তাঁর মানব প্রবেশই উল্লসিত বলে পণ্য করা যেতে পারে। মানুষের কল্যাণ চিন্তাই তাঁকে মানুষের স্বভাব জীবনতার প্রতি অতিমানব সচেতন করে তুলেছিল। 'বিনীত প্রজ্ঞা'-এর মত তাঁর সমগ্র গদ্য। এতই সূহৃৎ চিন্তার ও সমবেদনার সঙ্গে মিলে। এই কথাটি মনে রাখলেই হুইকটু-এর গদ্যের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব, অজ্ঞান তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে।

কণ্ঠভরা বিষ

আঠারো

তারতন্ত্র বললো—আপনি যদি এমন করে চোখের
জল ফেলেন, বিবি, তা'হলে আমার ব্যাথা হবে না—

—না, না, আমি আর চোখের জল ফেলব না—বলতে
বলতে চোখের জল বুড়ে ফেলল যখন—আপনি কেইনগর
চলে যাবেন, আমার কি মনে করে আসবেন, আমার ক'র
বেথা হবে, তু'আবি বলে নয়, আমাবের বাড়ির সখাই,
এমন কি পাঁচালীদ্বীপ, ব্যাথা এই করবাস আপনাকে
বেথেকে, আপনাই হবে চামড়ার পাঠ তেনেহে, পাঁচালী
তেনেহে, তাই সখাই চোখের জল ফেলবে—

—আমারো কি কম ব্যাথা লাগছে মনে করেন, এই
করক বলে আপনাবের কাছে যে রকম আশ্রয়-ঘর পেরেছি,
এরকম আমার নিজের বাড়িতেও কোনদিন পাইনি,
জ্যেতাকবার খতরখাতি খেতে বসে চলে আমি, আপনায়
ছোট বোন, আপনায় ছোট ভাইএর বউ চোখের জল ফেলে,
আমার এত ব্যাথা লাগে—আগে আগে বললো তারত।
সামনে তাতের খাখা। মোটা পাঁচেক ঘাট মাঝানো।

কাছেই চুটি গ্রাণী জগছে। পাশে ব্যতগাখা নিয়ে
হসেছিল যখন।

দোন্দলগড়ার শিববাস মুখুন্ডের বাড়ি যেতে বসেছে
তারতন্ত্র। বহু বিবেচনাকে নিষ্পত্ত করেছিল। সচা
উত্তরে গেছে অনেকদূর। গ্রামের গ্রামের গ্রাম
উঠা।

আদালীকাল দু'ব তোরে কুকুনগর বগনা হবে

উত্তর খণ্ড

বিহির মুখোপাধ্যায়

তারতন্ত্র। বাবে নৌকা। সমস্ত ব্যবস্থা গ্রিকঠাক
হয়েছে। পঞ্চ দিন সত্যোবেলা খতরখাতি খেতে
দোন্দলগড়ার ফিরে এসেছে তারতন্ত্র।

এখনকার সব গোচরাক করে সকলের কাছ থেকে
বিবাহ নিয়ে পাঠদালার পাঠ চুকিয়ে বগনা হতে হবে
সেক্ষ এই ত'টো বিন আর ব্যতগাখা বিবাহ ছিল না।

সতকাল তোপালেন জলসোহন বসন্তলাই। সকাল বেলা
সেরেফাদ বসে কাছ করছিলেন বসন্তলাই। দু'ব বুকে
বললেন—আরে আপনি হঠাৎ কি মনে করে—

—আজ্ঞে বেগুনকীর সঙ্গে একবার দেখা করতে
এলুম—

—কেন, চাকাকি কিছু লাগনা আছে নাকি, আমার
বিসেবে তো কিছু লাগনা নেই, সব তো—

—না, না, সেক্ষ নয়—অগ্রান্তিত দু'ব মাথা নাকল
তারতন্ত্র, তারপর বললো—আমি কুকুনগর ঘনি জেবেছি,
তাই বেগুনকীর কাছ থেকে একখানি পরিচয়ত্র নেয়ার
কষ্ট—

—কি শ্র বগলেন—তু'কুড়ক তালালেন বসন্তলাই।

—আজ্ঞে, পরিচয় পত্র, বাবে আমার নাম ঘনি
পরিচয় লিখে দেবেন, আর কি, মানে উনিই যে আমাকে
পাঠাচ্ছেন—

—তার আর বরকার কি, বেগুনকীরতো নিজেই
বহানাকার সঙ্গে আপনায় আপান করিয়ে দিয়েছেন, আমি
তো তেনেই বহানাকার আপনাকে যেতে বলেছেন—

হয়, তেমনি গুনে গুনে হুঁপটা টাকা দেবে, তারপর এখানে যে কটা দিন থাকো, হোজ পীঠজনের মত উল্লুকের কাঠ থেকে তরু করে চাল ভাল তেল সুবন্দনাশক্তি লব খাচ্ছ, তার উপর অবার বোয়াকির টাকা কিলের, কোন বিবেচনার চাইতে পারলে তুমি—

লম্বা জিত কেটে হাতজোড় করে বললো অপর দ্বিধা—
আইজা, যে কথা কই নাই, আপনাতো খাতা লাগবেন, হেইয়ার ল্যাইপা বোয়াকির কথা কইছি, আসোল কথাটা কি জানেন, হোজ দাইরাভার বিয়া দিছি, নতুনজামাই শোণো লগে আইছে, শোণাশান বাহুব, কথামতাহার তাঁতের মুক্তি চাক, বেইয়ার লাইখা দুইটা টাকা বেশি চাইছি—

অব্যাক চোখে ভাবিয়েছিল ভাঙতরু। কইমাই করে অপর দ্বিধা কি বললো। লম্বা কথা ভাল বুজতেও পারলো না সে। বাতাল মেসের কথা অল্যা অশেত অহো শুনেছে। হুদাধের মুখে, হুসেবানের মুখে বাতাল কথার টান। তরুণের কথা বেশ বোকা বার। কিন্তু অপর দ্বিধার মুখে বাস বাতলা পরপার ভাষা। বাতলা থেকে বাসার চাপের চালান নিয়ে আসে অপর দ্বিধা। বছরে দুবার কি তিনবার এই চন্দন-লগনের বছরে আসে। তবিকে কানিবাঝার, সুপিগাবান, এতিকে হুদানী কলকাতা বার।

অগুহোবন বস্তুর মুখের রেখা মরম বল—হোটে ঘেরের বিয়ে গিলে মুক্তি, কই আদাই কোবার—

—হেই বাবা মাইখো, এই দিকে আসো, মাইবদশাছর গেরগাব কয়ো—অপর দ্বিধার ডাক শুনে সান্দনের বাগান্দার তপাল থেকে পনেরো-গোণ বছরের একটি কিশোর এসে বরকার মাঝে দাঁড়াল। দ্বিধিতে বাবা ঠিকের প্রণব করল।

অগুহোবন জিজ্ঞাস করলেন—কি নাম বললে তরু—

—আইজা নারায়ন, সোভা মাইখো কইরা জাছি—

—নারায়নকে ভোমরা মাইখো বলে ডেকে—বাবা করে হেলে উঠলেন বস্তবশাই—কাঠ-বাড়ালের কথা শুন—

তারতরুও হেলে ফেলল। এতক্ষণে একবার মুখ তুলে তাকাল বস্তবশাই—

আবার বললেন বস্তবশাই—দ্বিধা, বাও, অপর দ্বিধার নতুন কহারের মুক্তি দাবছা বাবন একটা টাকা নিখে দাও, আসো এখন এলো অপর, আমি সুখ বাত আহি—

তারপর হঠাৎ তাতেচতুকে লম্বা করে বললেন—আজ্ঞা হারি মশাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করছি, আপা কবি লতা জবাব দেবেন—

হুজুনেই হুজুনের মুখের দিকে করেই পলক তাকিয়ে রইল। তারপর যেন বস্তুকের তলির মত প্রস্তুতি হুজুতে গিলেই অগুহোবন—আপনি শোণোতপতি লম্বা নামে কইকে চিনবেন—

কি বলা উচিত তেবে শেল না তারতরু। আবতা আবতা করে বললো—কেন বলুন তো—

—চিনতেই কিনা বলুন না, যা জিজ্ঞাস করছি, তার জবাব দিন—

—হ্যাঁ, চিনতুম—

—কোথার আসল হঠেছিল—অগুহোবন বস্তুর বৃত্ত হাদিখা মুখবানির দিকে চুলচাপ তাকিয়ে রইল তারতরু। কোন জবাব দিল না।

নিজেই আবার বললেন বস্তবশাই—আমি লম্বা ববর হাবি, এই সেরেতা বছর বনো অল দ্বিধা বাটে, কিন্তু লম্বা কথা আবার কানে আসে—

—ত'হলে আর আমাকে জিজ্ঞাস করছেন কেন—

—বেশলুপ আপনি ভেতে বলেন কিনা, তেরে সাধুচরণ, আরেক ছিলি বিয়ের যা—একটু মড়েওকে বললেন বস্তবশাই—তা'হলে শুনুন, দেগ বাবনালে হায়েবদর মুখজোর ব্যক্তিগত গিরে আপনাতর লম্বা করেছিল শোণকপতি, টাকবির শোভ দ্বিধিরে আপনাকে কানিবাঝার গিরে ছেত্তে চেয়েছিল, কেমন ঠিক বলেছি কি না, বলুন—

অগ্নিসেহনের বখার দাড়া বেড়ে সার দিতে হল। সুখে কিছু বলতে পারলো না।

যখন যখন তখন সুঁজে বেগছিল, কোন বরে কোন মুহুর্তে এত দুঃখিনী বখর গেলেন বস্ত্রবাহী।

সামান্য কিংবা তস্তীর বস্ত্রে। তস্তীরের এত সাধন হবে না। নিকটই স্বামীর কান; কিন্তু স্বামীর লগ্নে অগ্নিসেহন বস্ত্র গোপাংগের পুত্রটুকি। হঠাৎ টাকার শোভা।

বড় বড় ব্যক্তি চাকর-বাঁকরেরা টাকার শোভে গোপন বখর চালচলি করে। এ চরিত্রটা বখরনে থাকতেই টের পেয়েছিল ভাগবতের। বখরনে বিজ্ঞানের ব্যক্তি চাকর শোভনটাই ছিল বস্ত্রবাহন চালকদের চর। আজ কোথায় রয়েছে বিজ্ঞান, কোথায় চালকদের চর, আর কোথায় সেই শোভনটাই।

এখানে আরেক শোভন, এই স্বামনও হয় তো অগ্নিসেহন বস্ত্র টাকা খাট। টাকার শোভে গোপন বখরের ব্যঙ্গা করে। সাবুতরপ চিপসি পাশ্বে দিয়ে বেল। চোব সুখে ছকোর করেকটি টান লিপন বস্ত্রবাহী। ভাগবত একমুখ বোঁরা কেতে বললেন—খুব বেঁচে গেছেন, গোলোকপতির মুক্তি কানিষদ্যাকার না দিয়ে খুব বেঁচে গেছেন আপনি, গোলোকপতির কি হয়েছে আনেন, বখর রাবেন কিছু—

—কেন, কি হয়েছে—উৎপের চোবে তাকিয়েছিল ভাগবত। এখানে যেন সেই উৎপ, সেই বিজ্ঞানভার ভাষাটা গুরোগুরি কানিয়ে উঠতে পারেনি সে।

গতকাল লঙ্কায়ের দিকে বখরটা তুলেছে। ভাগবতেরা সাধাবিন সাধাবত এবং আজকের সাধাবিন কেটেছে। এখন লঙ্কায়ের কিছু গারে নিগতর খেতে বসেছে। হাত পাখা নিয়ে লঙ্কায়ের লগ্নে আরে বসুন। হঠাৎ দিতে দিতে কলপো— আপনি তো কিছু বাকছেন না, তুমি ভাত নাড়া-চাড়া করছেন, কি ভাবছেন বসুন তো—

—বিধি দর পরতরিন বিকলে আমি আপনায় বাপের ব্যক্তি থেকে এখানে কিংবা এগেতি, তারপর এই মুঠোবিনে পর পর এমন লগ্ন বখর তুলেছি। এমন লোকের লগ্নে লগ্না হয়েছে, এমন ঘটনা ঘটছে ব্যত কলে আমি একবারে বিকৃত হয়ে পড়েছি, আর উপর আপনি এমন আবার চোবের লগ্ন কলে আবার বন আরো বারোপ করে বিজ্ঞান—

—না, আমি আর চোবের লগ্ন কেনবো না, কিন্তু আপনি কি এমন বখর তুলেছেন, কার লগ্নে বোঝা হয়েছে আপনায়— বসুনায় জিজ্ঞাসার অব্যবহাট করে কিছু বলতে পারলো না ভাগবত।

তার চোবের লগ্নে তখন অগ্নিসেহন বস্ত্র গোপদাল ভাটী মুখবানি তেল উঠেছে।

একটা হিন্তে ভূঁটির হানি হেনে কলকিলেন বস্ত্রবাহী— গোলোকপতি খুব হয়েছে—

—সে কি, কি করে এমনটা হল—প্রায় আর্দ্রনাথ করে উঠেছিল ভাগবতের।

—কি করে হ'ল, তা এতদূর থেকে আমি জানব কি করে, আজ ভিনবিন হল আবারের বাজারী বহু বিবাস বসায় ভাগবত লগ্নে এগেছে কানিষদ্যাকার থেকে, তুমি সুখেই বখর পেপুন—যেন একটা তুল লগ্নাং বোঝার বত বেশ পরিচুত সুখে বললেন বস্ত্রবাহী।

গোলোকপতি সাধবত নাকি নগ্নাং বাজারের শিখিরে গিয়েছিল লগ্নায়ের করতে। নগ্নাং তখন বানকরা রতনা হয়ে গেছেন। লগ্নায়ের লগ্নে গোলোকপতি নাকি বানকরা অবধি গিয়েছিল। নগ্নাং বাজারের লগ্নে লাকাতের লগ্নাং হয়নি। কি কারণে সে অন্তবানি হুঁকি দিয়ে নগ্নাংের মুক্তের শিখিরে বখরায় করতে গিয়েছিল, কেউ লগ্নিক কলতে পারছে না। লঙ্কাবেলা শান্তি করে সৈন্যবাহের লগ্নে কিলে আপনায় লগ্ন খুব হয়েছে। কানিষদ্যাকার কাঁধে লগ্নাংবাহে কলপী কোন্দানীর মুঠোবানি। লগ্নাংবাহে লাকাতো

কর্তব্যজালি

গেলকপতি। কুটির কর্তা ল-নাগের তরফে ছেদ করতেন।
কিন্তু কি কারণে, কেনন করে যে খুন হ'ল, কেউ লটিক বলতে
পারছে না।

কেউ বলছে, একদল বর্ষী পালাবার সময় তরফে সাধনে শেয়ে
ছেলে রেখে গেছে। কেউ বলছে, সাধারণ চোর-ডাকাতিহারা
ছেলেছে। আবার কারো মতে কোন পুরুষের গোপন
মজ্জা একদিনে খুঁজে পেয়েছে। হুকোর করেকটা
টান দিয়ে আবার বললেন গোলোকপতি—আগলে যে কি
হয়েছে, কেউ সঠিক বলতে পারছে না, আর পারবে কি করে
বসুন, ভগ্নন জ্ঞানে অমানব লড়াই চলছিল যে, মহা-
বাহাদুর বর্ষীদের আক্রমণ করেছেন, তারা সব বিশেষায়ার
মত পালিয়েছে, এই মারামারি কাটাকাটি মতো কে কার
খোঁজ মেখে বসুন, দু'দিন পরে হাতা থেকে কিছুটা মুঠে এক
কমলের মতো ভাঙা পাখীর ভেতর লাল পাওয়া গেল,
কুলে পড়ে গোল হয়ে উঠেছিল, শেরাল-মুহুরে টানাইটকা
করেছে—

—জাঃ বজ্রবর্ষাই বাসুন, এসব আর খোঁজা যায় না—

—আপনি কবি বাহুব, দেখাপড়া নিয়ে থাকেন, এসব কথা
জনতে আপনাদের বারান্দা লাগতে পারে, কিন্তু এরকম বয়স
তখন তখন, যেথেন যেথেন আবারের এমন যা লড়াই হয়ে গেছে।
এই বর্ষীঃ হারামখোর কত নিরীহ লোক মারা গেছে, তার
কেউ কি হিসেব নিতে পারছে, এই লকা বিধে কত লাশ ভেঙ্গে
থায় লকা করে বেখেছেন অথবা। এই ক'বিন আপনও
জুটা লাশ আদি নিজের চোখে দেখেছি। সারাসুপে একটা
সামভারী হাশির ভাব ফুটিয়ে বললেন বজ্রবর্ষাই—এই
গোলোকপতি আবার লম্বে কন মজ্জা করেছে, অগত
জানবেন ওর সমস্ত উন্নতির মূলে এই আদি, আবার
সুপারিয়েই বেওয়ানী তরফে লৈলাবাদের সুপ্রিয় কালে
বহাল করেছিলেন, আরও কিনা আবার লম্বেই আপনোতা
বেইমানী করেছে—আবার থাকে পা দিয়ে উপরে উঠে

আমাকেই লাগি মারতে চেয়েছে, কিন্তু জানবেন বর্ষের কল
যাচলে নড়ে, এখনো চন্দ্র-সূর্য উঠেছে, এখনো একজন সাধারণ
উপর আছে, থাকে ভাতি দেওয়া যায় না—আজ্ঞে কোরে
হুকো টানতে লাগলেন বজ্রবর্ষাই। আর সন্তুষ্ট হয়ে বলে
হইল সারভচন্দ্র। একটু পরে আবার বলেছিলেন অপরোক্ষ
মত—আর বলা করবেন না সারবর্ষাই, আল আর বলা
হবে না, আর দেখি করে লাভ নেই, বরং কাল আহুন, কিছু
লকাল-লকাল আহুন—

অব্য পারচরক কথা বলে বজ্রবর্ষাই নিজেই অথবা বেরি
করিয়ে গেলেন। বেওয়ানীরা কাছে একটবার কোন বয়স
পাঠালেন না।

মতকাল সেই মুহুরেবলা মেকাল বারান্দা করে চলে এসেছিল
তারভচন্দ্র।

আজ খুব সকালে কিন্তু সে রওনা হবার আগেই এসে হাজির
হয়েছিল কটিকটান।

—কি ব্যাপার কটিক, তুমি যে রঙাৎ—

—আজ্ঞে ব্যাপার গুরুতর,—হে হে করে হাসল কটিকটান।

—কি হয়েছে—

—আজ্ঞে চাঁপার নাম বাবাজী—

—আহা, বাহো, এই লকালবেলা তখন বেইমানী ভালো
লাগবে না, থোকা কথাটা বলে ফেলা যেনি, আদি তো
এদুনি বাড়িখুঁজ, তুমি আবার ডাকতে এলে কেন—

—আজ্ঞে নবাববাগানের বরবার থেকে লম্বা এক চিঠি
এসেছে, একলক্ষ টাকা মারি বাবাই করেছে, লব কোশানীর
কর্তব্যের কাছে মারি এরকম চিঠি দেবে, সেই চিঠির লম্বা
যেবে, আপনাকে তাই তলব দিয়েছেন বেওয়ানী—
কটিকটানের বয়স শুনে মনে মনে হজিখোব করেছিল
তারভচন্দ্র। লোকা'জ' আবার বেওয়ানীরা লম্বে লাকাৎ
করা বাবে। বলা মুদ্রা পর্গাৎ বলে বলে আর অপরোক্ষ
বজ্র বোলাবোলা করতে হবে না।

যুনা বললো—আপনি তো কিছুই বলেন না, আর এখনো বাহু দিই—

—না দিদি অথচ খেঁচোছি, আর পায়ে যা না—

—তা'হলে আশ-কীটল এমন দিক। আপনি কীটের বড় বন হুব ভালবাসেন—বলতে বলতে হুব কীটের ভালবাসা যুনা—
ওসো ছোটকি, তোরা আশাই-বাক্যে আসে হুব দিয়ে যা—

নাথার খাঁটল টেনে পাঠলী এসে একবারি বন হুব রেখে গেল। তারপর আবার হু'খানি কাঁপার রেফারীতে কাটা আশ, কীটল, বর্তমান কথা আর বাতাল্য নিয়ে এল।

ভারত কল্যাণ—ইগ, এখন করেছেন কি বিধি, কাঁপল নিয়ে যাব, আমি যেতে পারবো না—

—কেন আপনি তো কাঁপল ভালবাসেন—

—ভালবাসি যটে, তবে বেশী খেতে পারি না, তা'হাড়া কাঁপল ভরপাক মিলিন, এত গায়ে আর খাব না—

—তা'হলে থাক, যা ইচ্ছে আপনার যাব—পাখা তুলে একটু-
লম্বা হাওয়া দিল যুনা। তারপর আবার বললো—
আপনার জন্ম একটা এ'টোড় পাঠিয়েছিলান পেমিন,
যেয়েছিলেন—

কোন জঘাষ না দিয়ে আসি হুব কলা একদলে বেধে যেতে লাগল ভারত।

নাথার লম্বা পড়ে হুব তুলে বললো—পেমিন অনেক কাও
করেছিল দিদি, আপনার এ'টোড় আর বাতাল্য যাবি—

যুনা বললো—লম্বা তুনেই আপনার যাবার হুখে, কিন্তু
হুবকে আপনারা যেরে ভাতালেন কেন, ওহুতা যোল আনা
হোষ ছিল না, আমিই তকে ডেকে এ'টোড়টা দিয়েছিযুদ,
তাই নিয়ে এত কাও—

—পরের কাঁপরে আমি বিধি, পরের ব্যক্তিগ শোকজনদের
যদি আমার চাকর বারোয়ার করে, তবে আমার হুব থাকে
কোথায়, যুদ, আমি আর যেভাল গ্রিক রাখতে পারিনি—
আবার হুপচাপ। হুয়ের ব্যক্তিগ যেরে কল্যাণ ভারত—

এতো গেল যিন পনেরো আশেব কথা, আল হুপুত আরেক
কাও করেছো হুপুতাব—

—হুব কীরে এগেছে না কি—

—তাইতো বলছি, এবার একা আসেনি, লম্বা আবার
ছোটখা'কে নিয়ে এগেছে—

—আপনার ছোটখা,' কি নাম—

—বহাচাব রাই, আপনাকে বলেছিলান যোব হুত। আবার
উপরে গিন দান, বড়খা'—চতুর্ভুজ রাই, বেলখা'—অর্জুন রাই,
তারপর এই ছোটখা'। আবার চেয়ে বহুর হু'কেকর বড়।

ছোটখেলার এই ছোটখা'র লম্বাই আমার লম্বাচেয়ে বেশী তা'ব
ছিল, আল হুব তোরে চৌহুরী বনাইর চাপরাশী কটিকটাপ

ভাকতে এগেছিল, তবের সেহেজার একখানা বহুখাত
হুপাখিয়ার কাক হ'ল, সেই কাকের পর বেহাচাবনী হু'খানি

চিঠি দিলেন, একখানা বহাচাব কাকচেন্দ্র নাগে, আরেকখানা
বহাচাবের বেহাচাব হুপুতবন বিজয় নাগে, সেই লম্ব কাক

সেরে চিঠি নিয়ে আসতে আসতে বেলা হুপুত হয়ে গেল,
কীরে এগে যোবি আমার বরের লামনে ছোটখা' দাঁড়িয়ে

হাচাবনের লম্ব কথা বলছেন। গ্রা'র লাভ আট বছর পর
হঠাৎ ছোটখা'কে দেখি আমি—ভারতচেন্দ্রের কথা দেখে হবার

আগেই শিবদাল হুপুত এলেন—কই বে, ভারত-ভায়া,
কেনন বেলে, শেট ভরেছে তো—

—হুব ভাল খেয়েছি দাদা, আর বেকদি'র লামনে গেতে
বলে শেটভরে না খেলে কারো রেহাই আছে—ভারতের

কথা শুনে খোলা লম্বা হোহো করে হাসলেন শিবদাল—
এটা তুমি গ্রিক বলছ, ভায়া, বাওঝাবার ব্যাপারে বড়বড়

বড় নাছোড়খানো—

কশালের উপর খাঁটল টেনে বনৌকে লম্বা করে লামাত
চাপা বলাব বললো যুনা—এবার হু'ব বলবে তো, তোমাকে

যেতে দিই—

—না আমি এখন বসতে পারবো না, আশা'কে এখন হু'খানি

৯

৭

যেতে হবে—নিব্বাণের কথা শুনে কেমন হতবুদ্ধির মত
ভাবিত রইল যখন। আর তারতন্ত্র প্রায় টেরিয়ে উঠিলো—
—সে কি স্থানে কেন—

—আমাদের থাকাকালী মশাইর বউ দারা গেছে, এই মাসের
বছর পেসু—তারপর যখনকে লক্ষ্য করে বললেন
নিব্বাণ—তোমাকেতো বলেছিলাম বরকালীর বউ-এর অধস্তা
ভাল নয়, আজ ক’দিন ছুটেই বাগান খাচ্ছিল। তার পাঠটি
ছোট ছোট ভেলে গেছে নিজে বেচারী বউ বুজলে পড়েছে,
আবার না গেলে চলবে না, মোকলম ভাকতে হবে।
সংস্কারের কথাকা করতে হবে, তাই তোমাকে ছলে বেতে
এলোনিব্বাণ—

—আদিত বাব দাদা আপনাবার সঙ্গে—কম্বত কম্বত উঠে
বিকাল তারতন্ত্র।

—তোমার যেতে হবে না, আমরাতো আছি, তুমি শুধু শুধু—

—আপনি যাবেন কেন, আপনাবার কি—

—না বিদ্রি, মরকার মশাই আমার বন্ধুগণক, তার ছেলে
পৌরপণ আমার ছাঁই, আমার বাকতা উচিত—

—তোমার তো বাগা দেখে রহনি, আপনাই উঠে পড়লেন—

—না দাদা, আমার বাকতা হয়ে গেছে, এগোন আপনি,
আনি আপনি—

তারপর সমার কিনারার সেই স্থানবুদ্বি। হু হু করে চিতা
জলছে। দধা দধা বাঁশ হাতে দিয়ে তারপাশে ঘুরে ঘুরে
চিতাভুণ্ডের তবারক করছিল রাখবন আর তপ্পীর। এক
একবার বাঁশের খোঁটার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ জোনাতির মত
আগেরের ফুলকি উড়েছে। আবার বাঁশের এই বুড়ীভেজা
দিলে ভেজা কাঠ ভেজা। যাটিতে চিতার আঁকন আনিছে হাবা
এ এক লম্বা। অল্প হয়ে একটা বউগাছের নিচে বরকালী
সরকারের পাশে ছল করেছেন নিব্বাণ সুখোৎ এবং আরো
কয়েকজন স্থানবুদ্বি।

এখানে নীরব কিনারার পূর্বদা তাতা বাটের চাতালে চুপচাপ
বলে ছুটেছে, তারতন্ত্র। পাশে বুড়ির বুট গায়ে ঢাকিয়ে
ভুটিভুটি ঘেরে তরে ঘুঁষলি পৌরপণ। দর্শ শোকধর দিয়া।

পাশের মত খুব কোঁড়ে রোশেটা। কীভাবে কীভাবে
চিতা প্রকিণ করছে। বাঁশের মুখাণ্ড করেছে। তারপর
তারতন্ত্রই জ্বল মরে এনে বসিয়েছে এখানে। ক্রান্ত অবসর
বেরে কোপাতে কোপাতে বুঝিয়ে পড়েছে একলম্ব।

শেষকারির তারল অস্ততার মলার বিকে তাকিয়ে এলোএলো।
আবহিল তারত। আটবহর আগের এমনি এক বাজির
কথা বলে পড়ছিল। সেদিনও সম্ভার কিছু পড়ে নায়ে
সাধনে যেতে ছলেছিল সে। যেতে যেতেই বিত্তগণার
দুঃখব্যাধ শুনেছিল। তারপর দখতারার অনুপম করে
স্থানবুদ্বিতে এলে শারভাত প্রায় আছরের মত বলেছিল।

মলার উপর দিয়ে একটা রাতেরা পাণি ভাকতে ভাকতে
উড়ে গেল। তারপর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া হুটে এল। চিতার
আঁকন প্রায় নিবে এলোছে। বরকালী সরকারের স্ত্রী,
পৌরপণর দা, সেই কথা বহিলাটির আর কোন চিন্তা নেই।
তার মদ্য-সাথ, সংসারের আকাঙ্ক্ষা—সমস্ত কিছু চিতাতপের
মতো নিশেষ হয়ে গেছে। আজ চিতার আঁকনে শিউর-
নাথো দুঃখব্যাধি কাঁটাখার জীবন্ত, তৃপ্ত, সুখী দুঃখ দুঃখী
কোনদিন যোগেনি তারতন্ত্র, তার ভক্ত মতীর কোন শোক
নয়, কেনন একটা উৎসাহ পুড়তাবোব তাকে আছর করে
ছেলেছে। সেল দাবদালে সেই লাগুবাথ নাকি সরকার মশাইকে
বলেছিলেন—তোমার বউ আর বেশিদিন বাঁচবে না—

অমৃত সেই লাগুবাথ কথ্য আচ্ছন্নভাবে বলে গেছে। তার
সঙ্কল্পও যেমন কথা বলেছিলেন, তার কয়েকটি দিলেছে
লক্ষ্য নেই। বাঁকতিও যোববর কিছু কিছু দিলে বাবে।
ব্যক্তি হবে, বণ হবে, কিম্ব-লক্ষ্যক্তি হবে। কিন্তু পদার্থ
বেশি নয়। পতনের ভূমিকে সে বাবে না। আর বাজ
শবেহো যোল বছর। তারপরেই নাকি লব শেষ। লব
শুভ। মলার উপরের ওই বোলা আকাপের মত অস্তকারমর
অপার শূভতা। নাকি আবার অস্ত হবে। সবকিছু
পরিধানের মত আবার নতুন শরীরে মতো সে কিং
আপনো। কি আনি, কি হবে। (ক্রমশঃ)

ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ

ଆମର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମା ବଢ଼ାନ୍ତି ସା, ବହଳ ସକ୍ଷମ
 ଆମ ବିକିରୋତ୍ସେର କ୍ଷମା । ଆମର କ୍ଷମା ଆମର ସକ୍ଷମ
 ୪-ଆମର ଶାରୀରିକ ସକ୍ଷମ ଆମର କ୍ଷମା ବଢ଼ାନ୍ତି, ଆମର
 କ୍ଷମା ବଢ଼ାନ୍ତି ଓମନ ବିକାଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ କୋରଟି ଆମର ଦେହ
 ବିକାଶ ଆମର କ୍ଷମା । ଓମନର ଦେହ ବିକାଶର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ,
 ଆମର ଦେହର ସାଥୀ ସମସ୍ତ କ୍ଷମା ବଢ଼ାନ୍ତି ଆମର ସାଥୀ ।

୧୦ ଟଙ୍କା
 ଓମନର କ୍ଷମା ବଢ଼ାନ୍ତି
 ଆମର କ୍ଷମା ବଢ଼ାନ୍ତି

୧୦ ଟଙ୍କା
 ଓମନର କ୍ଷମା ବଢ଼ାନ୍ତି

୧୦ ଟଙ୍କା
 ଓମନର କ୍ଷମା ବଢ଼ାନ୍ତି
 ଆମର କ୍ଷମା ବଢ଼ାନ୍ତି

୧୦ ଟଙ୍କା (କମ୍ପାନୀର କ୍ଷମା)
 ଟଙ୍କା ୧୦, ୧୫, ୨୦, ୨୫, ୩୦, ୩୫, ୪୦, ୪୫, ୫୦, ୫୫, ୬୦, ୬୫, ୭୦, ୭୫, ୮୦, ୮୫, ୯୦, ୯୫, ୧୦୦
 ବିକାଶର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ।

ବିକାଶ ବିକାଶର ସାଥୀ
 ଓମନର କ୍ଷମା ବଢ଼ାନ୍ତି
 ଆମର କ୍ଷମା ବଢ଼ାନ୍ତି

ଆମର ସକ୍ଷମ ବଢ଼ାନ୍ତି





আজকার জীবনযাত্রা

সম্মান, কর্মব্যস্ততা, ক্রেশ, কঠোরতা ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এইভাবে জীবন সাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, কলকণ্ঠবিশিষ্ট দেশজাত ডেবডার্মির সংমিশ্রণে ঘটিত আধুনিক বিজ্ঞান সম্বলিত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরিষ্কৃত, সত্য ফলপ্রসূ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে দেবদেব করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাডাফারিন্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধানয়-ডাক্তার কলিকাতা-৪৮
অধ্যাপক ডাঃ হোসেনচন্দ্র বোর এর এ
আল্ফ্রেড-মাস্ট্রী, এম.সি.এস. (লন্ডন)
এম.সি.এস. (আমেডিকা) ভারতপুত্র
কলিকাতার রাস্তার শান্তের দুতপূর্ব অধ্যাপক।



কলিকাতা-৪৮
ডাঃ নরেন্দ্র প্রসাদ
এম.বি.বি.এস. (কলি)
আধুনিকোচর



চামের
৫/১৫/৪ ৫ টাম
মহাডাফারিন্ট
সঙ্গে ১ চামের
মৃতসঞ্জীবনী
সম পরিমাণ
অলস প্রভৃতি
চামের অধিকার
পর দেখা।

SM-1/69

GOBIND SUGAR MILLS LTD.

AIRA ESTATE

Dist. **LAKHINPUR KHERI (U. P.)**

Manufacturers of

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

কিঙ্গিকৈ সোমন দেখেছি

আগমনী লাহড়ী

সেই ছুটি চোখ—কখনও বেবেছি খুসিও কখনও
কখনও যা বেবেছি বেবনার ছান আবার বেবেছি বিয়বেস
আজনে উজ্জ্বল ও প্রোজল। কি বেবনারক সেই ১১ই জুনের
রাতি—যে রাতি চিত্রকালের মত কেতুে নিজে সেল সেই ছুটি
চোখের আঁতি। যে বহির্নিবা পূর্ববাংলা বেবে পন্ডিত-
বাংলা পৰ্বত বাহুবকে কিছক প্রেরণা, নিবিচ্ছে ভাণের
মন্ত, তবিয়েছে বিয়বেস বাহী—সে শিখা লহু শিখা হয়ে জলে
উঠলো। ১২ই জুনের অশরাদ্ধের শেষ আলোতে। মহালাহি-
কার বীৰ সাধনার হলো পৰিসমাপ্তি।

‘আমি নিবেদিত বিয়বী’ লীলা তার বারীমতা সাংগ্ৰহের
এক অনুলস পৈনিক। সেই লজ্জাবী জীবন থেকে বহু
বিয়বী জ্বলন বজ্জের প্রেরণা, উৎসাহ, বল ও উদীপনা।
ইতিহাসের রক্তাক্ত পথ থেকে যে বীরাধনা লম্বা অজাহের,
বিচ্ছেদে সুখ্যন চূর্ণকরে এগিয়ে চলেছিল তাঁকে চেমনা
এমন বাহুব বাংলা ভাষা ভারতে বিয়ল। এই পথ পরিক্রমা
চিত্রবিন পাতিয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় অযায হতে
থাকবে। বিশ্ব বিয়বী লীলা তারের মধ্যে যে অল্প একটি
মানব বহরী লীলা তার লম্বা লম্বায়ে থাকত উৎকণ্ঠিত, ব্যাধ
ও লজ্জা সে কথা অনেকও কহেই অমনো।

আমরা যারা তাঁর সাহিত্য পাবার দুর্ভাগ্য লাভ
করেছি তারা বিশেষ ভাবে বেবেছি তাঁর সেই মানব প্রেমিক
জ্ঞান। লজ্জাসী লীলা তার ছিলেন আনন্দের লক্ষণের দিবি।
কখনই ব্যক্তিগত জীবনে বা সাংসদিক কালে কোন লম্বা
বেবা দিয়েছে তখনই ছুটে গেছি বিবির কাছে। অল্প
তার ১৭—১৩

বৈদ্য ও এফাফ্রা নিয়ে তুনেছেন আনন্দের কথা ও বিচ্ছেদ
পথের ইতি। দিবি ছিলেন আনন্দের হাসি-কান্নার
আধীনা। তখন মনে হ’তেনা যে, ব্যক্তিগত ইংরেজ সরকার
বাংলার এই বাসাল থেকে ব্যক্তিকে লাহলে লহুত। কত
কাছের বাহুব হ’য়ে বেবা বিভেদ তিনি।

বিবির কথা—‘বাহুবকে তানবাসি, চিত্রবিন বেবেছি’,
এবে কত বক্ত লজ্জা আনবা মর্মে বর্মে আলত উপলভি
করি। এত বক্ত প্রাণ, এত উত্তার কথা হেব-প্রীতি, এত
কর্তমানীটা লহলে বেবা বাহ না।

কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না।—বিবির
আনর্শে, তাঁরই প্রেরণার জাতীয় বহিলা সংহতির অজ।
বিবির নির্দেশ কত ছেব পেয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে আশ্রয়।
তাঁর মেহ, তপস্বীতার বিনম্র হৃদয় অনেক কয়েবে কত
পতীর অজার। সেই অজারের আলোচনার পটভূমিকার
দিককে বেবেছি কন্নার দৃষ্ট প্রতীক জ্ঞে। তাঁকে কলতে
তুনেছি—‘অপর্যবেক কথা করে লগোজনের সুযোগ বেগুয়াই
তো বাহুবের বর্ধ। কখনই অপর্যব হ’য়ে তুই হুঁয়ার।’
দিবি বলতেন—‘হুয়ে ঠেলে বেগুয়া মত লহল কাছে টেনে
নেওয়া তুই কটিন। এই কটিন তুতেই বীকা বিভেদ দিবি।
একটিকে রাক্ষসবৈদিক, লাহজিক অবিচার ও অজারের
প্রতিধাবে অলতে বেবেছি থাকে, তুকেই বেবেছি অলহাজবের
অজারের সাধনে কখনকর জ্ঞে।

‘আমি কোনদিন ভাবিনি, ভাবতে পারিনা যে ব্যক্তিগত
ভাবে আনবা প্রত্যেককে বাছবা, বাছতে পাতি, বাটা লহব’

—বিদ্রি় চিঠির এক-বাক্যে। যতবার খেঁচি ততবারই মান
হয় বিদ্রি়ি লগার জড়। বিদ্রি় নিজেই বলে ছিলো। কিছুই।
ফাক্তপন বিলাদবানগমে গুচ্ছ করে নিজেকে লগনের
মলে বিদ্রি়ে বিড়ে লাঠা তীর সব মাছুয়ের পক্ষেই লগন
হবেছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে এগেছে মিরাশির মেয়ে।
কোঁবাখার মেয়ে, কি তার পরিচয় তা জানাবার জড় মোটেই
ফাঙ্ক নয়। তীর কাছে একবার পরিচয় ফেরাট—‘সে
মিরাশির—সে অলসার’। দ্বিা না করে তিনি বুলে নিলেন
তার সব ব্যাখ্য। মাছুয়ে কখনো তিনি কল্পনা করতেন না।
যতজন পর্যন্ত তাকে লেখাপড়া। শিখিয়ে বাবদলী করে
স্ট্রিবে প্রচিতির করতে না পাছলেন ততজন পর্যন্ত অপর
সৈত মিরাশির লগে তীর প্রায়গ লগতে থাকতো। তরু
পূর্ববঙ্গ কেন—পদিস বহের জেনক মেয়ে। খাণিক স্থপতিত,
লগাখিক অবিচারে নিপোতি হয়ে ছুটে এগেছে বিদ্রি়
কারে। সেই বিদ্রাট অস্তর, তুক ভরা মেহ-প্রীতি কাটকে
কিছিয়ে বেঝনি। সেই মাছুব তাদের বিচ্ছেদ
পছন্দে, জন্মজন্ম পাশার বাণী। মেঘিচ্ছেদন তবিচ্ছিন্ন
পথ।

'জিবি ভাষাশাস্ত্রের বাস্তবের কণ্ঠস্বর' জীবনকে। তার
 চমকেও ভাষাব্যবহৃত বা তা। তার বিশেষ ভাষাভেদে সুন্দর
 বহি—'আদি কালের চাইতে কালের পেরনের জীবন, লবাক,
 দেশ, কালের পেরনের মানসিক attitude-কে অনেক
 fundamental ও বহু ছন্দে করি।' তাই প্রতিটি কালকে
 জিবি ভাষা ও পুণ্যভারার সঙ্গে দেখে ফরভেন।

মানুষের মধ্যে হৃৎকোষ বিধি কীভাবে এক বিরাট
তত্ত্ব জুড়ে ছিল। তাঁরই নির্দেশে যখন জাতীয় মহিলা
সমাজে লীগে হিন্দুস্তান নারীরা গেল। কত তখন কলিকাতা
কলেজের বিদ্যালয়ে নারীরা চলে আসলেন নারীরা। তখন
দেখা গেল তাঁর সেই ছোট্ট চোখে অসীমতার স্নেহ। কলিকাতার
কি অংশই লক্ষ্য। অনেক সময় কোন অসমর্থের মতো

তখন বলেছেন—“যেমন করে হু ক তার ব্যবস্থা কর্তৃত্ব হবে।”
এমন করে তারা অনেক এগিয়ে এত প্রতিষ্ঠা হবে। যাদের
জীবন হস্ততা শাখিকতার অর্থ যদি শেষে যেতে পারিবে—
যদি তাহলে সাধনে মূল বলেছেন আশার বলে। তারা
শেষের শেষ, বিশেষের বিপরীত মন্ত্র। তারা হেঁচক—সুখ
তবে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের শোকবিবরণ যেন বিধি
এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। ভাঙতে অস্বাভাবিক—কত দুঃখের
কত গুণের মানুষ কত লজ্জা এত কাঁদে, এত নীচে এসে
থাকা বিড়েন।

কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে বিদিক কক্ষে আগতে যেখানে
কত মানুষকে চিকিৎসার ব্যয়বাহ্যে অজ্ঞ। অধির হয়ে
উঠেন তিনি। অশীশ ব্যাধুজ্ঞতা নিয়ে সূর্য কক্ষেও চেষ্টা।
যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যাধ্য না হয়েই ততক্ষণ শাশা
বিজ্ঞানও নেননি। নিজেই দিকে ডাকবার অবকাশ তাঁর
কোনদিনও ছিল না। চারদিক থেকে বাসুরে বাতীপাতা
বিদিকে ঘিরে রাখত। শকাল থেকে রাত পর্যন্ত চন্দ্র
মানব দেবার ভ্রত। জাতি বা বিরাডি কোনদিন এখিনি।
কোথার কার অসুখ, কার অসুখ, কে অসুখ এটিই বস
রাখতেন বিদিক। বসন্ত লজ্জাওই তাঁর দাবির সূত্রিয়ে যেত না।
কখন কবে তাগের পেই অসুখ বা অসুখের দূর করবেন
তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত চক্রে হয়ে উঠতেন। বর্জ্যে অবস্থান। বিদিক
পথ কক্ষে পাঠতেন না। কর্তব্যপূর্ণাথে তাঁর কথাবাড়িতে
জর্জরিত কতেন। কঠিন শাসনে বন ভেঙ্গে গেছে। শক
নুহুর্ভেই চোখে পড়েছে পেই কঠিনের পাশে কি অসুখ
কাজগের ছবি। সঙ্গে সঙ্গে নিঃসহি নিকটে বিজ্ঞ
অসুখশাসনে হয়েছেন বস। বিদিক চাইতেন শাশা
আগিরে, আগিরে, বাড়িরে রাখতে। বসনেই দেখতে
ব্যক্তিগত গুণবৈ বসন্তে—“এইই তোলা প্রকীণ কাশরা।
সত্যই শে শাশা যৌশপান শিখার করেই অবশ্য কত মান

বিদিত যେহ য়েহি

বিজয়ের সেনীতান বিহার বিনি স্মৃতিস ত্রিনিই আবার
প্রতিদিনের পরিবেশ লাভ, ত্রিহ।

কিহির ব্যক্তিহ যেন এক স্মৃতিশশী চুখক। সত সন
কত অজ্ঞান ক'রে ভেবেতি আর যোগকর তাঁর কাছে যেতে
পারিহো না। কিন্তু সেই চুখক। তাঁর টানে আবার গেহি
বার বার।

বিদি ছিলেন অসামান্য, অসিহীরা। জীহের প্রতিটি
কোরে একটি পূর্ণ যন্ত্র—একটি বিশিষ্ট সবা। অবশেষে সেই
দীর্ঘ যন্ত্রটি ঐকিককে বেধেছি রোগশয্যার, সেখানেও চলে-
ছিল বিরবাহির সংগ্রাম জীহন ও মৃত্যুর। সে সংগ্রাম
চিহিৎসা ভগতে অতুলনীয়। সেখানে জুয়েছি অনেকের
বারাকার—'কে আর আশাযের বেধবে ?—কার কাছে

আশাযাযো ?—কে বেধাবে লব ?' আশাযাযী আশা—
ভেবেছিলিহ সংশয়কৃত্ত বিদি আবার আশাযের মস্ত
এগে হীচাযেন। আশাযা কহে যাব আশাযের একান্ত
নিষ্ঠর আশ্রয়। কিন্তু বিদিকে চলে যেতে হলো। সহস্র
যন্ত্রের প্রার্থনা, চোখের কল আর তাঁকে যের স্নাতক
পারিহো না। বিদি চলে গেছেন এক জ্যোতির্গোকে—
যেখানে সেই মৃত্যু—সেই জ্ঞান। একটা পরিপূর্ণ জীহনের
যটো পরিমাণিহ। সেখানে ছেবে গেছেন যানের ভাষের
সুভতা কোনদিনই হইহো পূর্ণ। আজ বিদি আর আশাযের
যাযে নেই, কিন্তু আছে তাঁর চির অজ্ঞান—চির উজ্জল আদর্শ।
সেই আদর্শের আলোতে আশাযের লব মৃত্যু নিতে হইে যে
পথে যাকবে বিদির অমৃত আশিহ।

"সীলা তার স্মৃতি সংখ্যার" স্মারিতাযে এই প্রবন্ধটি ছাপা সম্ভব হই নাই। [কঃ যঃ]

With the Compliments

INDRANIL ENTERPRISE

10, JACKSON LANE

CALCUTTA-1

চন্দন সৌরভে
সুসজ্জিত হয়ে থাকুন



মলয়
শ্যামাল সোপ ও
ট্যালক—দ্বয়ে মিলে
আপনাকে সারাদিন
চন্দন সৌরভে
ভরপুর রাখবে।

মলয় শ্যামাল সোপ দিয়ে হানে আনন্দ—বিবশীতল
ফেনাও না ছুড়োবে—চক হয়ে উঠবে কমনীয়
কান্তিময়। আর শ্রান শেষে মলয় শ্যামাল ট্যালক
সাথে ছড়িয়ে দিলে দেহ-মন লভেচক হয়ে উঠবে।
এই চন্দন-সুগন্ধিত শ্যামাল ও শাউজার দ্বয়ে মিলে
আপনাকে দিনরাত্তর রাখবে—এবার গ্রীষ্মের
বর্ষাক সুসুত ও ঘিরে থাকবে চন্দন সৌরভে।

“শিশি”

ভূর্ণিপদ দাস

শ্রীমুক্তা শীলা গ্রাম সম্পর্কে আমার শিশিরা এইটো—
 বাপে তাঁরকে একবার এখের বাড়িতে বেনিমাতিলাস
 তখন এম. এ. পড়েন। পিতার সহিত বাড়িতে বেড়াইতে
 আসিয়াছিলেন। পরে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কানকোর ছবিতে
 ছাড়া আর তাঁরকে দেখি নাই। সেখানকার কত
 কলমেলা আমারই মাঝে সর্বদাই তাঁরই পুণ্যস্মৃতি পিতা
 এবং তাঁর আদর্শ জুড়িয়া বহিতেন।

মালাকাল দিয়া কৈশোরে ও ইহার পরে যৌবনে
 পৌঁছিলাম। তাঁহার শিক্ষা-কৌশল, কীশাণি সজ্ঞ এবং
 হুঃসাহসিকতার কথা শুনি। কিছু না বুঝি, আমার কিছু
 না বুঝিই বক্তার নিশানো অক্ষরলোকে তাঁর একটি
 ভাবমূর্তি গড়াই উঠে।

যৌবনের উদ্দেশ্যে আইন অধ্যয়ন করে যুগে
 ব্যতিক্রমিক জেল খুঁটিয়া আসি। দুপটা তত্ত্ব, তুমুতত্ত্বই নয়,
 অকির-এক উত্থাপ। আকাশে বিজ্ঞানের বলকানি, কখনো
 বা কখনো সর্জন, বস্ত্রপাত। পড়াশোনার বত মর সজ্ঞ-
 সন্নিভিত বক্তার মাঝে সময় কাটে। তাঁর প্রাকৃতিক স্রষ্টার
 নামের অজানি এবং অতঃপরে ভোলাকর কাহিনীর বক্তাই
 তাঁর সংগঠন বৈশিষ্ট্য এবং সৃষ্টি পক্ষে প্রবর্তিত অভিযাত্রার
 কথা কানে আসে। আমারই সজ্ঞ সন্নিভিতও অথবা
 শীলা নামেই প্রভাব পড়ে।

তিনি বন্দী হন। “প্রবাসী” পাতার তাঁর পরিচিতি
 পাঠে মনে পড়ি আসে। তিনি যে আমার এখের এবং

এখার ভাষা জান। ব্যক্তিগতভাবে তিনি দীর্ঘ ও দীর্ঘ
 প্রায়স্রমে আমারই সম্মুখে প্রতিভাত ও প্রতিষ্ঠিত হন।

বন্দী জীবনের অন্যান্যে স্তব্ধতা উপভোগ্য বহিরা
 স্বেচ্ছামতের লভ্যবৈকল্য করিবার ক্ষমতা তিনি শ্রীষ্টই পরে যান।
 শ্রীষ্টই হইতে তিনি বঙ্গীয় পীঠপাঠ-এ যখন করেন। সঃ
 ছিলেন শ্রীকীর্ণ গাং। সেখানে তাঁরকে লক্ষ্যনা জানান
 হয়। ব্যক্তিগত উচ্চ শিবরে অধিষ্ঠিতা নিজের এখের
 ঘেরকে পীঠপাঠেরই বহু পক্ষ পরামর্শ, সমতাধিক
 পক্ষের আত্মকর্তার বহু পরিচয় নিরাশ্রিতেন।

পীঠপাঠ-এই তাঁর সহিত আমার চাক্ষুশ পরিচয়
 হইল। একদিন যিনি প্রবৃত্তি ছিলেন, প্রথম মালাপেই
 তিনি আমাকে একান্ত কাছে টানিয়া নিলেন। এ খেন
 ঠিক চাঁদ, চাঁদ চাঁদ, চিত্তের ঘোমেই বিরাট এবং বিশাল
 সহিত মুক্ত হইয়া গতিলাস। যখন বিপন্ন বিস্তৃত হইয়া
 গেল।

ইহার পর হইতে তাঁরকে কেন্দ্র করিয়াই আমার
 জীবনও চলেতে থাকে—মালাপে, মালাপে, নিজের
 ব্যক্তিগত স্রষ্টার হুঃপ. আগ্রহ ও বিশেষ, সর্বত্র এবং লক্ষ্য
 অবস্থার।

হুঃ হইতে তাঁরকে যেমন বেনিমাতি ও বুঝিরাতি, সে-মনি
 অতি নিম্নে ব্যক্তিগত প্রতিদিনের দিনচর্চা এবং বিভাজ্য
 বক্তার। পরিবেশের তাঁরকে দেখিবার ও বুঝিবার
 সুযোগ পাইরাছি। তাঁর নিম্নে হইতে একপের

অনেক কিছুই ছিল। প্রেম করিতে পারি নাই, বৈধা নিষেধ
অবধি।

[illegible]

କୋଟି କଲିଟି ମିଳିବେବେ ମହାସୌଦାୟୀ, ମହାବୀର ମହିତ
 ବୌଦ୍ଧର ଦାବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବେନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର
 ଆଚରଣେ ଡାକ ହିଲ ନା; କି କଲିକତାର ଅସଦା କି
 ନୟନରେ ମିଶିର ମହାବୀରଙ୍କ ଅସି ହିଲ ମିଳେ ସାବିତ୍ରୀ
 ବାହୁ-ବାନ୍ଧି ବୌଦ୍ଧ ବାଡ଼େ ଅନାଦେଶ ହାଡ଼ିରା ଯିବା ଅନନ୍ତ
 ଗିଡ଼େ ମୁଖ ଗାଧେ କାଳ କରିବା ସାବଧାନ । ଆଉ କିନ୍ତୁ ନୟ ।

অবশি কৰ্মপত্ৰে দেখিয়াছিল। আশাৰেৰ কাৰণ কি
বন্ধাৰ, বাৰ্তাৰ কাৰণ কি কঠি, সব হিচকৈ তাঁহাৰ
নজাৰ বৃষ্টি। অনিচ্ছাতকৈ গৰ্বে-বাটে বাহিৰ হইতে হইলে
যে কিছুটা শয়লা হাতে ধাপাৰ বন্ধাৰ পড়ে, যোজ বাইৰে
হাঁহাৰ সম্বন্ধ তাহাৰ বন্ধাৰ কঠিৰেও তিনি পুণ্ডিন না।

আবশ্যের সহিত, কার্যের সহিত অগ্রহের যোগ না হইলে
 এই দাননিষ্ঠতা—বাধা একমাত্র সীমা রাত্রে পড়েই সমুদ
 হ্রিৎ, অথপি সমুদ নহ ।

ঐহট্টে কয়েকজনই স্বর্ণবিদ্যেব করোণে ভাস্কর।
জেনারেল ইনকোমক্সিত্তি তিতিংগানী। ঐহট্টে নেতৃবর্গ
টাকাপ্রদা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ভাঃ লক্ষ্মী-
বোহন বাগের নিকট পাঠান। ভাঃ বাগ তাঁহাকে
হালপাতালে স্থান দেন। নিত্যকৃৎ হুৎ। তখন ১৯১৬
সালের শেষ দিক। পিঙ্গিক সিং হালপাতালে তাঁহাকে
ধেয়েছে খাই। পিণি শু শু যৌদি ধৈ'ভেই ধেগেন না,

[illegible]

ମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଳ ମଧ୍ୟେ ଚାଳମାତାଳା ଚାହିଁବେ ହାତୀ ମାଟିଆ
 —କଳିକାତାର ମଧ୍ୟେ ବିରାଟପୁର, ବିଲେଶ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସିନି ମାଟିଆ
 ଚାହିଁବେ ବିରାଟ ମିନିମି କାହେ ବିରାଟ ଚାହିଁବେ। ବିରାଟୀର
 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସିନି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଶାଢ଼ୀର ଉପର କାହେ ଚାଳ ମାଟିଆରେ
 ଚାହିଁବେ। ବିରାଟୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସିନି ଆଖିରେ ଚାହିଁବେ ବିରାଟ
 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସିନି ଉପର। ଏତ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ମିନିମି ବିରାଟ ମେ
 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସିନି ଚାଳ ମାଟିଆରେ ଚାହିଁବେ। ବିରାଟୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସିନି ଉପର କାହିଁବେ।

আম, আমার এক ব্রাহ্মসুত্র শ্রীষ্ট হইতে প্রবেশিকা
উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এক আত্মীর আশ্রয়ে
ভারত উদ্বেগ বিহীন দিন কাটিতেছে। আমার শ্রুতি
নিদিষ্ট সহিত ভাবার পরিচয়। তিনি ভাষ্যে শুধু যথেষ্ট
প্রবেশী বীক্ষা দিলেন না, ভাষার জীবনের সম্পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ডার
সাধন করিয়া দিলেন। এ-য শুধু সেই নয়, ভাষার জীবনের
উদ্দেশ্য লক্ষ্যে জগৎ-বাহ্যে উচ্চতর মতন আরও কতজন
যে অন্তরে পতীর হইতে ভাগিয়া উঠিয়াছেন ইহাও লক্ষ্য
নিষ্কাশন দ্বিগুণ বিকাশের বাইরে।

পূর্ব-বাংলার সংখ্যালঘু উৎসাহের প্রবণ :পর্ষদ তত্ক্ষণ। ঢাকা হইতে কোন-প্রকারে প্রাণে বাঁচিয়া কলিকাতায় পৌঁছি। আবার টিকানা জাতীয় কার্যসময়।

ନିମି, ଅବିନୟ, ଅସୀନ ସାଧୁ ମହାଦେ ଧୂବ-ବାମନା
 ହିରଣ୍ୟୁର ସାବଧାନ ମାହାତ୍ମା ନିରା ସାଧକ । ସାହସ-କାହାଣୀ
 ଶବ୍ଦ ନାହିଁ । ସେହି ହାତକେ, ସାମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତରାଳ ନିବାରଣ
 ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଧାଯାଏ ନା ଦିଲ ଚଳେ ନା । "କଳାପ୍ରୀତି" ଏବଂ
 'Forward Bloo' କାଳକ୍ରମେ ବିକାଶ କାଳକ୍ରମେ ତାର ଆଧାର

পিসি

উপর পড়ে। সেই নিষ্কিন্দ্র মনঃসরসার মাগে ঘেঁষাতিত উপবেশন বাক্যে শুধু কাগজের লম্বাখনাতেই নয়, ম্যালক অর্থে সংকুচিত জীবনের তীক্ষ্ণতা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

আমার বাংলা লেখাতে সংস্কৃতের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। অনিলদাঃ বলিতেন সংস্কৃত ব্যবহারে লেখা ভারি হইয়া পড়ে, লেখার সাবলীলতা থাকে না। অনিলদাঃ নিজের সংস্কৃতে পণ্ডিত। তখন হইতে চেষ্টা করিয়া দীর্ঘ ধীরে বাংলা লেখাতে সংস্কৃত লব্ধ বর্জন করিতে সক্ষম হইলাম।

পিসি ইংরেজির এক এ.। ইংরেজিতে জ্ঞানিকাল এবং এণিক সব লব্ধ ব্যাখ্যার ছিল আমার অনেকটা ব্যতিক্রম মতন। Forward Blood এ Epicurean লব্ধ নির্বাচিত। পিসি বলিলেন, এই বঙ্গের লব্ধ যেন না গিবি। ইচ্ছাতে রচনা ঘূর্ণিমা হইয়া পড়ে। লব্ধে বৃত্তিতে পারে এমন লব্ধে ব্যবহার প্রয়োজন। ইচ্ছাতেই জ্ঞানিকাল এবং এণিক রীতি অনুকরণের অন্ত্যাপ লব্ধ বা অন্ত্যাপ হইতে ছাড়া পাইলাম।

পত্রিকা চাকর, বঙ্গিণ কলিকাতা কল্যাণ করতারা ত্রুকের অফিসের কাল আমার উপর ছিল। পিসি উহার সভাপতি। অত্যন্ত লক্ষ্যবশত তার সেই কল্যাণ-কমিটিতে বন-উপলব্ধের অতিথি বিতান ছিল না।

একবার কল্যাণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া বেশ কিছুটা রাজনৈতিক উদ্বেগ প্রণোদিত হইয়া অগত্যান্বে হইয়াছিল। কাঁধে বিবরণীতে পিসির লই আদিত্যে গেলে তিনি উহা ব্যক্তিগত করিয়া দিরা সভার লগ্নিক বিবরণ লিপিতে বলিলেন। যুদ্ধ ভবনগতে এই উপলব্ধক বিলেন যে, এই বঙ্গের অজ্ঞান এবং গর্ভিত-অচরণ যেন আর আমার হারা না আচরিত হয়। বলিলেন যে, অজ্ঞানকে একবার প্রসন্ন হিলে ইহা বীরে বীরে

চরিত্রের কলুষতা।

পড়ে।

রংগে প্রপড়ে কোন নীতিত বাদাই থাকিতে নাট্য। ইহা ইংরেজী কথা। রাজনীতিগত এক ধরণের চলই—কখনো বাহুর কখনো বা স্নায়ুর। রাজনীতির নেতা এবং কর্মীদের চেষ্টা থাকে যেন-কোনও প্রকারে নিজের গুণের ফলাফল রাখা। লেখকান্নে নিজের সুবিধা অনুবিধার কথা জুগলিয়া ভাবে নীতিকে উপেক্ষা করে। যে কতটা চরিত্র বল, উন্নত চরিত্রবোধ এবং পরিপূর্ণিত মনের পরিচিতি। দেখেন ইহার মূল্যায়নে অসমর্থ হইলেও আজ বিশেষ তাৎপ্রেই বৃত্তিভেদ। আর বৃত্তিভেদে যে ইহা কেবলমাত্র লীলা রায়ের ছায়াই লব্ধ হিল। এই অজই তিনি শুধু রোমাণ্টিকই নহেন প্রথম বাস্তববাহীও। তিনি ছিলেন বহু জগের লব্ধকে কে লব্ধবিশ্বের।

১৯৪১ সনের মাঝামাঝি অবিলম্বে অসুস্থ হন। ডিপেন্দ্রের অস্বাভাবিক উদ্বেগে তাঁহাকে যেজিকেল কলেজ হাসপাতালে বেতরা হস্ত। হাস্যাদিক কাল পূরে হাসপাতালেই তিনি পরলোক লব্ধ করেন। পিসিকে তখন যেভাবে দেখিয়াছি তাহা কখনই অতীত। মুহুর পক্ষে লক্ষ্যমানে যেন তিনি একাই লত, বনমুখ্য। হাস্যবিহারী এতিনটি হইতে যেজিকেল কলেজে ছুটাই। রোগীর শিরের হাজির পর হাজি বিশিষ্ট থাক। অজ্ঞান অজ্ঞাত লেখা, যত্নের কল্ফন-বিজ্ঞ সেই মুহূর্ত্তলি এবং। যেন জাপে। যন অস্বাভ, কিন্তু বাহিরে সম্পূর্ণ প্রযুক্তি, নিবিকার নিপিত। যেন কোনও যোগাভক্ত। বৃত্তি। লম্বাওন বিচরীর স্বর্গ-আচরণ।

১৯৬১ সালে মৃত্যুগুণে বস্তু। করিয়াছিল। ১৯৬১ জীবনের সেই চরণলত মুগিনে জিকুলকের যেজিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া আত্মীয় বন্ধন হইতে এক মুহুরে হাসপাতালের ২৪ নং দপ্তার

খাওয়া বসে হইত পিপি চোখের সামনে ভাগিনা-উষ্ট্র
সমরাত করুণা মাঝনো পিপি ঘেঁষেই প্রসন্ন হ'ব।
ভাবিতাম, তিনি যদি কাছে থাকিতেন।

রবীন্দ্রনাথ ভবিনী মিথিহিতাকে লোকসাত: আশা
দিয়াছেন। পিপিও-ও আশাযেই সেই সব লম্বিতা
শোকসাতাই ছিলেন। তিনি তবু বিদ্যার অস্তর পৃথিবীতে
আগিয়াছিলেন, পাঠের বা চাকরির অস্তর নয়। তাই
সমস্ত জীবন তরিতা তিনি বিছাই-ত পিরাছেন। অলসতার,
অস্বপ্নতার এবং প্রাচুর্যে।

“নীলা রায় স্মৃতি সংখ্যা” সন্মোভনে এই প্রবন্ধটি ছাপা সম্ভব হয় নাই। [ক: ৭২]

অবৈধিহুই যে তিনি পাননাই, এমন নয়। কিন্তু,
মহাশয়ী, নেতাজী, লজ্জাটন, রাজ, তন্তুভয়েট, জেগো
মহা পাইরাছেন—ইকনা, মৃদুনা এবং অলসতার, লম্বিতার
নিকট হইতে তিনিও তাহাই লাভ করিয়াছেন অস্বপ্নতার
এবং অস্বাভাবিক, বিশ্বাসে কিছুই নাই। ইহাও বিদ্যার,
মহাশয়ী আশ্রয়বাহী ইহাও-ও তাহাওের চলাই শ্রেণের পাবেই,
চলনক পদম পাঠের। অলসতার অস্তর আশ্রয় বাহা নিয়ে
নীলকর্ভই ইহা পিরাছেন।



কপচক্ষ্য কে.হাডেন প্রসাধনী



কে.হাডেন ২৩ কলং • কলিকাতা-৪৪

মাধবী ও "সে"

রামকৃষ্ণ চন্দ্র

মাধবী আর ভাবতে পারছে না। তবু কি নিশ্চয়ি আছে? ভাবনা একবার থাকে হঠাৎ তাকে কি লজ্জা হঠাৎ? প্রেমের চেয়ে এর পতীততা কি কথা? প্রেমের জালে পড়ে বাসুধা পালন হ'লে যায়, আর ভাবনার হাতে পড়ে বাসুধা নিকশার ভাবে যায় যায়। কিন্তু যেরে না। মাধবীও জীবনে হ'লেই তবুও যেরে না। তাই নিজেকে এক অপরাধ যোগ করছে। কিন্তু একটি কথাই যার যার তার মনের কাছে ফিরে আসছে—তবু একটি প্রশ্ন—এর কি কোন শেষ নেই—নেই কোন সমাধান? শেষ না থাকলেও শেষ করতেই হবে—সমাধানেও একটি স্থান হুঁজে তাকে বেঁধে কর্তব্য হবে। নইলে এতাবধি লজ্জা সে চাক্ষুণ্য কেনন করবে?

মাল বা হঠাৎ বেশ বিবালকের মতই তা স্মৃতি। অবিবাহিত হ'লেও লজ্জা। এ-বাড়ীতে তার আঁচ থাকে চলে না। কিন্তু সেতো বেজ্ঞার এ-বাড়ীতে আসে নি, অপরিচিত স্থানও সে কোর করে লগ্ন করবে নি। তার মনে তো কোন পাপ চিন্তা নেই। কোন অত্যাচারও সে প্রসন্ন বোধে নি। তবে তার ভয় কিগের? ভয় না থাকলেও ভাবনা আছে। এতো অপমান, এতো শাস্তি কেন? কেন তাকে এনেছে সে? ...কেন-ই বা ভিলে ভিলে কম করে শেষের দিকে এসিবে বিলো সে? আলো নেই, হাওয়া নেই...পরিমিত বাত নেই...অন্ধকার ভাংখস্টে ভাঙা,—বন বহু হ'লে আসে যেন। এমন একটা অবস্থার জীবন তো

সে তারি নি কোনদিনও। অপ্রতাপ এর মাঝে পাঁচনি কখনও। তবে কেন?—কেন?।

এ প্রশ্নের কবাব যেন কে? তবু মাধবী নয়—লগ্নাই ব'লেবে—লগ্নাই ব'লেবে—"সে"।

হ্যাঁ, সে,—অপরাধ হ'লে, সাব করে যে তাকে এনেছে—'সে'।

কিন্তু সেতো নিশ্চয়। এই নিশ্চয়তার মধ্যেও উত্তর হুঁজে পায় মাধবী। সমস্ত জীবন বিয়ে তা' বোলে। তাই লগ্নাই যখন তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তির কথা ভাবে,—মাধবীও মাঝে মধ্যে লগ্নাই জানায়। কিন্তু তার মন ভাবে অত কথা। তাঁর অসুখস্বাস্থ্যকে একটা নিহিত বেদন মনে করতে পারে, বরংকি ভাবতে পারে কদিকের দুর্ভাগ্য, কিন্তু তার জাগোবাগা...তাকে তো সে উড়িয়ে দিতে পারবে না। স্বপ্নের কটি পাখির বাত বাত পতীত্যা করে বেগে—বিবাহ—নির্ভাল।

মাধবী কতবার বেগেছে—উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর টোটে হুঁটো কেঁপে কেঁপে উঠে বেগে গেল। সেই কুখ্য কখন বাতালে ভুলেছে আলোড়ন। কী অসুখ ব'লেবে—বাতাল তবু তাকে সুখ দিয়ে ব'লে বেজ্ঞায়ে। বেঁচে দিতে পারেনি লগ্নাই কাছে।

কিন্তু, মাধবীর সুখভাড়া করণ আঁতরাব। কান পেতেও বাতাল কোনদিন তবুতে পারে না। সে যে অন্ধকারে বিরাট শাখা-চাপা। সে বা' ব'লতে চায়—তা' বিনাশার

জন্ম-বারে বার প্রতিবর্ত হ'য়ে তারই কাছে কিংবদন্তি আসে।
বাঁধের পাড়া বিনোয়িত্রি তাই একবার চিত্তা—এবার কি
কোনদিন পূর্ণবে না।

দাবী করার ভেত্রে পড়ে। বাড়ীর বন্ধু যেরূপ চাপা
জবে জবে চাপা পড়ায় মহানুভূতি জানালো। হুঁই ছোট
হুঁই ছোট হুঁই হুঁই পড়লো। আর এই শোনা মুহুর্তটা
লাগানি তার পাঠের কাছে তরে উইলো। এতো বড়
বাড়ীতে সবাই কাজে ব্যস্ত। কে তার খোঁজ রাখে।
তবু যেরূপ পেরেছে, তাতেই তার ভূতি। তা' হাতা সেই
অসম্ভব শোকটি—বাঁধ তালোবাণা পেরে পে বড়—তার
অসম্ভবকে সে কখন ক'বেই।

কিন্তু কখনো আর বাবে না। বহু-ও আশ্রয়নার যোবা
আর বইতে পড়ত। অপর, অপর বেলা হুঁই পাখির
বড় ছেপে আছে। কেউ কি জানতে পারবে না তার
হৃদয়ের কথা—ভার বিরে মুক্ততে পাঠবে না তার বাবার
কাহিনী। না, সে টেঁজিয়ে ব'লবে—বাইরের আলো
বাড়ীতে ছড়িয়ে দেবে তার লক্ষ কখন—লক্ষ বাবা।

কেউ না শুধু, তবু সে ব'লবে—টান্ডার ক'রে
ব'লবে...

আপন বনে কলতে দাণ্ডো বাঁধী—

—আদি এসেছিলো রূপের মেলায়—আদি পাঁচজন
যেন আসে। কিছু লম্বী ছিল আবার গলে। হুঁই
হুঁই এসে কলত ক'রে। যেন এক ছোট বেরে মুহুর্ত
কালির হয়ে যাবে এসে। বেশ ভালো লাগছিলো।
কিন্তু তার লম্বী এই এসেবেলো পুখারী—খোটেই ভালো
লাগছিলো না তাকে। হুঁইকে হুঁইনি ক'ললেই ভালো
লাগে—কিন্তু তা ব'লে এতো হুঁইনি। আবারে হুঁইতে
একবারে অবিকৃত ক'রে দিলো। একটা ভালো ব'রে
হাঁকিয়েছিলো। তাই একবারে জেলে বাই নি। আবারে
ভেলা লুপে বেরে কিছু কিছু জল বহছিলো—বিছাড়ে

আলোর সেজলো মুক্তার মত বসন্ত ক'রছিলো। হাতার
উড়ে বার বার এসে পড়ছিলো আবার দু'বার ওপর।
আকাশের দিকে তাকিয়েছিলো—ব'লার বেধে ঢাকা আকাশ
—বেধেতে বেধেতে কেমন ভয় হ'য়ে দেখান। নিজে
হাঁকিয়ে কেলেছিলো।

হুঁই চ'লবে উইলো। কে যেন আবার আর আদি
ক'রলো। তেরে বেধে—একজন ভয়। হুঁই চ'লে
পড়ল—ও ক'ল। এক ক'লার বেধে ভালো চেহারা ব'লে
হবে। হুঁই চ'লে পড়লো পোখার পরিকল্পনা—বারে ব'লে
হুঁই তেল। যেন কেমন লেগে হ'লো। এতো জলে
তার একবারে জেলে ব'লার কথা। তাই, লেগে—বহুবার
হুঁই। পাগে তারিবে বেধে—কেউ বই। জেরে হুঁই
হুঁই হুঁই ক'রে ব'লছিলো। আবারে তখন বেধে ওপর
তাক অবিরাম চ'লে। ব'লে ব'লে বিছাড়ে চ'লছে।
আবার যেন বার বার শুধু একটি প্রহর ব'লে ব'লে—ওরা
কোথায় পেল—কোথায় পেল...

চোখ চাইতেই তার চেয়ে চোখ পড়লো। বিট
হুঁইতে আবার মন জর ক'রে নিলো। হুঁইয়ের পাখী
তখন লক্ষ হুঁই বইছিলো, আর ব'লে ব'লে বিছাড়ে
চ'লছিলো। আবারে অজান্তেই সে আবার হুঁই ব'লে
কললো। কেমন যেন নিরুপ—...ই বিছাড়ে ব'লে
লক্ষ পাহারীকে একটু নাড়া দিয়ে পেল। কিছু ব'লে
পারলো না।

হুঁই বাঁধলো। সে আবার ব'লে হাতা পার হ'লো।
লীল রঙের বড় একজন পাখী পাহারীকে ব'লে
চ'ললো। পাহারী হুঁইতেই ছিলো। কোন হুঁই
ছিলোনা। বরলো পুণে আবার তেরে ব'লে দিলো
পাখীর দিট। তারপর বিপন্নীত দিক থেকে সে পাহারী
উড়ে ব'লে কাট দিলো। আবার দিকে তাকিয়ে একটু
হাসলো। আবার যেন অন্য তখন বিপন্নীত হ'লে

ସ୍ଵର୍ଗକାମୀ ନାହିଁ ବା ବଳା ବଂଶୀ । ବୁଝୁଡ଼ୋ ଆମ୍ଭେହି
 ଏକଦିନ । ଶ୍ରବଣାଶ୍ରମ ସତେ ମେ ମତା । ମେ ଅମେବେହି ।
 ଆମ୍ଭେ କାବନେର ମେ ଏକାମ୍ଭ ବଂଶୀ ଆମ୍ଭନ କଂସତେ ।
 ...ଆମ୍ଭେ-କାବନେ ମାର୍ବକ, ହୁଅନ୍ତ ଓ ବାହାସାମିତ

ক'হতে—পূর্ণ ক'হতে। কিন্তু, তবিরে তবিরে, কুঁকড়ে কুঁকড়ে
নয়ত আবি পাখবো না। নির্ধারিত কৃত্যকে আবার ভর
নেই। অকল্পিতক আর কথার বৃষ্টিতে আবার নেই। তবে
যুক্তি আদ্যকে পেতেই হবে। এবং তা কৃত্যের আগেই।
অল্পকাল আর ভালো লাগছে না। ভাবছি, দাঁড়িয়েই
একদিন ব'সুতো আলোর-ছায়ার খুঁজে দিতে। কতকাল
আলোর বাস পাইনি। তাই তো দার আগে—বাইরে
যেতে। যবে থেকে আর কৃত্যের উচ্চ জাতে উঠতে চাই না।
...পথে নাকুত চাই। আবার মত আর পাঁচজনকে সঙ্গে
হাতে হাত ধরে পথ চ'লতে চাই।

মনে প'রছে আজ। বড় গাড়িতে চ'ড়ে এই মতবক্ত
বাড়িতে এসেছিলাম। তাঁর নিষ্টি নিষ্টি কথা বৃষ্টিভরা
পূর্ব হাওয়ার আবেগ, ... জলধার ময়। গাড়ী এসে থামলো
সবর বরজার। আদ্যকে ব'রে নানাশো 'নে'। কী লম্বা-
তোকাই না দেখেছিলাম দেখি। সবর আগে কে
আদ্যকে ব'রছে—কে আগে কথা ব'লছে—তাঁই নিয়ে কত
কাড়াকাড়ি। ভালো-লাগার পে যে কী আনন্দ আবার
মনে। সবই মনে প'রছে। অনেক কথা তখন ব'লতে
চেষ্টেছিলাম—কিন্তু পাঁচিনি। আবার নীরব ভাষা এই
কোলাহলের মধ্যে দেখি মিলে মিলে একাকার হ'রে
থিয়েছিল।

যেখানে আবার রাধা হ'লো, সেটা অতিথি। লজ
বিবিল। সবর বরজার কাছেই। পরিচয় হ'লো লজের
লজ, কিন্তু অল্পমত। ব'লতে সেই একজনের সঙ্গেই। তখু
অলসবলনে তাঁই ব'লনি। আর তা' আগে-ই বা ক'রবে।
কী ক'রে। লজ আবার মনেও কোন কোত ছিল না।
অসুস্থত আগে, হাওয়া, দাঁড়-পান, হাওয়া-হাওয়া, আনন্দ-
উৎসব...এমন বাচ্চবোয় মধ্যে কখনও থাকিনি। আর
জীবনটাই বা ক'দিনের। সবাই আদ্যকে নিয়ে এতো ব্যস্ত
হ'য়ে পড়েছিলো যে, আবার বড় বারাদ লাগ'ছিলো। তবে

বস্তু হাই থাক না কেন...এতোদিনে যেন জীবনের মূল্য
খুঁজে পেলাম। এ-কথা দেখি কতবার মনে হ'য়েছে।

আদ্য পূর্ণিবার রাত্রি। এ-রাড়ীতে আদ্য প্রথম রাত্রি।
নির্ধেয় আকাশ। চাঁদের আলো রাত্রির প'রকে চারদিকে
—রাত্রির প'রকে আবার সর্বাঙ্গে। আবার উল্লুস বোঝ
যেন ছ'বাত্রে সুটে নিতে লাগ'লো। সেই চাঁদ—নীলাকাশের
ঐ বৃষ্টি চাঁদ। ঝিক তাঁর মত-ই বৃষ্টি।

একটু পরেই সে এলো। এবেবারে কাছেই এলো।
ভিত্তি ব'রে আবার ক'রে বেগে ব'ললো—কেননা লাগ'ছে...
আবি আভে আভে বাবাটা তাঁর খুঁজে রাখলাম। দেখি
রাত্রে মনে মনে তেবেছিলি—এতো ব'ল আবার আগে
সইবে তো।

সত্যি-ই আর সইলো না। কিছুদিন পরে বিশেষ থেকে
এলো তাঁর ছোট চাই। লজ দিয়ে এলো বহাতিতে এক
যেমনাধেব। সাত সপ্তম ব'রে যত্ন-রাধা আনন্দবজল।
সাত সপ্তম...সব একে একে দার বেঁচে বাঁচীর বাইরে
চ'লে গেল। নতুন লজকে পেলে উঠলো হুঁ-বাগি মধ্যে
বাওয়া পুরোনো বাড়ী। কথার কথার ব'লতো—ভালুটি।
আলো-হাওয়া আবার দিকে ভ্রমুজিত ক'রে তাকাতো আর
ব'লতো—ভালুটি। বাবরী—বাবরী... বাবরী... ভালুটি।
...কেন 'যোমনভোগি' কি এ-বেগে নেই। যেমনাধেব
খুঁজে কিছু ব'লতো না, শুধু তাঁর ব'লত হানতো। আবার
সবাম কেন হী হী ক'রে উঠতো। অসুস্থ ক'রতাম একটা
অলস জালো। বৃষ্টিলাব এ-রাড়ীতে আবার দিন কুঁড়ে
এসেছে...

কান্ডই পূর্ণিবা। বেশ রাত হ'য়েছে। ভাতা ভাতা
খেবের কঁকে কঁকে চাঁদ ছ'লতে। পাটার পাটার

আলো-ছায়ায় খেলা। মুহু হাওয়ার নান্দনু লেপেছে নব
গজালিকার। মুহুদিত রাতের কলকলি বিটোছে আলোর
শিলাদা। কোথাও বা জলপ নুরে বেজে উঠেছে স্বা
পাতার ঘর্ষি গান। কী বিচিত্র এই প্রকৃতি। একদিকে
জলপন বহনে নমন লাগে লাগিয়ে বিলো—আর এক দিকে
নিঃশেষে সব করিয়ে বিলো। স্তব্ধ-স্থব্ধ, বাসি-করা, দিগম-
জতায়—লক্ষ্যবিশীড়িত বর্ষার বিলন ক্ষেত্র যেন এই প্রকৃতি।
নবীর এগারে যেন গান লেপেছে—আজ কোঁহ-নাগোতে
স্বর্গীয় গেছে কবে—আর ওপারে শোনা যায়—রোবন জরা
এ-বসন্ত...

বাবনী ভেবে আত্মসম। তাঁর ব্যাকুল মন আলি কায়
 সলে সুর বেলাবে। তাঁর হাতে হুঁটি আক-ফোটা হুঁটি।
 অস্তরে অঙ্গুলি আলি। বাইরে কোহিনার চন্দন। হঠাৎ কেন
 যেন তাঁর হানি পেলে—প্রাণকুলে বেলে উঠিলো—

হাসি ভনে, যেতে যেতে বন্ধু পাঁচশো নে। আমি
অলপ কুড়িতে ডাকি রে হইলাব তার দিকে। দেও চোখ
ফেরাতে পারিলো না। আমার নৃকং দেখে তখন মনুষ্যের অমৃত
স্বক। কল্যাণী বীণা সমস্ত হৃদয়-বেদনা যেন টেটের টেটের
কঁঠামালা করছে। যে-কথা কখনও ডাক হৃদয়ে পারিনি
অনু দিয়ে নেবে এলাহা হুঁচোবে। সেই জন পদ ঘেঁরে
পাঁচশো তার পায়ে। বীরত চোখ মলল হয়ে উঠিলো।

বাইরে তখন প্রবল কুত্তের দাপাকাণি। লব্ধ যেন ভেঙে-
চুকে একাকার করে দেবে। অন্ধার ভিতর-বাতির লম্বী
যেন এলোমেলো হয়ে পেল। আমি নিভাত নিদ্রণার
দর্পক। বাতাসের মর্গভেদী হাঝকাঝ, বাজের কঠোর গর্জন,
বিদ্যুতের কথখাত—একি কোণাঘল—একি পার্জাবাব।
ভারই দাবে পে চিসকার করে হস্ত—‘গাবু, কেঁহোনা...’
‘গাবু কেঁহোনা...’ তরা যে তারি ডোয়ারি বাসি মুছে দিতে।
ওরে কাছে ছুসি হার ঘেনো না। কণ্ঠনো বার ঘেনো না।
কেঁহোনা... গাবু... কেঁহো না...’ পে চলে পেল।

বাবী নিকড়। নিব, নিম্ব। য়ে হাড গেষে
 (চৌ) কংলো। প্পল কপ্তত কংডে। কিন্তু পেশ্তিও
 যেন পে হারিহে: ঠার বহায়ে পথের নিকৈ তানিয়ে
 হইলো। পেশ যেন বিনাহা, কোল পবনের বহ
 একে বৈক কোল য়ে হুহায়েগে সীমানা হাভিয়ে হাভিয়ে
 গেছে। কডে জলে টিগানাক য়ে হেয়ে। চোখের
 সামুং লব যেন আপ্সা হয়ে এলো। ঠার কী- কয়ে
 পোনা যেন—'এই য়ে হু হু কী-বের প্রবণ গেষ য়ে
 হাভিনী। শারো হুি আবার তুি কমা কংডো।'—

প্রভু কৃষ্ণের বেশে ওজন প্রভু ওজন। হুগের খাট পাথের
 তালে তালে লেগেছে বাজন। কৃষ্ণকৃতার হুল-নাথ-ও
 হুলে হুলে শাখা। তাল নাহকেন্দ্রের শান্তিতে ভেগেছে
 নাটন। একবার আশোষিত ক'বে হুগে শক্তের আবার
 নাথ। হুগুছে। যেখের নাথের তালে তালে ওয়া
 যেন নেচে চ'লেছে অবিদ্য। বাধী ওজনও মীড়িয়ে
 ঐ কৃষ্ণকৃতার পাথের হাথার—যেন যেন ভাবছে—এ ক'র
 উৎসব ?

কিন্তু আরও তাই দেখিয়ে থাকতে পারে না। সমস্ত
শক্তি নিয়ে ভেটো করলো বাইটকে আকৃষ্ট ব'রে থাকতে।
কিন্তু পারলো না। একটা বম্বকা হাওয়ায় মাটিতে লুটিয়ে
পড়লো।

পরের দিন যখন দু'খ ভাত খেয়ে, বাথরুম গিয়েছিল অনেক
বেশা হয়েছে। ঘন গাছপাশের ভিত্তের ভেতর থেকে ভাতো
ক'রে দেখা যায় না—তবু তার অনেক বেশা—বেশা হয়েছে।
অন্তর্কার সীমাবদ্ধে ভাষা—কখন যেন একটা সীমা আছে
—অসহ্য। অসহ্য। তবু অসহ্য আর নিঃস্বার্থ স্বপ্না নেই।
নিঃস্বার্থ, নিঃস্বার্থ, নিঃস্বার্থ। আত্মনাম করে উঠে—অস্বার্থ,
কী নিঃস্বার্থ।...

কেই গড়ে দালী এলো তার কাছে। হাতে ধরে একবার
তুললো—আবার দাঙিঙে আঁতে আঁতে তইয়ে দিলো।

তারপর একটু কল দিলো।।---“ঐ, ইতালো---ইঁতে থাকো
যা।। বড় ভেট। পেয়েছিল।

যাণী মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।। নিম্নকল পরে
কলো---একটা কথা বললো, কিছু বলে ক’রে না।। আদি
এ বাড়ীতে চাকর।। আবার অপরাধ নিরোনা না।। ছোট
বালুক তখন ক’রেচো---তোমার আর এ বাড়ীতে থাক
চলবে না।।---চলে যেতে হবে।।

—না, তোমার কি ঘোষ যাণী।। ঘোষ আমার তাগোর।।
তোমার মুখেতে মুখেতে যাণী চলে গেল।। যেন যেন
তাপশাস---এতো অপমান---অপমান।। এত রেগে তপো দিল
যদি আমার রাতের ঘের ক’রে নিতো।। নিরালয়ের পন-ই
একবার আসন্ন।। বহু কীধনের স্রোতের হাজার দিশে যেতাম।।
—বাড়িরে যেতাম।।

ভুলভুল, শিবি, পলাশ---ওরাকেনন বাবা উঁচু ক’রে
দাঁড়িয়ে থাকে।। ওরা যে অনেক বড়।। সবারের প্রবন
সাহিত্যে ওদের স্থান।। আর আবার---আবার অনেক ছোট,
অনেক নীচু।। একটা অবলম্বন ছাড়া আবার বাঁচতেই
পারি না।। ওরা আবারের সুখের প্রাণ কেড়ে নেয়---পায়ের
তলায় দাঁড়িয়ে রসটুকু লব্ধ্য ত’বে নেয়---ওনু ওরা তাসো।।
জলের বাহারে---পাতার বাহারে ওদের সৌন্দর্য আছে।।
আর সেই সন্দেহের বনেই ওরা বড়।। ওনু বড় নর, জাদী
---যাদী।। বড় ব’লেই ওদের শক্তি আছে---সুদ্বিও আছে।।
তাই ওরা ভালো, আবারা চলি।। কিছু দিয়ে ওরা অনেক
সিঁতে আসে।। হারা বেহ---কিছু সেই হারার আবারা না
যের তবিরে তবিরে বরি।। ওনু ওদের পুন্ডো করি---
প্রতিধার করি না।। ওনু হুহুওর নিজের হুঁতাপা জেনে
বুঝী।। পায়ের তলায় শিঁটে বই।। ওনু সেই পায়ের পুন্ডো
নিয়মই বড় বই।। ওরা সন্দেহ, পরাধান, বনবনান।। ওরা
বহু করে তাই আবারা খেয়ে বাঁচি।।

উঁচু, কী-ভৌন এই সন্দেহের অনুশালন।। ওহুগার কি

বিত্তবনা।। জানি না অগভীরের স্রোতে ছোট বড় কেন---
কেন এই ভেগেভেগ।।

যাযবীর কীধনের বস্ত্র ঘোবনেই ভেঙে চূষার ক’রে গেল।।
যেন যেন এতোদিন ক’রে ওদের খেইবারত প’ড়েছিল আজ
তা’ ভেঙে চূরে দাঁড়ির সঙ্গে যিশে গেল।। আজ আর সে
আকাশ ছুঁতে পারবে না।। হঠাৎ ভিত্ত, পাঁকা ছিল না---
নরতো কাঁচের বড়ই ভুল্ল ছিল।। তাই এই পরিণতি।।
একটা অব্যক্ত বেদনা হুলে হুলে, হুলে হুলে উঁড়ে তরি
হুক।। হুঁচোবে তাই বেদে এলো লল।। না---না,---না।।
সে কীধবে না।। কীধনের শেষ প্রহার সে আর কীধবে না।।
আজ তার তপতা।। বাক এতটুকু দাঁড়ির তপতা।। কাল
তাকে চলে যেতে হবে।। আর আজ রাতে সে
আসুয়েই।। ঠাঁকে আজ আসুয়েই হবে।। তার যন
ব’লুয়ে---বুড়তার সঙ্গে ব’লুয়ে---সে আসুয়েই।। আজ
সেই আবেকোটা কুঁচি বুটো ছুটেছে।। টাঁকের অস্ট
আলোর সে বেগুতে না পেলেও, তার যন ব’লুয়ে---ওরা
ছুটেছে।।

ওনু হুহুওর যিনেও তার পদম আনল।। তার নিঃশব্দিত
ঘোবনের একবার লাকী এই হুল হুচি।। তার কৈপোতের
বস্ত্র, ঘোবনের লাবনা, লারা কীধনের তপতার কল ঐ হুল
হুচি।। তার বেহের শেষ রসটুকু নিঃশব্দ ক’রে ওরা ছুটেছে।।
ঠাঁকে এই হুল দিয়ে যেতে না পারলে এ-হুলে সে বাঁধবে
কোথার।। এ-লম্বা সে চাকুবে কেনন ক’রে।। দার্ব হুবে
তার বস্ত্রও পাবনা।।—

একটু পরেই সে এলো।। এলো যন-কীধির আড়ালে
আড়ালে।। এলো চুপে চুপে।। রাত তখন কত ঠিক যেন
নেই।। কীধে এলো হাডালো আবার ক’রে।। একাধ ক’রে।।
কানের কাছে হুহু রেখে কি যেন ব’লুগো---বী।। কিন্তু কিছু
ক’রে ব’লুগো।। যেন হ’লো---কী যেন একটা তার কীর
যেন।। বেহে ঢাকা টাঁকের কীপ আলো আরও কীপতর ক’রে

৫

৪

২

এলো। তড়িয়ে পড়লো চারদিকে। অনেকদিন পরে
জোড়ার আন ক'রলো।

ভাগিন্দা বানী কাল কুড়কুর বড় বড় ভাললো বেটে
বিরেছিল। কিন্তু আলোর আন পেলাব, জীবনে বদন অস্তকার
নেবে এলো। শান্তি না থাকে, তবু সাধনা আছে। তবে,
আবার বীমতা, আবার বিজ্ঞতা...কিছুই আর গোপন
থাকলো না। জীর্ণ, স্বর্ণ, বেহ। আর ভারই সপের হ'য়ে
আছে সেই জুল হুটি। আর সবইতো নিঃশেষে য'রে গেছে।
থাক না, লজ্জা কিপের? সত্য গোপনভার যে অতীত, যাতে
সব বিরহিত, তাঁর কাছে আবার লজ্জা। ...এতো হুৎপেও
ভার হালি পেলা।

অগ্নে আবার হুটি তাপ্‌সা হ'রে এলো। তাঁর সুখবানিত
যেন আর ভালো ক'রে বেঁচে পাক্‌লিলা না। কিছুকালের
আকর্ষণ যে এমন ক'রে চিরকালের হয় তা' আপে কখনও
হুৎপে পারিনি। ছেড়ে যেতে বড় বাধা লাগেই যেন।
তবু যেতে হবে। উপার নেই। কিন্তু বড় বাধা হয় তাঁর
করে। সব থেকেও যেন কিছুই নেই তাঁর। বেকার
ব'লেই একাত্তিতে সে অহুৎপে হুট। তাঁর চোখ আছে তবু
সে বেঁচে পায়না, কর্তব্য আছে তবু কিছু ব'লতে পারে না।
কী বিতর্কনা? অথচ যে বাড়িতে হোটেলীয় আল এসে হুটি
যোরাচ্ছে...হোট বোয়ানে সেবলাবেব স্বাধীনতা ক'রে—
গে-বাড়ীও রক্তনাবেকন ক'রেই সে। নইলে কবে নিলে
হ'রে যেত। আকর্ষণ, এতো স্বাধীনতা পোক হয়। ইচ্ছে
হয়, তার জেতেই বেঁচে থাকি। কিন্তু আর হয় না। ডাক
এগেছে...সিবেহারও জুল গেছে।--

ঠান চ'লে প'ড়েছে পতিন আকাশে। যাব হয় যুগ
পেয়েছে তার। আবারও চোখ বুজে আদুতে সজ্জিতে।
অশ্রু হুটির আলোর বেগলাব—একটু হুতে দাঁড়িয়ে আছে
সে। কী যেন ভাবছে...একটু পরেই সে আবার কাছে
এলো। বুঝ কাছে। হুৎপেও য'রে জুলে নিশো আবার।

আবার লজ্জা, কঠিন যুদ্ধে তাঁর বাধা থাকলো। হুৎপেও
চোখের কল গড়িয়ে পড়লো আবার যুদ্ধে। বুঝ পাতি
পেলাব। যেন হ'লে, এই হুৎপেও অল, আবার কাছে
অনেক। প্রাণের আশ্রি লাভান্তও অলাভ হ'রে ওঠে।
সত্য অল আছে যেন একটা শিরহণ অহুৎপে ক'রলো। এই-
তো আবার পরম লজ্জা। জীবনের চরণ অগ্নে এ পরম লজ্জা।
এই লজ্জাই আবার একাত্তিতে, আবার আত্মবাক্যে বিতে হুৎপে
সেই জুল হুটি। নিবেহনের জুল—কত যত্ন-সাধা জুল—
নিজেকে নিঃশেষ ক'রে হুটিয়ে তোলা সেই জুল। আবার
কৈশোরের বসন্ত, বৌবনের সাধনা...সারা জীবনের তপস্কার
হয় সেই জুল।—ক'রে প'ড়লো তাঁর পায়ে। আবার সেবার
পায়ে, সেই আবার শেষ প্রাণ।

Gram : DIBITI

Phone : 47-4850

Br : 22-6787

DUTT BROTHERS Tea Merchants & Exporters

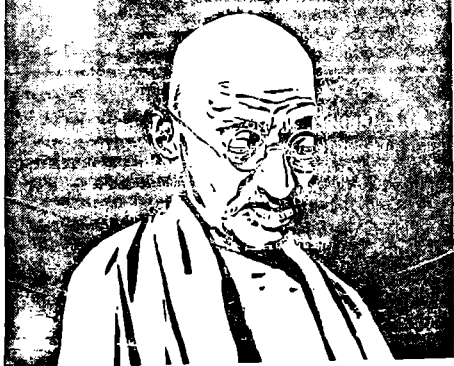
70, Asutosh Mukherjee Road
CALCUTTA—25

Branch :

36, Brabourne Road, Calcutta—1

“যে অন্যদের ঘৃণা করে
ঘৃণা তাকেই আঘাত দেয়
যুক্তিকে নয়”

মহাত্মা গান্ধী



সুভাষিন্দ

পবিত্রসুন্দর ঘোষ

১ ১ ১

সুভাষদাব বলতে কী বোঝায় নেই। পরেও এম।
সুভাষদাব নামে আরও কোনো সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিও আছে
কিনা আগে সে প্রবন্ধই বীমাংসে হওয়া উচিত। অতঃপরই
বাহবা, সুভাষচন্দ্র আবারও জাতীয় জীবনে একজন
কর্মসাম্প্রদায়িকতা পালন করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে কোমো-
বন্ধেই চিন্তামাত্রক বলা চলে না। তিনি কোমো-বন্ধিতা,
গাইতিয়া, অর্ধবৈজ্ঞানিক মতবাদ ও ইতিহাস বিজ্ঞানের
বিশেষ ব্যাধি আবারও কাছে উত্তরাধিকার গ্রহণে দিয়ে যাননি
—একটা সর্বাঙ্গীন জীবনব্যাপার বা জীবনব্যাপার পরে তাঁর
মতাবলীর মধ্যে পাওয়া যায় না।—একজন অতিথোপনমিত
পাই। এই অতিথোপনমিত পাইনা সে কথাটা যাচাই করিয়া
পরকার। একথা সত্য যে ইতিহাসবিদদের মতো বাইরে একটা
বিরাট, সর্বাঙ্গব্যবস্থার মতবাদে যেখানে বাস না, এবং সেজন্য
ইতিহাসে তাঁর জুড়িকা গ্রহণ হয়ে পড়ে তাঁর মন।
চিন্তাবীরের মূল্যের কর্মীরের আসন ইতিহাসে নিম্নে
নির্দিষ্ট হয়ে থাকে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু প্রথম।
আপনের উচ্চ-মুখ নিয়ে মন।—যেজন্য সুভাষচন্দ্রের
ইতিহাসে তান পাথার লম্বা। দ্বিতীয়; প্রথম: আজ সত্য ও
নিষা। বাইরেও এম। হয়ে থাকিবে। আবার আলমাস
জন, এবং আন্তর্জাতিক বিষয় মঙ্গল অসুখোদন করেছেন,
যে মার্জ-বাহের পর সেদিনব্যাপার বলে একটা মত আছে।
মতবাদ বলেও একটা। মতবাদ আছে,—যদিও সেদিন ও
মত কার্ণি মার্জের কোনো সিদ্ধান্তকেই তত্ত্ব অস্বীকার

করেননি, এবং মার্জ-বাহের লজ্জাক্ষেপে প্রসঙ্গিত করতে
করেছেন। সেদিন ও মত দুজনেই বলা পক্ষ; এবং
মানে মতবাদে মন,—বিশেষত মার্জ-বাহকে বলা করে তাঁর
মিথ্যেবাহ মত প্রতিষ্ঠার মনে মার্জ-বাহকে মতবাদে প্রথোপ
করাই হয়েছে।—এটা মন মিত্তেই কর্তব্যকে সীমিত
করেছেন। সেদিন ইতিহাসের লজ্জাক্ষেপে, মত
সে মত ও ইতিহাসিক মন করতেন;—এই দুই বাইরে বাসিয়া
ও তাঁর সেদিন ও মতের মতবাদ প্রচায়ে বাসি মিত্তে
হলে কি সেদিনব্যাপার ও মতবাদ কথা দুটি আন্তর্জাতিক মনে
কীভাবে সেবার এবং সুভাষচন্দ্র মন মতবাদ ইতিহাসে পৃষ্ঠ-
পোষা। মত করতে পারেন বলেই কিস্তি-বাহবা অসুখোদন
হয়ে থাকে।—এই প্রথম ও দ্বিতীয় করেছেন।

সুভাষচন্দ্র ভাষ্যে করেছিলেন ও তারতীয় সংসার
মিত্তেই বলা করতেন বলেই তিনি জানিয়া, কৈশোরেই
অসুখ করেছিলেন যে তাঁর জীবনের একটা স্পষ্ট মন
আছে, একটা মন আছে। যেন ভাবনা একটা বিশেষ
কারণে এই মিত্তে পিত্ত করা বাসি মিত্তেই তাঁকে লগতে
পাঠিয়েছেন। কী সেই মন সেজন্য মন মত তাঁর মন
সেজন্য; এবং কৈশোরে সে মন-কর্ম তাঁর বাসনা পড়ে উঠে,
একটি দ্বিতীয় বিষয় সে মন-কর্ম পড়ে, আলমাস মিত্তে
কৌশলের মন-কর্ম কেবল মাত্র, চরম মার্জ-বাহবা কৌশল
মহানগরে মিত্তেই তিনি তাঁর অসুখ-কর্ম, মার্জ-বাহবা
কর্মের তাঁর জীবনের মন মন-কর্ম মন মন মত মত
করেছিলেন। সে মাই হোক, আপল কথাটা এই, বাস

হায়েই হুতাব্যাসের দার্শনিক প্রতীতি সম্পর্কে তাঁরই লেখা একটি প্রবন্ধ । প্রবন্ধটি অতি সংক্ষিপ্ত, তবু বিদ্রোহণ করলে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির একটা ঝিলিক তাকে পাওয়া যায় । তাঁর পরিচয়না ছিল এরকম আরও তিনটি প্রবন্ধ দেখার, যাতে সাম্প্রতিক ও অর্ধসাম্প্রতিক আদর্শ সম্পর্কে তাঁর প্রতীতি ও ইতিবাচন ব্যাখ্যার দ্বারা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন । সম্ভাব্যতাবে যে প্রবন্ধগুলির তিনি লিখতে পারেননি । কার্দ মার্জ ও এলেন, লেনিন ও মার্সেলে তুভে যে বিপুল পরিমাণ বই পুঁজিত ও প্রবন্ধ লিখেছেন তাকে তাঁদের মতাবলম্বী ব্যাখ্যার সুযোগ পর্যাপ্ত পুঁজিগে তাঁরা পেয়েছেন । হুতাব্যাসে সে তুলনার লিখেছেন খুব কম—মাস্কোভা জুখানি বই ও সাময়িক ও ত্রিভুজ প্রচোদনে করেছলি প্রবন্ধ ও ভাবন ইত্যাদি । কখন বাছাবাছ থেকে পাওয়াও পর্বত যে কলগুলি বিধে প্রচারিত হয়েছে সেগুলির পাশাপাশি হুতাব্যাস নামে একটা দর্শনবিদ্যামূলক মতাব্য প্রচার করা লক্ষ্য করেনি তাই । ধারা হুতাব্যাসের ব্যাখ্যা ও বিদ্রোহণ ও পর্বত করেছেন তাঁরা মনস হুতাব্যাস-সাহিত্য বন্ধন করে বিভিন্ন বিধের তাঁর মতবাদের দিকে উদ্ধার করে তাঁর মতাবলম্বী নিষ্কাশন করেছেন । প্রয়োজনীয় তুলনার এ কাজে যে খুব বেশি দূর এগিয়েছে তা নয় । বরং বলা যায় যে ঘোড়িত শাল মজ্জাবার, অবিল রায়, জ্যোতিষ জোয়ারবার, লবর তব, সুখোব মজ্জাবার স্ফুটি ধারা হুতাব্যাসের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের রচনার পরিচালন কম ; আর কবার তাঁরা মূল মতগুলি ঘোড়িতে চেয়েছেন, বিশদ ব্যাখ্যা ও বিদ্রোহণ প্রবৃত্তি করেনি । সম্ভ্রুতি হুতাব্যাসের জীবন, কম ও চিন্তাবারা অনুধাবনে: যে আশ্রয় পেলে সস্তি হয়েছে ও তার কলে এ সম্পর্কে যে পদেবার ও পূরণত হয়েছে—একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যাপে রূপে হুতাব্যাসের প্রচার সেজন্য হয়েছে । হুতাব্যাসে । ভারতের বিদ্রোহী আন্দোলন আল

যে লক্ষ্যেই অবতীর এলে পৌঁছেতে সে অবতীর থেকে স্ত্রী পাত্ত করে লক্ষ্য ও রাষ্ট্রবিপ্লবে আধাবন করে আনতে গেলে হুতাব্যাসের প্রচার ও প্রতীতির প্রয়োজন আছে ।

২ ২ ২

হুতাব্যাসের বিপ্লবীমতী পড়ে উঠেছিল তাঁর অভিজ্ঞতা ও উৎসাহ থেকে । দারা জীবনব্যাপী অব্যাহত তিনি করেছেন অতি বিস্তৃত ভাবে—আজাদে বিদ্য কোল্লের সম্ভাবিত্যক রূপে বন্ধন তিনি মূহু পরিচালনার দর তখনও তাঁর অব্যাহতের ব্যারর হেতু পড়েনি । কিন্তু তাঁর মৌল প্রচারগুলি তিনি লাভ করেছিলেন বইয়ের পাড়া থেকে নয় । এতদ্বারা ইতিহাসের ব্যাখ্যায় তিনি আশ্চর্য করেছিলেন—তাঁর নিজের মূল দৃষ্টিমতী পড়ে তাঁর পক্ষে সবচেয়ে বেশি দরকার হয়েছে এই দৃষ্টিমতী । ভারতবর্ষে, ছিলেব বাগে, লেন, মানসবর্ষে প্রবন্ধমান লক্ষ্যে-ভারতের মূল দৃষ্টি । অব্যাহত যে মানুষকে বিশ্ববীকার থেকে বলাসো হয়েছে এখানে, সে মানুষ ইতিহাসের রোমের পেরে দেহুদার দৃষ্টিমতীর ব্যাখ্যা বন্ধিত প্রাকৃত মানুষ নয় । মানুষকে এখানে বেরা হয়েছে বহুদল এঁরা । বিপুল জ্ঞাতের অঙ্গন লক্ষ্যেদের দ্বারা পুঁজিত দারক বাসুৎগণের দূর গ্রহে কালপ্রবাহে উজ্জ্বল, ভাবিত, কালপ্রাপ্ত অঙ্গন্য কোটি জীবদূলের কলব্যাক-ভাবিত একজন অতি দুহু জীব বিলাপে বাসুৎক এখানে দেখা করেনি । প্রতিটি ব্যক্তি বাসুৎক এখানে জ্ঞাতই প্রতিভা রূপে বন্ধিত ; প্রতি জন অব্যাহত যেন ও অব্যাহত কালের অধীশ্বর । অব্যাহত, অদীঘ, অশেষ লক্ষ্য তর ; বাসুৎক থেকে বর কে করে জনতে—এই প্রচার তবু চতুর্দাল দারক কোনো কবির লক্ষ্যোজ্জ্বল লক্ষ্য নয়, ভারতীয় ভাবন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গের লক্ষ্যোজ্জ্বল কথা এই । বাংলার লক্ষ্যেতি বিশেষভাবে এই মানসভাবিক প্রতীতির ব্যাখ্যা প্রাকৃত ছিল ; —বাংলার নিবিল পটন দরাক, বিদ্রোহী চেতনা, অঙ্গব্যাক

জয়দেব—এ সবই ছিল মানবত্বের বিকাশের পক্ষে অসুস্থ; বাংলায় সংঘটিত যেনব বন্যীনের দ্বারা পণ্ডিত হঠাৎ হঠাৎ মৃত ছিলেন মানবত্ব। বাংলা সাহিত্যের আদি পরিচয় চণ্ডীগড়ের বন্যী কবিরা যে মানবতাত্ত্বিক প্রত্যয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বা বাহ্যলীল সমাজে তার বিকাশই দেখতে পাই, অব্যাহত নয়।

সুভাষচন্দ্র এই উদ্দেশ্যে, পরিপোষিত মানবত্বের আত্মদীপ। 'পরিপোষিত' শব্দটি এই ক্ষেত্রে প্রচলিত কথা প্রয়োগন যে, ভারত বা বাংলার যে দ্বিষ্টাভিনিয়ম বা মানবত্ব প্রচলিত হয়েছে তা সংক্ষেপে ইয়োতোপীলি দ্বিষ্টাভিনিয়ম: অসুস্থ নয়। আসেই বলেছি, বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ইয়োতোপীলি ও ভারতীয় দ্বিষ্টাভিনিয়মের মধ্যে পার্থক্য আছে; ইয়োতোপীলি প্রচলিত জগৎকেই জানে, ভারত তার চেয়ে বেশি করে জানে বাহ্যিকের মধ্যে বিস্তার আত্মত্বকে। ইয়োতোপীলি মানবত্বের সুন্দর ভারতীয় মানবত্ব তাই পরিপোষিত, উদ্ভবতর।

সুভাষচন্দ্র সাইয়েস্তার কাছে বলে বইয়ের পাঠা উপলক্ষে তার মূল দার্শনিক প্রত্যয়ে খুঁজে পাননি—যেমন শেখেরিয়েল কার্ল মার্ক্স বা ইয়োতোপীলির অপর্যাপ্ত দার্শনিক-দৃষ্টি। যদি কেউ তাঁকে মানবত্বের দীক্ষা দিয়ে থাকেন তবে তিনি দ্বিষ্টাভিনিয়ম—কিন্তু তারও প্রত্যয়ন ছিল না, কারণ সুভাষচন্দ্রের মানবত্বকে বাংলার মানবতাত্ত্বিক সাধনার সব রাস্তাগুলির একটা সমন্বয় আশ্রয় লাভিত হত। হঠাৎ হঠাৎ তাই। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতেই কোনো একজন ব্যক্তি স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যয়িত হন না—তিনি সবত্র ভাঙির অস্তিত্বের। অজাণা, লক্ষ্য, সঙ্গোপ, অজ্ঞেয়তা, প্রভৃতি সবকেই অজাণার মধ্যে নেন,—সচেতনতাব্যবহৃত নয়, যেন বহুদিক দিয়ে। সুভাষচন্দ্র বাহ্যলীল জীবনে যে প্রত্যয় বিস্তার করেছেন, বাহ্যলীল জয়দেবের যে রাস্তাগুলি উপলব্ধি হয়েছেন—পৃথিবীর কোনো কোণে কোনো রাস্তাগুলি সেই

আলম পান না। বিশেষত সুভাষ একজন অসুস্থ মানবতাত্ত্বিক নেতা, খণ্ডিত তাঁর জীবন,—নরকীন্দ্রের অবিকার্য সমর কেটে তার বাংলার বাইরে। তবু সুভাষ কিতাবে পেলেন সর্বজনীন বাহ্যলীল জয়দেব এই অসুস্থ শ্রীতি ও প্রত্যয়। কারণ আশাভের কাছে তিনি রাস্তাভিনিয়ম নেতার চেয়ে বেশি, তাঁর আবেগন আশাভের পত্তার পত্তার প্রবেশ সংবেদন: জাগর। আশাভের জাতীয় সংজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, বিপ্লব আশাভের জয়দেব ওলংকো, বন্যীল পোষিত প্রত্যয়ে, যেনব অবেগন পোষিত নিপেক্ষভাবে গতিত,—আর সুভাষচন্দ্রের আবেগন সেইখানে পর্যন্ত প্রতি। সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আশাভ বেগতে পাই আশাভেরই প্রতিবিম্বন পূর্ণতা; বাহ্যলীল জয়দেব হঠাৎ হঠাৎ ইতিহাস পদসংগত মূল সাধনার যে রাস্তা অসুস্থত, বা আশাভের বাস্তবতাও যথেষ্ট পোষনে প্রত্যয়িত—সুভাষচন্দ্রের জয়দেবের দৃষ্টিতেই একটা পূর্ণতার চিত্র আশাভ খুঁজে পাই অসুস্থ আশাভের জয়দেব বহুতোপোষিত অসুস্থতা তাঁর দিকে বান্ধিত হয়। বাহ্যলীল দৃষ্টিতে তাই ও কবি সাধনার এমন ব্যক্তি বাংলায় ইতিহাসে আর কে আছে। কোনো ভাঙির ইতিহাসেই এমন পুস্তক আছে কি।

সুভাষচন্দ্রের বিস্তার করার সময় এই দিক থেকে আশোচনা কল্পনা করার প্রয়োজন আছে। কারণ আজ এমন কথাও পোনা যায় যে সুভাষচন্দ্র নাকি মার্ক্সবাদী / কাদিবাণী / লক্ষ্যতত্ত্ববাদী ইত্যাদি ছিলেন। যদি দ্বিষ্টাভিনিয়ম নিজেই এক জানে লক্ষ্যতত্ত্ববাদী বলে অভিহিত করেছেন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন যে ইয়োতোপীলির মূলে এর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত ওলংকো উদ্ভাবিত হয়নি, সেজন্যই ইয়োতোপীলির কাছে তিনি লক্ষ্যতত্ত্ববাদী বলে অস্বীকারিত্ব দিচ্ছেন। সুভাষচন্দ্র মার্ক্সবাদ, কাদিবাণ, লক্ষ্যতত্ত্ব সব কথাই নতের কথা প্রাথমিক কারণে আলোচনা করেছেন, তাইয়ের জগত ও উপযোগিতার কথা বলেছেন—

একজাই তিনি এর কোনো একটি দলের অন্তর্ভুক্তি তথা কোনো একটি দলের সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীণভাবে ধ্বংস করে নিয়েছেন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বাঙালীর ভাব সাধনার ব্যস্ত হত্যাব্যস্তের মতাবশেষে বিশ্বজনীন আবেগন আছে কিনা সে প্রশ্নও এই প্রশ্নে অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিবেচনামূলক বিশ্বজনমতের যে উদার উচ্ছল মানবতন্ত্র প্রচার করেছিলেন—বোম্বের আলোর যে-মানবতন্ত্র উদ্ভাসিত ছিল—তার বিশ্বজনীন আবেগন অস্ত্র যে কোনো ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক মতবাদের বা আশ্রয়ের চেয়ে বেশি ছিল। ঈশ্বরতানন্দ যে মতবাদ বোম্বের মনোভাব নিয়ে প্রচার করেছিলেন তা শুধু বাঙালীর কল্প ছিল না, শুধু ভারতীয়ের কল্প ছিল না, কোনো বিশেষ দেশ বা প্রাচীর কল্প ছিল না;—তীর উড়িচী ছিল সমস্ত মানবজাতি ও বিশ্বের প্রতিটি জাতি মানুষ। হত্যাব্যস্তের মতবাদ বাঙালীর প্রচলিত মতবাদ থেকে অভিন্ন—মানবতন্ত্রের আদর্শ উভয়েই এক। বাঙালী বা প্রচার করেছেন তা নতুন করে ব্যাখ্যা বা প্রচার করার কোনো প্রয়োজন হত্যাব্যস্তে দেখেননি;—তিনি মর্ডার করেই বাস্তবত্বমিতে সেই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত তথা স্থাপারিত করার কাজটাকেই অবিকলর কর্তব্য মনে করেছিলেন। তাই আর বোম্বার মনোভাব অবলম্বন করাই নয়,—স্বাধীনতার মুখেই তাকে নামতে হয়েছিল।

১ ০ ১

হত্যাব্যবস্থার উৎসাহিত বাংলার পশ্চিতি—কিন্তু তার আবেগন বিশ্বজনীন। তবে কর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজগঠন ও জাতিগঠন সম্পর্কে তার যে বক্তব্যের সঙ্গে আমরা এতাব্য-কাল পরিচিত তা বিশেষভাবে ভাঙ্গুর কেউই প্রযোজ্য। জাতিত্ব, চীন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড—কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার যেকোনো বিভাগে তাদের জাতীয় কর্মনীতি,

রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো বা সমাজ গড়ে তুলবে সে সম্পর্কে নির্ধন বোম্বার ইচ্ছা প্রকাশ করতে তাঁকে ‘কমিউনিস্ট’ বা ‘কাজটাকে তিনি ঐতিহাসিকভাবে মনে করতেন।’ স্টালিন বা মাও সে তুই যেভাবে পংমেনে বিপ্লবের কর্তৃত্ব করতে চেয়েছিলেন হত্যাব্যস্ত মানুষের তাকে দুগাই করেছেন। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির মতো প্রত্যেক জাতিরও নিজস্ব মতাব, স্বার্থ, আত্মবিকাশের নিয়ম ও পদ্ধতি আছে;—এক আদর্শের স্বীকৃতি মর্দারকে জালাই করা চলে না। প্রত্যেক ব্যক্তির মতো প্রত্যেক জাতির নীর পথ নির্ধারণের, স্বাক্ষর পদ্ধতিতে জীবন যাপনের অসুস্থত বাধীনতা থাকে চাই। বাধীনতা মানবজীবনের নিজস্বের পক্ষে এতটা মৌল মর্দ; বাধীনতা সকলের অনিচ্ছিত কল্পনাত অধিকার। অজ্ঞেয় কতিপায়ন, অজ্ঞেয় বসন করা বা শীতল করার ইচ্ছা বাধীনতার সংজ্ঞার বিরুদ্ধে; আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের স্বাক্ষর ব্যাপকে অসুস্থত করে বোম্বার মতো পথে চলতে পারার নামই বাধীনতা। কোনো সাম্রাজ্যবাদী, বৈষম্যবাদী বা কানিত কিংবা কমিউনিস্ট জিউটের ব্যক্তির বা জাতির এই বাধীনতা অস্বীকার করতে চাইলে তাকে এতদেবে করা, তার বিরুদ্ধে বিপ্লব করা, মৃত করা মানুষের আত্মিক কর্তব্য। এটাই ছিল হত্যাব্যস্তের নীতি। ইংরেজ কবি ‘White man’s burden’—ওয়েবও তাই তিনি যেমন জোহের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন, নান্দীবাদী বা স্বাক্ষরবাদী জিউটের ওয়েবও তিনি অগ্রাহ করেছেন। হত্যাব্যস্ত বিধি রাণিরের কমিউনিস্ট শাসনকে উৎখাত করতে চাননি, জার্মানিকে হিটলারকে বধন থেকে মুক্ত করতে চাননি—যেমন তিনি চাননি ইংলণ্ডকে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের শাসন থেকে মুক্তি দিতে। কারণ ঐ সব দেশের জনগণই স্বির করে ভাড়া কোন পথে চলতে চায়—হত্যাব্যস্ত কেব সে বিচ্ছিন্ন হস্তমুখে নিতে যাবেন? তিনি সর্বদাই প্রত্যাখ্যান করেছেন এই উদ্ভবে, ভারত কোন পথে চলবে তার নির্ধন আপদে

অথবা গুণাধিপতি নিকি বা লগুন খেল; ভারতের লব ভারতের বিরুদ্ধে, কখনো না। তেমনজুলাইর লবও কখনো বা তেমনজুলাইর বিরুদ্ধে। কখনো লব যদি কনিষ্ট্রিকশন গ্রহণ করে কলক; কেউ যদি কনিষ্ট্রিকশন তালোবালে তালোবানুক। তবে প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা। সীমাবদ্ধ থাকবে সেই দেশের সীমাবদ্ধতার মধ্যে—অপরকে আঘাত করার স্বাধীনতা ভারত থাকবে না। জাতিসংঘে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনিক যাত্রার হুমিকাভূত হয়েছেন, কিংবা যাক সে হুম, চাইলে ভারতের রাষ্ট্রীয় লঙ্কাকে হিরতিনু করে দিতে—স্বত্বাধিকারী হুমিতে এর দেশে অসম্মান অপরকে আর কিছু করতে পারে না।

স্বাধিকারের সঙ্গে স্বত্বাধিকারের চরিত্রগত অধিন এখানে যে তথাকথিত আন্তর্জাতিকতাবাদের অজুহাতে স্বাধিকার লব দেশের কীভাবে চেপে এসেছে চাই,—সর্বশেষে মানবস্বত্বের অস্ত্রাত হুমিকা স্বাধিকার গ্রহণ করবে বলে স্বাধিকারীরা মনে করে। আর কোনো আর্গু বা মতবাদের অস্তিত্বকে স্বাধিকারীরা লঙ্ক করতে পারে না। শেকস্ত্রে স্বাধিকার প্রকৃতপক্ষে লঙ্কাস্বত্বকে কারোম করার মতভাবে লবলগিত হয়েছে। জাতিয়ার বিদ্রোহবার পর বিদ্রোহী স্বাধিকারীরা অজান্তে যেমতে বিদ্রোহকারি নিতে চাইল; টিউরি লসে জাতিসংঘে যে মতভেদই চুকু অস্ত্র যেনে বিদ্রোহ সংগঠনে নেতৃত্ব দেবার নীতি জাতিসংঘ পরিচালন করেননি। তার অবিবাহ পরিগণিত স্ত্রণে এককিন যেনা গেল সোভিয়েট সৈন্তাবাহিনী টাক কাথান প্রকৃতি অপর লসে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অস্ত্র পূর্ব ইয়োয়োগকে লবল করে ফেলল;—স্বাধিকারীরাই বার্ষিক লবল অস্ত্র অস্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করে। স্বাধিকারীরা বৈশিষ্ট্য এই যে, সে অপর স্বাধিকারীরা আর্গু-নিষ্ঠার আদৌ বিখাল করে না। তাই চেকোস্লোভাক কনিষ্ট্রিকশন পাঠির নেতৃত্বোচ্চত লবল করতে সোভিয়েটকে পাঠাতে হয়েছিল সীমোভা বাহিনী। পলিস্কে বি-

স্বাধিকারের বস্তু গোষ্ঠীর নেতা: ব্রেনলেনভকে একথাও বলতে হয়েছিল যে স্বাধিকার অস্বাভাবিক কোনো দেশেরই আন্তর্জাতিকতার লবলতে পারে না। সীমাবদ্ধ স্বাধিকার বেশি ভারত প্রাপ্য নই।

স্বত্বাধিকার এই প্রকৃতির চিত্রাংকায় সম্পূর্ণ বিহীন। ভারতবর্ষ যদি আজ স্বত্বাধিকারকে তার রাষ্ট্রকীর্ষনে গ্রহণ করে, বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বত্বাধিকার যদি ভারতের রাষ্ট্রের আর্গু-স্ত্রণে বৃত্ত হব—তবু ভারত কখনোই বিদ্রোহ অপর কোনো রাষ্ট্রের ওপর স্বত্বাধিকারকে চাপাতে যাবে না। কোনো স্বত্বাধিকারী কর্তব্য তা নয়। বস্তুক ব্রেনলেনভের মাধ্যমে স্বাধিকার দেশের কীভাবে স্বত্বাধিকারকে চাপিয়ে দেবার কোনো অজুহাতে স্বত্বাধিকারী লবলন করতে পারে না। প্রত্যেক দেশের সূর্য স্বাধিকার স্বত্বাধিকারী দাবী করবে; একটি লবলন লবল মানবজাতিকে লসে করে নেবে। কখনো কখনো কর্তব্য স্বত্বাধিকারী লঙ্ক লস। কোনো একটি লবলন—তা বস্তুক লবল ও লসাই হোক—পৃথিবীর লবল মানবের লব আনুজিক পরিচরিত করতে পারে না; তাই লবল মানবের লসে চেপে বসতেও তাকে বেগতা যার না। স্বত্বাধিকার ইলললললল, স্বাধিকারও লস—বিদ্রোহীরা উদার স্তোত্র ওপর তার প্রতিষ্ঠা লসতে বিদ্রোহলিহিত লবলন স্ত্রণে পৃথিবীতে অলঙ্ক আনুপ্রতিষ্ঠার দাবী তার নই।

৪ ৪ ৪

ইতিহাসের লবললললল ব্যাখ্যায় স্বত্বাধিকার কখনো একটিমাত্র লবলন, একটিমাত্র গোষ্ঠী বা একটিমাত্র অর্ধনৈতিক, রাজনৈতিক বা লবললললললললললললললল লসে করতে না। লবল স্বাধিকারীরা ইতিহাসের আর্গু-লবল অর্ধনৈতিক লবললললল লসে করতে লবলন। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো লসে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় উৎপাদন লসিত ও উৎপাদন সম্পর্কিত বিদ্রোহলললল ওতা। একমাত্র লবলন লসে লবলন। স্বাধিকার অস্বাভাবিক ইতিহাসের লবলন একটিই লসে বিদ্রোহীরা লসে লসে—

1

Y

r

পূৰ্ণাৰম্ভে ইতিহাসের চান্দলক্ষণি রূপে কোনে। একটা
 বিধাতের চরম ভঙ্গব বেননি। আর তা যদি কিত্তেই বর
 তারনে অর্থনীতিক নহ, প্রত্যেক আভির অস্ত্রাশ্বার অতীপ।
 ও লক্ষ্যই আভির ইতিহাসের নিয়ামক পক্ষিভূষণে বর্ণনা কর
 সমস্ত। প্রত্যেক কাকির বহো প্রত্যেক আভিরও একটা।
 নিম্ন লক্ষ্য আছে, আভিকাকের একটা পুত্ৰ তাৎপৰ্য, একটা।
 পতীর অর্থনয় আছে—সেই স্বয়ং বহো প্রত্যেক আভিকে
 অঙ্গলয় হতে হয়। প্রাচীন যুগে আভি আভির পুত্ৰ একটা।
 লক্ষ্য ও আভি ছিল, তার মাঝেই তাহা বহুদৈব হতেছিল,
 সেই লক্ষ্য পতিপুত্রের পত্ন তাৎপৰ্য পত্নও হতেছিল। মানব-
 আভির ইতিহাসে আভি বিহীন হইতেছে, দৌলদেব, মুক্তি
 ও মুক্তি মুক্তি,—পতিপুত্র আভিকাকারের মাঝেই বিহীন
 মানবতার এক মাঝেই ইতিহাস। রোমক আভি আভি
 ইতিহাসে মাঝেই অসুপার করে মানবতার এক মাঝেই
 প্রতি আভি মানবতার বিহীন, বিন্যাসভাষ্য মাঝেই
 ভিত্তিক করেই বহুদৈব, পতিপুত্রও পুত্ৰ, প্রাচীন মাঝেই
 উন্নত—এবং দৌলদেব পুত্নার পক্ষিও প্রাচীন যে লক্ষ্য বর
 আভিরে চিত্রণেই লক্ষ্য মাঝেই মুক্তি করে বিহীন গেছে।
 তারতম্য উপস্থিত করতে চোরেই একটা লক্ষ্যই আভি—
 পতিপুত্র বিহার পুত্ৰ লক্ষ্য অতীতির লোকের উপস্থিতি

দৌৰ্ভাগ্যবোধের সঙ্গে পুতুর পৌষ্যা তথা 'হাৰ্শনিহ' বোধ ;
 হুতু হুতি : সঙ্গে বতীরতর প্রবাহনীয়তা ; শক্তিঃ সঙ্গে স্বয়ং-
 বর্ধের সংযোগ ; তাই ত লবাকীবায়েব বিকাশেও সঙ্গে সঙ্গে
 ব্যক্তিকীবায়েব বহুস্তর বিকাশের সম্ভাবনা : —এসব এবং
 আরও নূতন বিষয়ে ভারত একটা লবণিত আদর্শ বাস্তবে
 স্থাপনিত করছে চোখেই দেখেই তার লক্ষ্য প্রবৃত্ত থেকে
 সুহৃৎতর, লক্ষ্য শাসনের ব্যক্তিগত সুহৃৎ থেকে সুহৃৎতর—কলে
 ভারতের ইতিহাসে উদান ও পতন এগেছে, নবজাগরণ ও
 লক্ষ্যগত এগেছে—কিন্তু বিনাশ বা ভূত্বা আলোনি ঐক
 বা হোচ্চত জাতির ইতিহাসের যতো। হার্কস্‌বাহ
 ইতিহাসের একশেষে। সর্কারী, সৌভাগ্যবাহী একটা ব্যাখ্যা
 বেশে :—কিন্তু জাতির অসুস্থতা, উদান ও পতনের কোনো
 রকম হার্কস্‌বাহে ব্যাখ্যাত হয়নি। একত হার্কস্‌বাহের
 জাতিগততার তাৎপৰ্য্যবশ অস্তিত্বে অস্বীকারই করা হয়েছে।
 হার্কস্‌বাহে যে আন্তর্জাতিকতাবোধের তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে
 তাতে ইতিহাসের বাস্তব তথ্য ও লক্ষ্য উল্লেখিত হয়েছে।
 এমনকি ইতিহাসের পতি সম্পর্কে কোনো পুতুর বোধের
 পরিচয়ও তাতে নেই। হার্কস্‌বাহের ব্যাখ্যা অনেকাংশে
 বাস্তব ও প্রায়শই আশাত নতোর কৃত্রিম বর্ণনার পর্ববসিত।
 সুভাষচন্দ্র কার্ণি হার্কস্‌বাহের ব্যাখ্যা লাইব্রেরীতে বসে ইতিহাসের
 একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা ঠিক করতে কীমনশাত করেননি
 —তার ছিল ইতিহাস প্রচার কৃত্তিকতা ; তিনি অতিজ্ঞতা
 থেকেই ইতিহাসেও পতিবার্য্যকে উপলব্ধি করতে লক্ষ্য
 হয়েছিলেন। হার্কস্‌বাহ ব্যাখ্যার অস্বাভাবতা ও অসংল-
 বণিতা তিনি নিজে অতিজ্ঞতার আলোতেই দেখতে
 পেয়েছিলেন। ইতিহাসের যে বহুধারী ব্যাখ্যার তার
 আদ্য ছিল তা হার্কস্‌বাহী ইতিহাসতত্ত্ব থেকে লুপ্ত, পূর্ণাঙ্গ,
 অবিকৃত লক্ষ্য ও বাস্তবগোষ্ঠী। সুভাষাণ লোকতই
 হার্কস্‌বাহ অংশক। অবিকৃত হুতু জিহ্বার উপর দীক্ষিত
 আছে।

৪ ৫ ৬

অর্থনীতি সম্পর্কে, বিশেষত ভারতের অর্থনীতির
 পুনরুজ্জীবনের উপায়সমূহ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্ত্য কী
 ছিল সে বিষয়ে সপ্রতি বিদ্যুত আলোচনা করেছেন
 লক্ষ্যপ্রণালী বহু "সুভাষচন্দ্র ও জাতিগত প্রাণিৎ" পুস্তকে।
 ১৯০৮-১০ সালে সুভাষচন্দ্রের এ সম্পর্কিত বারংবার সঙ্গে
 পরবর্তী কালে আরও কিছু সংযোগ ঘটেছিল ; আত্মা বিশ্ব
 পরকারের কার্য পরিচালনার লক্ষ্য তাঁর চিন্তা আরও প্রগতি
 হয়েছিল। কিন্তু সুভাষের পরিবেশে বিদ্যুত তাৎ অর্থনীতি
 সম্পর্কে আলোচনার তাঁর সংযোগ ছিল না। বর্তমান বিষয়ে
 জানাতাবসনত আবারও সে আলোচনার প্রবেশ করবো।
 তবে একথা বলা যায় যে ভারতের কোটি কোটি লুণ্ঠিত বহিঃ
 হাভুয়ে লাব্ধিক ও লাব্ধিক উন্নতি বিধানের লক্ষ্য নিয়েই
 সুভাষচন্দ্র রাজনীতিক্ষেত্রে এগিয়েছেন—এই লক্ষ্য না থাকলে
 রাজনীতির ভাসরে তিনি অবস্থান করতেন না। তাঁর প্রতীতি
 রাজনীতিকের অসুস্থ ছিল না। ভারতের উন্নতি—সুদে সুদে
 লক্ষ্য বহিঃ স্রষ্টার উন্নতি এই ছিল তাঁর আদর্শ। ভারতে
 জাতিগত প্রাণিৎয়ের তিনিই জনক। বহুস্তর সেই পরিকল্পনার
 বিকৃতি সাধনই করেছে, অর্ন্তে জন বিবে পায়েনি।
 পরিসর ক্ষুদ্র ; তাই সুভাষচন্দ্রের লক্ষ্যলক্ষ্যনি, আতি-
 গঠনের আদর্শ ও রাষ্ট্রকর্ত্তব্যের স্থাপিত্য এই আলোচনার
 বিষয়বস্তু হুতু হইল। এমনকি ব্যক্তিকীবায়েব আদর্শ
 সম্পর্কেও তাঁর ব্যক্ত্য ছিল। তাহাও সুভাষচন্দ্র তেবেছেন
 বিশেষত হুতু হুতু, কৃৎনীতির লক্ষ্য, মানবজাতির ঐক্য
 ইত্যাদি লক্ষ্য বিষয়েই। প্রতিটি বিষয়ে তাঁর বিচার বতীর
 বৈনিষ্টা ছিল। তাঁর চিন্তা ও কর্মসমূহ মধ্যে একটা
 লাব্ধিকতা ছিল—হার্কস্‌বাহে বহু সেই লাব্ধিকতা অনেক
 স্থব পরিমাণে আছে। লোকতই সুভাষাণ একটা পূর্ণাঙ্গ
 কীমনশাত সঙ্গে পূর্তী হতে পারে। বর্তমান ভারতের
 বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাবাহ্য ও কর্মপ্রণালী সুভাষাণাত্মক বলে
 বিশ্লেষণচেষ্টা অনেকদিন হার্কস্‌বাহের হতে বসে বসে হয়।

କେନ୍ଦ୍ରାପୋର ଜ୍ଞାନ

কোলাসর সাম্প্রতিক বিধিমালা অনুযায়ী: মার্গনবাসীরা পশুপাল
করেছে, শালক-কংগ্রেস হল আশাচরিত শালক্য অর্জন করেছে
এবং কনুসিটি পাট পরিচালিত স্ট্রট শালক-কংগ্রেসের
সহযোগে নিরুপস্থল সংযোগাধিকৃত লাত করেছে। শালক
কংগ্রেস এবং কনুসিটি নিম্নলিখিতের আগত চমক দাও
কোলাসর পদতন্ত্রের পত্রিকার এই বিধিমালা কোম দ্বারকীন
পদনির্ধেয় পাওয়া যায় না। অতঃপর কোলাসর রাজনীতির
নীতিমালা কোলাসর সভাপতি এই নীতিমালাকে বাতিল করে প্রত্যয়
লম্বত তারতম্যই বিজ্ঞপ্তি হয়ে গেছে প্রায় আশ
প্রবলভাবে দেখা হয়েছে। একথা জানতে হবে কোলাসর
বিধিমালা পদতন্ত্রের আগত-শালক্য ভিত্তিতে তারা তারতম্য
নতুন পদতন্ত্র পদতন্ত্রই করেছে। কোলাসর যখন বাস্তব
বাসীকেই চুক্তি পদতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে পদতন্ত্রের তদিক
সম্প্রদায়ের হয়ে উঠেছে, তখনই কংগ্রেস কনুসিটি এবং
মুসলিম লীগের জোটের শালক্য আত্মীয় হয়ে তারতম্যের
রাজনীতিতে পদতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধকে বিপর্যয় করে
মূল্যবোধ-কিনা গেছে অসুচারিক আগত বীরে বীরে মূল্য হয়ে
উঠেছে। অতঃপর এই পত্রিকা নির্ভর কংগ্রেস শালক-কংগ্রেস
কনুসিটি ও মুসলিম লীগের তদিক রাজনীতিক পত্রিকা
প্রতিষ্ঠিত ওপরে।

কেন্দ্রাঙ্গার রাজনীতির বিশ্লেষণ পুঁতি এ খাব্য কেন্দ্রাঙ্গাকে
আন্দোলিত, আন্দোলিত এবং অতীবিকৃত করেছে। খাব্য-
মজার পর-বেক জিহ্বাঙ্গার, কোটিন এবং শব্দভাষ্য ফলে
কেন্দ্রাঙ্গার সত্ত্বাঙ্গার নির্ভাঙ্গন হলে। এবং খাব্য কেন্দ্রাঙ্গাভে

পরিবার। ১৯৭৭ সালে অবিরত কুমুদিত পাণ্ডি সংখ্যা-
পরিচিতি লাভ করে কেরালার শাসন-কর্তা করায়ত্ত করে-
হিন এবং পাণ্ডাল শাসনের শাসনে এই হল আন্তর্জাতিক
কুমুদিত নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করে কেরালার জন-
কৌশলকে এমন বিপর্যয় করে ফুলে ফুলে যে কেরালার পণ্যাত্মিক
শক্তিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কুমুদিত শাসনের অন্তর্ভুক্তকে
প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে মুক্তি সংগ্রাম শুরু করেছিল।
কলে ১৯৮০ সালে কংগ্রেস, সি. এম. সি. এবং মুদলিন
লীগ একত্রিত হয়ে অবিরত কুমুদিত পাণ্ডিকে পণ্যাত্মিক
করেছিল, সেদিন কংগ্রেস পাণ্ডি ব্যাং ২১টি আসন পায়
এক এই পণ্যাত্মিক ভোটে ১১টি আসনের অধিকারী হয়।
কিন্তু তা সত্ত্বেও অল্প কিছুকাল পরেই পণ্যাত্মিক ভোটার
অসন্তোষিত বিদ্রোহ মাথাচোঁড়া দিয়ে উঠলে এই ভোট ভেঙে
পড়ে ও '৮৪ সালে আবার নির্বাচন হয়। তার একটি কারণ
কংগ্রেস যদিও মুদলিন লীগকে নির্বাচনের শক্তিশালী
প্রদান করে অসী হয়েছিল নির্বাচনের পর মুদলিন লীগকে
পাণ্ড্যাত্মিক বলরূপে চিহ্নিত করে কংগ্রেস এই শেলের শব্দে
হস্তান্তর শক্তিশালী হ'তে অসীকার করে। তাই, যদিও মুদলিন
লীগ এই পণ্যাত্মিক ভোটে ২১টি আসনের অধিকারী
হয়েছিল, তাকে কেবল বিধান সভার অধ্যক্ষের পদ
দিয়েই খুশী থাকতে হয়। কিন্তু '৮৪-র নির্বাচনে মুদলিন
লীগ পার্শ্বাবর্তী কুমুদিত পাণ্ডির সঙ্গে যোগ দেয়।
ইতিমধ্যে কংগ্রেস পাণ্ডি বিধা বিতর্ক হয়ে সি. পি. আই ও
সি. পি. এম-এ পরিণত হয়েছে—এম. এল. সি-ও এই

ভোটের যোগ দেয়। প্রকৃত পক্ষে এই এল. এল. পি-র লক্ষ্যই
পি. এল. পি-রই লক্ষ্য ছিল এবং পি. এল. পি-র জাতীয়
নির্বাচনী নীতির বিরোধিতা করে তারা কেবলমাত্র এস. এল.
পি-তে মনোনিবেশিত হয়ে এই ভোটের সঙ্গে একত্রিত হয়।
১৯৭১-র নির্বাচনে সি. পি. এর ৪০টি আসন পাঠ; মুসলিম লীগ
পার ৬টি আসন। ২১৪ এস. এল. পি ১৯টি আসন পাঠ।
কংগ্রেস পার ৩৬টি আসন। কেবলমাত্র কংগ্রেস ২৪টি আসন
পাঠ। সি. পি. আই বাই ৩টি এবং আর. এল. পি ১টি
আসন পাঠ। কোন পক্ষেরই নিঃস্বপ্ন সংখ্যা পছন্দীতা
না থাকার ফলে দ্বিবা ঐক্যেই বিধানসভাতক ভেঙে
যেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে সি. পি. এর-এর
বৈরুদে সি. পি. আই., এস. এল. পি., আর. এল. পি.,
কে. এল. পি ও মুসলিম লীগ কোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; কংগ্রেস, কেরালা কংগ্রেস, বা:
কম্মিউনিষ্ট পার্টি পৃথক পৃথক ভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা
করে। এই নির্বাচনী সংগ্রামে কংগ্রেসদ্বিহীনতা স্বত্বের
সুখে ১ পার্টির বোর্ড প্রকৃত ভোটাবিক্রম জন্ম হয়।
সি. পি. এর ২৯টি মার্কী দিয়ে ২২টিতে জয় হয়। সি. পি.
আই ২২টি প্রার্থী দিয়ে ১৯টিতে জয় হয়, এস. এল. পি ২১টি
দিয়ে ১৯টিতে, মুসলিম লীগ ১৭টি দিয়ে ১৪টিতে এবং
আর. এল. পি ৬টি দিয়ে ৬টিতেই জয় হয়। কে. এল. পি-র
একমাত্র প্রার্থী এবং কে. সি. পি-র, কংগ্রেস দুইজন জয় হয়।
কংগ্রেস চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়। ১০০ টিতে (সব কয়টি
আসনে) প্রার্থী দিয়ে মাত্র ৪টিতে জয় হয়। কেবলমাত্র
কংগ্রেস ৩১টি আসনের মধ্যে ৪টিতে জয় হয়। সি. এল.
পি, স্বতন্ত্র এবং জনগণের সব কয়টি আসনেই পরাজিত হয়।

১৯৭৭-র মোট ৩৩ পার্শ্ববর্তীভবন বাস-হালাবা, উগ্রতা,
এককালী শাসনের চক্রান্ত এবং দুর্নীতির ফলে গ্রন্থবাস
পত্র ভেঙে পড়লে সি. পি. আই পরিচালিত মিনি-ফ্রন্ট গঠিত
হয়। শাসক-কংগ্রেসের পরোক্ষ সহায়তার এই মিনি

ফ্রন্ট কংগ্রেসের যোগ্যতার সঙ্গে শাসন পরিচালনা করে
কেরালায় জনকীর্ষন পররাষ্ট্রিক মুদ্রাস্ফোষিত্বের আনতে
লক্ষ্য হয়। তারপরই এই সাম্প্রতিক নির্বাচনে। এই
নির্বাচনে কংগ্রেস ৪২টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৩২টিতে,
সি. পি. আই ৩১টির মধ্যে ১০টিতে, মুসলিম লীগ ২১টির
মধ্যে ১২টিতে, আর. এল. পি ১৪টির মধ্যে ৬টিতে এবং
পি. এল. পি ৭টির মধ্যে ৩টিতে।

অপরপক্ষে সি. পি. এর ২২টির মধ্যে ১৮টিতে, এস. এল.
পি ১৪টির মধ্যে ৬টিতে, কে. সি. পি ৪টির মধ্যে ২টিতে
এবং কে. এল. পি ৩টির মধ্যে ২টিতে জয় হয়েছে।

কেরালা কংগ্রেসও তাবের শক্তিস্থিতি করেছে। ৩১টি
আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা ১০টি আসনে জয়ী হয়েছে।
সংগঠিত কংগ্রেসের শাসনাত্মক বিপর্যয় হয়েছে। ৩১টি
আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লক্ষ্যভ্রষ্টভাবে তাবের শোভনীয়
পরাজয় হয়েছে। কংগ্রেসটি প্রকৃত স্পষ্টতন কংগ্রেসের প্রার্থী
নির্বিনীয়ভাবে পার্শ্ববর্তীভবন লক্ষ্য লাভ করেছে। তাবের
তার জন জয়ী হয়ে বিধান সভার সংগঠক কংগ্রেসের লক্ষ্য-
ক্ষেপে কাজ করার দক্ষতা নিরুৎসাহ। এ ছাড়াও জন স্বতন্ত্র
প্রার্থী, ৮ জন জনগণের প্রার্থী, ৬ জন ডি. এল. কে প্রার্থী,
১ জন বিশিষ্টবাসিন্দা ও ১ জন এস. ইউ. সি প্রার্থী
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছে। জনগণের একজন
প্রার্থী এবং নিজে ভিত্তিয়ার পালকটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে
১০,০০০ ভোট পাঠ। এই কেন্দ্রে জয়ী পার্শ্ববর্তী প্রার্থী
পেয়েছে ২০,১০০ ভোট এবং শাসক কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছে
১৭,০০০ ভোট।

পার্শ্ববর্তীভবন ১৯৭৭ সালের ২৪টি আসন এনার্জিকার
নির্বাচনে দুইয়েছে। তার মধ্যে ১টি আসন বাবে অসদ্বি
কংগ্রেসি তাবের শক্তিশালী খাতি ছিল। এস. এল. পি
হারিয়েছে ১টি; তার মধ্যে ১টি ছাড়া আর সব কয়টি
১৯৭৭ সাল থেকে তাবের স্বতন্ত্র ছিল। সি. পি. আই-এর

আদম এয়ার '৬৭ তুলনার ক্ষেপেছে এবং '৬৭-৪ ৪টি আদম তারা খুইয়েছে মুশলিম নীপ আদম ৮টি আদম হারিয়েছে, তার মধ্যে একটি মালাবারের শক্ত বাড়িতে।

নীপের প্রভাব মালাবারের তিনটি জেলায় লোম্বাৎ হলেও, নুতন জেলা মালাপুলামের ১২টি আদমের মধ্যে ১০টিতে প্রতিস্থানিত করে ১টিতে তারা ভরা হয়েচে। এই নুতন জেলাটি পঠন করে নাস্ত্রিশাণ মালাবারে লক্ষ্যবাহিকতার ইচ্ছা মুগিয়ে নীপের চিত্র কর করতে পেরেছিল। আবার এই নির্বাচনে মালাবারে নীপ প্রাপ্তি বর্ধ করা হইয়াছে।

মালাবারে বার্কসদ্বারীয়ার তাবের '৬৭ সালের ১০টি আদম খুইয়েছে এবং এই আদমে তাবের সম্ভাব্যত পত্তি হয়েছে। এবং লম্বা মালাবারে তাবের ১৪টি আদমের মধ্যে ৮টিই পাশবাটে, মালাবারে মুশলিম নীপের আদম ১২টি এবং লামক-কংগ্রেসের ৭৪টি। ১৯৬৭-৮৩ এখানে লামক-কংগ্রেসের একটিও আদম ছিল না, '৬৪ তে ছিল ১টি। মালাবারে বার্কসদ্বারীয়ার পত্তি অপেক্ষাকৃত হ্রাসের একটি নিরিখ হোলে এই ক্ষেত্রে নাস্ত্রিশাণের ক্ষেত্র পটবীর কলাকল। এই ক্ষেত্রে নাস্ত্রিশাণ ১৯৬৭ সালে ১৫,০০০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেও, বোরকার নির্বাচনে জিত্বী প্রতিদ্বন্দিতার তার ভোটের ব্যবধান মাত্র ৩০০০।

এই সূত্রে অচ্যুত বেনবের ভোটের ব্যবধানের নিকট নাস্ত্রিশাণীরা দৃষ্ট আকর্ষণ করেছে। জিত্তর জেলায় কোভাকার ক্রেপে চতুর্থী প্রতিদ্বন্দিতার বেনব মাত্র ৩,১৫১ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। তবে একথা ঠিক কোভাকারের পতক ৭৫ ভাগ নির্বাচকগণী ভোট বিশেষ, পটবীর মাত্র ৬০ ভাগ ভোটেরো ভোট দিয়েছে। বহুত, এমপিশ, এর্নামুদার, কোট্টানাথ প্রভৃতি জেলায় পতক ৮০ ভাগ ভোটেরো ভোট বিশেষ বার্কসদ্বারীয়ার শক্ত বাড়ি পাশবাটে ভাঙা পে উদ্বীর্ণা পত্তি করতে পারে

নি। পাশবাটে ভোটেরের পতক ৩৫৪ উপজিতি এবারকার নির্বাচনে লব চাইতে কল, মার পতক ১০ ভাগ।

নির্বাচনে বার্কসদ্বারীয়ার বিশেষ ঘটনাক্রম, তাবের প্রতি ভোটেরের আনুগত্য হ্রাস পেয়েছে মনে করলে লব বহু জুগ হবে। ১৯৬৪ সনে তাবের প্রথম ভোটের পতক ১৯৮৮ ভাগ পেয়েছে, ১৯৬৭ সনে পেয়েছে ২৩৯৮ ভাগ, এবারের পতক ২০ ভাগ। কিন্তু নাস্ত্রিশাণ দাবী করেছে নি. সি. এম-এর নেতৃত্বে পত্তি হ্রাস ১৯৬৭ সনের ২১ লবে ভোট থেকে ১৯৭০-এ ২৮ লবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লামক-কংগ্রেস সি. সি. আই-ক্লবের যৌথ ভোট ১৯৬৭-৮৩ লবে থেকে ১৯৭০-এ ৩০ লবে নেমে এসেছে। এবারীও অনবীকার্য। ১৯৬৭ ও ১৯৭০-এ পতক ৭৫ই পরিমাপ ভোট পেলেও ১৯৬৭-এ বার্কসদ্বারীয়ার ভোটের তুলনার আগনের আনুগত্যিক হার ছিল অত্যন্ত বেশী। এবার ভোটের হার ও আগনের হার তাবের লগান লগান অর্থাৎ উত্তরক্ষেত্রেই পতক ২০ ভাগ।

সি. সি. আই যে লগাৎ আদম এবার প্রতিদ্বন্দিতা করেছিল, তার পতক ৩৭ ৪০ ভাগে পরালিত হলেও পতক ৩৭ ভোটের হার অপরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ সালে ভাঙা বৎসকে পতক ৮.১০ ও ৮.৫৭ ভাগ ভোট পেয়েছে, এবার পেয়েছে পতক ৯, মুশলিম নীপ ১৯৬৪ ও ১৯৬৭তে পেয়েছে বৎসকে ৫.৮০ ও ৫.২৮। এবার পেয়েছে পতক ৭ ভাগ। এম. এম. সি-র ১৯৬৪-৮.১০ ও ১৯৬৭-৮.৪০, এবার পতক ৪.৫ ভাগ পেয়েছে। কারম এম. এম. সি-র ভোট এবার আই-এম. সি এবং সি. এম. সি-র মধ্যে বন্টিত হয়েছে। তিনটি লগাৎদাবী হল— সি. এম. সি, এম. এম. সি ও আই. এম. সি—ভোটের পরিমাপ পতক ২৩ ভাগ। আর. এম. সি-র ভোট ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ তে বৎসকে ১.২২ ও ২.১১ থেকে পতক

১৯ তালু বৃত্তি পেরেছে। ফরাসি কংগ্রেসের ভোট ১৯৬৪ ও ১৯৬৭-তে যথাক্রমে ১২.৫৮ ও ৭.৫৭ থেকে এখান প্রায় শতকরা ৬ তালু বেমেহে, যদিও তাৎকালিক আদান সংখ্যা বৃদ্ধি পেরেছে।

যদিও অবিভক্ত কংগ্রেস ১৯৬৫ এবং ১৯৬৭-তে যথাক্রমে শতকরা ৩৩.৫৮ ও ৫৫.৪২ ভোট পেয়েছিল, এখান লালক-কংগ্রেসের তালু পক্ষেই শতকরা ১৮ তালু ও লংগেইন কংগ্রেসের তালু শতকরা ৩.৪ তালু। হুই-বে মিলিয়ে শতকরা প্রায় ২২ তালু। কংগ্রেসের বহু ভোট এই এখান নির্বানীয়েদের হায়ে পেরে। কারণ, বহু কংগ্রেসী নির্বানীয়ে হয়ে উঠিয়েছিল। এই কারণে নির্বানীয়ে ভোটের শতকরা হার ১৯৬৫-র শতকরা ১১.৪২ ও ১৯৬৭-র শতকরা ৪.১০-এর পরিবর্তে এখান শতকরা ১৪.৪-এ বৃদ্ধি পেরেছে।

সুতরাং কোম্পানি ভোটের প্রকৃতি বিচার করে বলতে হয় এই রাজ্যে পাটের নির্বাচনের বহু বিবেচ্য ভোটের ফের আনুগত্যের ('coordinated vote') দুই বৈধী হেয়ফের হয় নাই এবং সেই কারণে বার্ষিকবানীয়েদের আদানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে প্রায় পেলতে যাদের প্রতি আনুগত্যের শতকরা হার প্রায় অপরিসংখ্যিত হয়েছিল। সুতরাং, এই তরু বাকিব কোম্পানির বার্ষিকবানীয়েদের পরামর্শে অতিরিক্ত উন্নয়নের আশায় চাপা পড়লে তবিত্তে পণ্যত্রী শক্তিকর্মের অনুশোচনার ক্ষুদ্রত্ব হবে। তবে একথা সত্য বস্তুত্ব মূল্যবান ও কাব্যনিকবের মধ্যে বার্ষিকবানীয়েদের প্রচার প্রত্যাহ বিচারে বার্ষিক হয়েছে। বাল্যগারে শীষের এবং বহু কোম্পানির কোম্পানি কংগ্রেসের লালক তালুপ্রধান করেছে। আরও বিশুদ্ধতা, আরও ভীত শ্রেণীগোত্রের প্রতিজ্ঞাতি দিয়ে কেবল সবারের বিভিন্ন আতির নিয়ন্ত্রণের কন-সাধারণত্ব আকর্ষণ করে কনসাধারণের প্রায়ে কর্তব্য হয়ে বার্ষিকবানীয়েদের রাজনীতি কেন্দ্রনিক মোড় থেকে সে লক্ষ্যের সতর্ক বৃত্তি থাকবে। নির্বাচনে

পরামর্শের পর পরিবর্তী পরিবেশের কাঠামোর ক্ষমতা বহুপের জন্ম একবিবেক সাধারণের আশ্রয়ে সাংবিধানিক সংসদ করার এবং অপরনিক পছন্দ, হওয়া, বিশুদ্ধতার বহু বিবেচ্য পণ্যত্রীর অগ্রিমপছন্দ। হুইনার রাজনীতি আরও প্রথমতাবে প্রবেশের অগ্রাধিকার থেকে বঞ্চিত হলে, তাহা আবার পরিবর্তী পরিবেশেই প্রত্যাহর্জন করবে—যেমন অবিভক্ত কনুনিট পাট্টি অনুসরণে অনুষ্ঠিত হবার কংগ্রেসে কনুনিট কনুনিট—না। তাহা আরও বৈধী নির্বিচারে লালক, নির্বিবেক হওয়া ও অগ্রাধিকার পাবে অগ্রগত হবে এই সতর্ক বার্ষিকবানীয়েদের আশ্রয় করবে। যদি তাহা পরিবর্তী পণ্য প্রত্যাহর্জন করে তবে তাহের বার্ষিক-এর (সতর্কত্ব কনুনিট পাট্টি বর্ত্তক অনুসরণে তালুপ্রধান চেম্বারক্যাটিক স্ট্রাক্টর সন্যাপন) হতে হবে। আর যদি তাহা লালক ও হুইনার রাজনীতির দিকে হুইবে পণ্য, তবে অনিবার্যভাবে তাহা নজালপন্যত্রীর প্রকাশ লংগাণী হয়ে উঠবে। তাহের লালক আর তুল্যের কোনো পর বোনা নেই। কনুনিট পাট্টির এই অগ্রাধিকার সতর্ক বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে আশ্রয়প্রকাশ করে এই সতর্কত্বের পরিবেশ বৃদ্ধি করেছে। আন্তর কনুনিট পাট্টির বিবাবিত্তিক, পণ্ডিত বাল্যের কনুনিট বেলের বিবাবিত্তিক, বিধা লালক তালুপ্রধান কনুনিট পাট্টির বিবেচ্যের হুইবে এই সতর্কত্ব বার বার আশ্রয় প্রকাশ করেছে। সুতরাং কনুনিট পাট্টির পণ্ডিত-প্রকৃতি বিচারে একথা বলে করা তুল্য হবে না যে, বার্ষিকবানীয়েদের একটি সুবলন আরও লালক, আরও হুইনার দিকে হুইবে পণ্যত্রীর জন্ম উৎসাহী হবে। কারণ বার্ষিকবানীরা আনে যে অমাল্ল বানীরা বিশেষভাবে পণ্যত্রিক শক্তি এখান হুইবে করতে পারলে তাহের রাজনীতির পম্বাহুত হবে পণ্ডিত।

বিস্ত এইখানে বার্ষিকবানীয়েদের সতর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যনাতি নির্ধারিত হয়েছে। কেবল অমাল্ল বানীয়েদের লক্ষ্যতি কোনো লক্ষ্যনাতি ঘটনা নয়। ১৯৬০ সালে কংগ্রেস সি. এম. পি.

Y

2

[illegible]

এই পরিবর্তন অন্তর্বিবীজিত পরিবর্তনের পূর্বাঙ্গান স্বত পায় এবং সোভিয়েট রুশের প্রদত্ত উদাহরণে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শক্তিসংগঠন (Central Power structure) কমুনিষ্ট পার্টির উদ্ভাবনের আয়োজন হতে পারে।

ভারতবর্ষের রাজনীতি এই নতুন যোক্তা মেধে কিনা কোমলার নির্বাচন সেই প্রশ্নটি প্রকৃতভাবে তুলে ধরেছে। প্রবাসবস্ত্রীর বিজ্ঞে সোভিয়েট রুশ প্রবণতার অভিযোগ করটা সত্য সে প্রশ্নও যেমন এই প্রশ্নের আলোচিত হবে ভারতীয় শাসনশাসন আদারী কিনে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রবাসবস্ত্রীর আদান অগ্রহ করবার ক্ষমতা কমুনিষ্ট পার্টির সহযোগে অবিসার্য হয়ে উঠবে কিনা সে প্রশ্নটিও প্রকৃতভাবে বেধে ধরে। অবশ্য কমুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার আদান স্বততার সহযোগে বিজ্ঞে প্রবাসবস্ত্রীর শিথিলে শক্তিস্থান নেতাদের বিবোচনা রয়েছে কিন্তু অত্যন্ত রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞে যেমন এই শব্দ শক্তিস্থান নেতারা প্রবাসবস্ত্রীর স্বততা স্বীকার করে নীতিগতই হয়েছেন তেমনই এই প্রশ্ন যে তারা প্রবাসবস্ত্রীর নীতি অনুকরণ করবেন সে কথা স্থানান্তরিতাবে

কলা চলে। কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কমুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগে — ক্ষমতা ভারতবর্ষের শাসনশাসন স্থপতিব লীগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সহযোগিতা আর একটি অবিসার্য সম্ভাবনা এবং যে-স্থপতিব লীগকে ভারতবর্ষের শব্দ সাম্প্রতিক বসন্তে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই স্থপতিব লীগের ক্ষমতার স্বার্থ উত্তরণ সাম্প্রতিকতার বিবেচ প্রসঙ্গের সজ্জিত জুড়িকা মেধে। কমুনিষ্ট পার্টি এবং স্থপতিব লীগ যদি শাসন সংগঠনের সহযোগে শব্দ শব্দ কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অবিস্তিত হয়— ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী বাদলিকতা এই যৈত লক্ষ্যের বিজ্ঞে প্রতিবেশের তত্ত্ব তুলবে এবং তারা ভারতবর্ষ নতুন শব্দে রাজনৈতিক অবিসার্য শব্দ করবে। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রতিকতা এবং বসন্ত আর একবার শব্দ অবিসার্য লক্ষ্যবীন হবে কিনা কোমলার নির্বাচনে শাসন-সংগঠন ও কমুনিষ্ট পার্টির নিশিত ভোটের জয়— সেই প্রশ্নটিকে তুলে ধরেছে।

আমাদের কাজ

বিভাগসাপেক্ষ-প্রগতি

যে বিপ্লবী বন্যীর সার্বজনীনতাবোধ সৃষ্টি উপলব্ধ পদে পদে যেতেই হবে। উপলব্ধিত হলে সেই শক্তির ইচ্ছাশক্তি বিভাগসাপেক্ষের প্রতি আধারের প্রত্যাহার প্রগতি জানাচ্ছি। সেই অস্তিত্ববোধ-বুৎপে, প্রতিস্থাপন-পরিবেশে একদিকে যেমন তিনি জ্ঞানের আলো আনিতে, তেমনি অস্তিত্ব-চেতন। জ্ঞাত করে জানিতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠাতৃবির উপরে লক্ষ্যন দিচ্ছেন। তেমনি জীবিকা, বিদ্যাবিহার প্রকৃতি হুজুর লোকসংস্পর্শে অসুতোত্তর সংগ্রহ করে স্বাধীনতার বহন সৃষ্টিতে দৃঢ়পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাংলা স্বপ্নচিত্রের থেকে দূর করে বাংলা গভীরতার সহজ ও সাবলীল স্রোত প্রবাহের পথ অব্যাহত করে বাস্তবের অসুচ্ছন্নিত ভাবকে দৃঢ় হবার পথ হৃদয় করে যে বীণশিখা আনিয়েছিলেন আজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গন তারই বিস্তৃত আলোকস্রোত হয়ে বহু করেছে। ইচ্ছাশক্তির নিকট জাতির এই বণ অপরিসীম হলেও তাঁর সার্বজনীন জন্মবাণী উপলব্ধি করে বাংলাদেশের শিকড়বাসলে তার স্বীকৃতি দেয়া পেল না। জাতির আত্মগণিত পোনের এই স্বপ্নকে যেনেব দর্পকের দাগ হয়ে পড়েছে।

হরিজানা বিধান সভার প্রত্যাহার

পদে পদে আপন হরিজানা বিধান সভার বৈঠকে বিধান সভার লক্ষ্যপূর্ণ ছবি বিনীত কাণে বীণের কণ্ঠস্বর থেকে বেশকিছু নীল। প্রত্যাহার সৃষ্টি প্রতি প্রত্যাহারের কঠোর পর সভার বৈঠক ছবি কঠোর লক্ষ্যপূর্ণ ছবি হওয়া হয়।

বিধান সভার পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারস্বর্গের প্রতি লক্ষ্যবিন্দু আপন করে প্রত্যাহার পূর্ণিত হয়। হরিজানা বিধান সভার সক্রিয় ভারত সরকারের পরিবর্তীকৃত বিভাগের সক্রিয়কে এই লক্ষ্যপূর্ণ কাণে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নীল। প্রত্যাহার স্রোতস্রাব প্রতিকূলতার স্রোতকে তা পদে পদে গণ্যের জানাও করেছে।

হরিজানা বিধান সভা একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করে যেনেব বক্তব্যবাহী করেছে।

‘স্বতি সংখ্যা’

করকলাপ বাবদে অবিচার্য কারণে অত্র প্রকাশে বিলম্ব হয়ে থাকে। আধারের প্রতিষ্ঠাতৃ-লক্ষ্যবিন্দুর দীর্ঘ জ্ঞান-জ্ঞান ও স্বাধীনতার পর আধারের উপর স্রোত কর্তব্য লক্ষ্যবিন্দু বর্ণনাগো স্রোত হয়েছে। ‘স্বতি সংখ্যা’ বিলম্ব হলেও প্রকাশিত হয়েছে। ‘স্বতি সংখ্যা’র পর অঙ্গনস্রোত হয়ে প্রবণ সংখ্যা প্রকাশ করতে হয়েছে। তাঁর অঙ্গনস্রোত হয়েই স্রোত সংখ্যা স্রোতের সংখ্যাগণে প্রকাশিত হ’লো। স্বতি সংখ্যার আয়োজনের পর দ্বিতীয় স্রোত স্রোত আধারের স্রোতের সংখ্যা আয়োজন করা সম্ভব হোলেমো অঙ্গন আধার আত্মিক স্রোত, আধার স্রোত পাঠকের আধারের এই অবিচ্ছিন্ন স্রোত স্রোত করে যেনেব।

আধারের প্রতিষ্ঠাতৃ-লক্ষ্যবিন্দুর স্বাধীনতার পর এই প্রবণ পূজা সংখ্যা প্রকাশিত হ’লো। তাই এখানেও স্রোতস্রাব হওয়া স্রোত পাঠক-সংখ্যা-বিভাগ-স্রোত স্রোত স্রোত স্রোতস্রাবের নিকট উপস্থিত হচ্ছি এবং

ভাষের শাখাধার অভিনব কানাজি এবং তাঁদের অকৃত
 তত্ত্বাবধা ও সংযোজিতার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি আশা
 অস্তরের কৃতজ্ঞতা কানাজি।

আমাদের এই বিষয় পরিবেশের "শ্রুতি সংখ্যাটি" আমাদের
 লেখক ও পাঠকের ভাল সেগেছে কেনে আমরা পূর্ণ
 সন্তোষ লাভ করেছি। এই মর্মে আমাদের কাছে অনেক
 পত্র এসে পৌঁছেছে। অনেক মূখ্যে একথা জানিয়ে
 গেছেন। হলেখক ও সাহিত্য-সংযোজক শ্রীনাথ
 চৌধুরী আমাদের পত্র ১৬.৯.৭০ তারিখে চিঠি দিয়ে
 জানিয়েছেন।

"...সংখ্যাটি বেতুচ্ছিন্নে যেবার স্থাপন হয়েছে।
 অনুশীলিত হয়েছে সংখ্যাবানি। প্রবন্ধগুলি প্রত্যান্বিত।
 শ্রীকৃষ্ণ চার সম্পূর্ণ বহু প্রত্যক্ষ তথ্যে পরিপূর্ণ। কোনো-
 কোনোটি বেশ সুনির্ভর। তবে একজন লেখকের সমস্ত
 কৃপাশ্রম অংশ হোলে "সংখ্যার কীর্তী" পর্যায়ের বিষয়টি
 - খুবই পূর্ণ ও সুশীল। লক্ষ্যাত্মক কালের প্রতীকিত
 ইতিহাস বাঁধের অসুস্থিমনের বিষয়, তাঁদের সমস্ত কাজে
 সাপেয়ে।"

শ্রুতি-সংখ্যাটি এই প্রকাশন বেটোনে আমাদের প্রত্যা
 ক্রিয়া সার্থক মনে করবো।

মাজপার ঘিয়েই নহওক
 কেশর শোভা
কেয়ো-কার্পিন
 তোলাই



কেয়ো-কার্পিন

কেশ তেল

Day's কেশ তেলের ব্যবহার

ই এটানোহোবা
 চুলিত ঘটা তেল,
 লম্বা লম্বা
 আক নুতারা
 সুগন্ধিত



২০০, কর্তব্যশীল ইন্টিফিক মোবাইল প্রেস হাতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দত্ত এককোণে কর্তব্য শ্রুতি ও প্রকাশিত।

সুভাষচন্দ্র

প্রথম বক্তৃতা
পবিত্রকুমার ঘোষ

মতামত

সুভাষচন্দ্র প্রথম বক্তৃতা পড়ে ভাল লাগলো। অস্বাভাবিক জীবনী থেকে এর বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। দেশ ও কালের সামগ্রিক পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনার পরিচয় দেবার পরিচর্যনা গ্রহণ করেছেন লেখক। এই পরিচর্যনা বর্ষাধিক বলে মনে হয়। সুভাষচন্দ্র কবি, দার্শনিক বা বর্ষাধিক নন। তিনি দেশনেতা। তাই দেশের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর নেতৃত্বের বিনিয়োগ গড়েছে। সুভাষচন্দ্রকে জানতে হলে দেশ ও কালকেও জানা চাই। কবি এবং দার্শনিককে তাঁদের জীবনের মধ্যেই জানা যায়। পরিচর্যনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের অসামান্য দানের পরিচর্যনিক্তে এরূপ বিস্তৃত জীবনীই তাঁর প্রতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

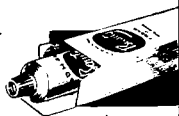
এই প্রথম বক্তৃতা থেকে সম্পূর্ণ জীবনীর যে আভাস পাওয়া গেল তা আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। দেশ ও কালের প্রত্যেক ক্রিয়ায় সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে গঠন করেছে লেখক তা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। বিশেষ করে “নিবর্তনের আগমন” অধ্যায়টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, রচনারীতি বিবর বস্তুর সর্বাঙ্গ অঙ্গুর রেখেছে। ভাষা বাধাই মুক্তিসমত।

ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়
'জাতীয় গ্রন্থাগার'

যুগের মত স্নিক কোমল
আমার এই অপরূপ লাবণ্য



দিনের পর দিন
সাধনা
বিডাট
ক্রীম
মোথেই হয়েছে



'সাধনা বিডাট ক্রীম' একটি আর্ট আধুনিক অঙ্গরাজ্য

সাধনা ঔষধালয়
কলিকতা-৩৩